দৃক্‌সিদ্ধিমূলক পঞ্জিকাসংস্কার নিবন্ধ।

বা

দৃক্‌সিদ্ধির আবশ্যকতার বিপক্ষে পঞ্জিকাসংস্কারের
অযথাবাদের সমালোচনা

ও
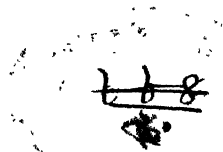
দৃক্‌সিদ্ধির শাস্ত্রীয়তা প্রতিবাদক নিবন্ধ।

শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন
বিরচিত।

Calcutta:

PRINTED BY JADU NATH SEAL,
HARE PRESS:
46, BECHU CHATTERJEE'S STREET.

1893

মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

আবশ্যক পাঠ সংশোধন।*

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ পাঠ	...	শুদ্ধ পাঠ
২১	১৪	(৩২ পৃষ্ঠায়)	...	(৩৫ পৃষ্ঠায়)
২২	২৬	এক সপ্তাহ	...	চারি মাস
৩২	১৭	অদিতির ঔরষে বিশাখা তারার গর্ভে	...	অদিতির পুত্র সূর্য্য বিশাখা তারায়
৩৭	শেষ দুই পঙ্‌ক্তি	(তস্মাদ্ ইত্যাদি)	...	অস্মদাদীনাং দর্শনাপেক্ষয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রস্য প্রবৃত্তত্বাৎ। কালমাধব।
৪৭	২	আদর	...	ধর্ম্মকার্য্যে ধার্ম্মিকদের আদর
ঐ	ঐ	পঞ্জিকায় ধর্ম্মকার্য্যে	...	পঞ্জিকায়
ঐ	৩	ধার্ম্মিকদের তাদৃশ	...	তাদৃশ

* যে সকল অশুদ্ধি পাঠ মাত্রেই বুঝা যায়, ঐ সকলের সংশোধন করা গেল না।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

জয়তি।

পঞ্জিকাসংস্কারের বিপক্ষে অযথাবাদের সমালোচনা।

রিপোর্ট পাঠ করিলে প্রতীত হইবে, যে, কেবল বঙ্গদেশীয় কয়েক জন পণ্ডিত দৃক্‌সিদ্ধিবাদের ও প্রচলিত পঞ্জিকাসংস্কারের বিরোধী।* বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত মহাশয়রাই দৃক্‌সিদ্ধিবাদের বিপক্ষে পুস্তক প্রণয়ন ও বক্তৃতা করিয়া মহাগোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ পাঠ ও বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াই আমার, দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে দৃক্‌সিদ্ধিবাদই প্রকৃত। সত্যের এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, যে, পণ্ডিতমহাশয়-দের আপত্তি গুলির অধিকাংশই, পূর্ব্বসংস্কার ও প্রচলিতপ্রথাপরিবর্ত্তন-ভীরুতা মূলক। উহাতে যুক্তি ও প্রমাণ কমই আছে, ইহা প্রদর্শন করাই এই সমালোচনার উদ্দেশ্য।

মাদ্রাজ, বম্বে, কাশী, জয়পুর, হাতুয়া বেতিয়া ও উড়িষ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় জ্যোতিষসিদ্ধান্তশাস্ত্র বিশারদ যে কয়েক জনের মত পাওয়া গিয়াছে, তাঁহারা সকলেই, অধিক কি, সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় পর্য্যন্ত, পঞ্জিকা প্রণয়নে

---

* শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত প্রাণানন্দ কবিভূষণ এবং মহেন্দ্রবাবুর প্রচারিত তিনটী প্রশ্নের উত্তরদাতা বা দাতৃগণ।

দৃগ্‌গণিতৈক্য করিয়া গণনা আবশ্যক মনে করেন। কয়েকজন বঙ্গদেশীয় অধ্যাপকও * দৃগগণিতৈক্যের পোষকতা করিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় এক নূতন মত আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনি বলেন অদৃশ্য তিথ্যাদি গণনায় দৃগ্‌গণিতের আবশ্যক নাই; দৃশ্য চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণাদি গণনায় দৃগ্‌গণিতৈক্যের আবশ্যক আছে। ইহার মর্ম্ম ভেদ করিলে এই দাঁড়ায়, যে, যে গণনার ফল দৃশ্য হয় না, সে গণনার ভুল হইলেও ধরা পড়িবে না, অতএব সে গণনাতে দৃগ্‌গণিতৈক্য করিয়া কষ্ট পাইবার আবশ্যক নাই। তবে যে গণনার ফল দৃষ্ট হয় (যেমন চন্দ্রের বা সূর্য্যের গ্রহণ) সেই গণনার তফাৎ হইলে ধরা পড়িতে হইবে, অতএব তাহাতে দৃগ্‌গণিতৈক্য করার কষ্ট অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিবেদী মহাশয়ের এই অভিনব সিদ্ধান্ত লইয়া পঞ্জিকাসংস্কারের বিসংবাদী মহাশয়রা বড়ই বাগাড়ম্বর করিয়া বেড়াইতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের বুঝা উচিত, যে, দ্বিবেদী মহাশয়ের মতেও প্রচলিত বঙ্গদেশীয় পঞ্জিকা ভ্রমসঙ্কুল, সুতরাং উহার সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এবং অন্ততঃ গ্রহণাদির গণনাতে দৃগ্‌গণিতৈক্য করা আবশ্যক হইয়াছে।

সে যাহা হউক ঐ মতের মূল বচনটীর একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। দ্বিবেদী মহাশয়ের ঐ বচনটী এই,—

"অদৃষ্টফলসিদ্ধ্যর্থং যথার্কাদ্যুক্তিতঃ কুরু।
গণিতং যদি দৃষ্টার্থং তদ্দৃষ্ট্যুদ্ভবতঃ সদা॥"

এই বচনটী কমলাকর দৈবজ্ঞকৃত তত্ত্ববিবেক গ্রন্থের মধ্যমাধিকারে আছে। দ্বিবেদী মহাশয় জ্যোতিষশাস্ত্রে একজন প্রথম শ্রেণীর লোক। তিনি তত্ত্ববিবেক গ্রন্থের দোষগুণ বিলক্ষণই জানেন। নিজেই তত্ত্ববিবেকের

* মূলাজোড় কলেজের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ, চাকদা নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ তর্কপঞ্চানন, শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামনাথ তর্করত্ন ও মেদিনীমণ্ডল নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

ভূমিকায় উহার অনেক দোষ দেখাইয়া দিয়াছেন—এই কারণেই হউক বা কারণান্তরেই হউক, তাঁহার মন্তব্য মধ্যে এই বচনটী প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করেন নাই। কিন্তু তাঁহার মতানুরক্ত ভক্ত সম্প্রদায়কে ঐ বচনের দ্বারা একবারে মোহিত করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু ঐ বচনটী আদৌ প্রকৃত বিষয়ের প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতেই পারে না। তাহার কারণ ক্রমশঃ দেখান যাইতেছে,—

১। তত্ত্ববিবেক আধুনিক গ্রন্থ, ১৫৮০ শাকে প্রস্তুত হয়, কোন প্রামাণিক জ্যোতিষশাস্ত্রে বা ধর্ম্মশাস্ত্রে তত্ত্ববিবেকের নাম পর্য্যন্ত উল্লিখিত হয় নাই। এরূপ আধুনিক ও অপ্রামাণিক গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া ধর্ম্মকার্য্যের ব্যবস্থা স্থির করিতে সাহস হয় না।

২। কমলাকরের তত্ত্ববিবেক রচনা করিবার প্রধান উদ্দেশ্য, আর্য্যভট ও ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থকারদের মত খণ্ডন। ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থ অবিবাদে মাধবাচার্য্য হেমাদ্রি ও রঘুনন্দন প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধকর্ত্তারা প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। এবং ভাস্করাচার্য্য যে সকল সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা তদনুসারেই ধর্ম্মকার্য্য করিতে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ভাস্করাচার্য্য, কেবল কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই তিন মাসে 'ক্ষয়' মাস হয় লিখিয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্র নিবন্ধকারগণ ঐ অনুসারেই কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই তিন মাস মাত্রে ক্ষয়মাসের নিষেধেরও বিধির বিধান প্রতিপালন করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কমলাকর কিন্তু বার মাসেই ক্ষয় মাস হইতে পারে বলিয়াছেন। কমলাকরের বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া তদনুবর্ত্তী হইতে হইলে,মাধবাচার্য্য হইতে রঘুনন্দন পর্য্যন্ত সকল নিবন্ধকারদের বাক্যে জলাঞ্জলি দিতে হয়; তাহাতেও আপত্তি ছিল না,যদি তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রকৃত হইত।

কমলাকর প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদের প্রতি জিগীষা-পরবশ হইয়া পদে পদে ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়াছেন; যে সকল সিদ্ধান্ত এক্ষণে সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে সকল সিদ্ধান্তের প্রতিও কটাক্ষপাত করিয়াছেন। আর্য্যভট পৃথিবীকে চল বলিয়াছেন,তিনি পৃথিবীকে অচল স্থির করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এরূপ জিগীষা-মূলক গ্রন্থের উপর কিরূপে নির্ভর করা যায়।

৩। দৃষ্টিবিসংবাদী* মহাশয়রা, সত্যের আবিষ্কার হইয়া পড়িবে—এই ভয়েই হউক আর যে কারণেই হউক, কমলাকর কি কারণে ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, তাহা উদ্ধৃত করেন নাই। অতএব এস্থলে ঐ কারণটীর সহিত বচনটী উদ্ধৃত করা যাইতেছে,—

"নাস্মাদৃশাং তদজ্ঞানান্ নলিকামাত্রতঃ ক্বচিৎ। ৩২৫।
অদৃষ্টফলসিদ্ধ্যর্থং যথার্কাদ্যুক্তিতঃ কুরু।
গণিতং যদি দৃষ্টার্থং তদ্দৃষ্ট্যুদ্ভবতঃ সদা॥" ৩২৬।

মধ্যমাধিকার।

অর্থাৎ মাদৃশলোকের (কমলাকরপ্রভৃতির) কেবল নলিকাযন্ত্রের দ্বারা তাহার (বীজাদির) কখনই জ্ঞান হইতে পারে না। এই হেতু, যুক্তিপূর্ব্বক, সূর্য্যসিদ্ধান্ত অনুসারে, অদৃষ্টফল সিদ্ধির জন্য গণনা কর। দৃষ্টার্থ গণনা দৃষ্টির উদ্ভব হইতে সর্ব্বদা কর।

দৃষ্টিবিসংবাদী মহাশয়রা এই বচনের স্থূল তাৎপর্য্য এইরূপ বলেন,—তিথি-নক্ষত্রাদি গণনার ফল অদৃষ্ট, অতএব তিথিনক্ষত্রাদির গণনা সূর্য্যসিদ্ধান্ত অনুসারেই করিবে (তাহাতে বীজ সংস্কার দিবার আবশ্যক নাই)। চন্দ্রের বা সূর্য্যের গ্রহণাদি গণনার ফল দৃশ্য, অতএব উহার গণনা দৃষ্টির উদ্ভব হইতে (বীজসংস্কারাদি দিয়া) সর্ব্বদা করিবে।

প্রথমতঃ কমলাকরের তর্কবিষয়ে কিরূপ পারদর্শিতা ছিল, তাহা দেখান যাইতেছে,—প্রতিজ্ঞা হইল,—'অদৃষ্ট ফল সিদ্ধির নিমিত্ত গণনা সূর্য্যসিদ্ধান্ত অনুসারে করিবে। দৃষ্টার্থ গণনা দৃষ্টির উদ্ভব হইতে করিবে'। এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ করিতে হেতু দেওয়া হইল, 'কারণ আমাদের (কমলাকর প্রভৃতির) কেবল নলিকা যন্ত্রের দ্বারা বীজাদি সংস্কারোপযোগী জ্ঞান জন্মে না'।

এই প্রতিজ্ঞা কি এই হেতুর দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে? কমলাকরের অজ্ঞান থাকে তিনি অজ্ঞের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারেন, সাধারণে কেন তাঁহার অনুবর্ত্তী হইবে? কমলাকর কেবল নলিকা যন্ত্রের দ্বারা গ্রহ দর্শন

---

* যাঁহারা দৃগ্‌গণিতৈক্য করার বিরোধী তাঁহাদিগকে 'দৃষ্টিবিসংবাদী' বলিয়া সর্ব্বত্র উল্লেখ করা যাইবে।

পূর্ব্বক বীজ সংস্কারাদি বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া থাকেন, তাঁহার উচিত ছিল, উপযুক্ত অপর যন্ত্রের আশ্রয় লওয়া, কিংবা, মাদৃশ অজ্ঞ লোকের ন্যায়, গণনা বিষয়ে ক্ষান্ত থাকা।

কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই, তাঁহার ক্ষান্ত থাকা দূরে থাকুক বীজসংস্কারের পক্ষপাতী পূর্ব্বাচার্য্যাদিকে "মূঢ়" বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন* এবং সাধারণকে উপদেশ দিয়াছেন,—'আমি জানিতে পারি নাই, অতএব তোমাদেরও জানিবার আবশ্যক নাই।'

এস্থলে বলা উচিত, কমলাকরের বাবা নৃসিংহ দৈবজ্ঞ এবং তাঁহার অধ্যাপক ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দিবাকর দৈবজ্ঞ, দৃগ্‌গণিতের পক্ষপাতী ছিলেন এবং ঐ পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রমাণ ও যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া 'দৃগ্‌গণিতৈক্য' বাদ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন†। কমলাকর উপযুক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে 'মূঢ়' বলিয়াছেন। এটী বর্ত্তমান সময়ের অর্দ্ধশিক্ষিত বালকদিগের গুরুজনকে old fool বলার অনুরূপ।

কমলাকর একজন দেবতা, ঋষি বা প্রমাণিক নিবন্ধকার নহেন, তিনি একজন দৈবজ্ঞবংশসম্ভূত আধুনিক জ্যোতিষী ছিলেন। সুতরাং কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহার এরূপ প্রমাণশূন্য অসঙ্গত উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া প্রামাণিক ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতির পুরাতন মত পরিত্যাগ করিতে সাহসী হইবেন।

উপদেশই বা কি, কমলাকর এইমাত্র বলিয়াছেন,—অদৃশ্যবিষয় জানিতে পারা যায় না, একারণ অদৃষ্ট ফল সিদ্ধির জন্য গণনায় সূর্য্যসিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিবে। দৃক্‌সিদ্ধি করিয়া বীজ সংস্কার দিবার চেষ্টা করিবে না। 'জানিতে পারা যায় না' এই হেতু দেওয়ায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, যে, অদৃষ্ট বিষয়ে, দৃক্‌সিদ্ধি করিতে পারিলে দৃক্‌সিদ্ধি করা কমলাকরের অনভিপ্রেত ছিল না। গ্রহদের দৃক্‌সিদ্ধি করা যে এককালে অসম্ভব নহে—তাহা শ্রীযুক্ত

---

* কস্যান্তরং কুত্র চ তৎপ্রদেয়ং ন জ্ঞায়তে তন্মলিকোক্তিতোঽপি। লোকেঽভিমানাৎ কথয়ন্তি মূঢ়া কালান্তরং বীজমহো ন সত্ত্বৎ॥ ৩২১

† নৃসিংহ-দৈবজ্ঞের সৌরভাষ্য ও শিরোমণিবার্ত্তিক এবং দিবাকর দৈবজ্ঞের প্রৌঢ় মনোরমা দেখুন।

বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের সমালোচনার সময় বিশদরূপে দেখাইয়া দেওয়া যাইবে।

৪। কমলাকরের সূর্য্যসিদ্ধান্তের উপর অচলভক্তি ও বিশ্বাস ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু বলিতে কি আমার সন্দেহ হয়, কারণ, কমলাকরের যদি সূর্য্যসিদ্ধান্তের উপর প্রকৃত ভক্তি ও বিশ্বাসই থাকিত, তাহা হইলে, তিনি দৃশ্য বিষয়েও সূর্য্যসিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিতে উপদেশ দিতেন। দৃশ্যবিষয়ে সূর্য্যসিদ্ধান্তকে ছাড়িয়া দিয়া দৃষ্টির উপর নির্ভর করিতে বলাতে, কি প্রকারান্তরে ইহাও বলা হইয়াছে না, যে দৃশ্য বিষয়ে সূর্য্যসিদ্ধান্ত ঠিক নহে। দ্বিবেদী মহাশয় বর্ত্তমান সময়ে সূর্য্য সিদ্ধান্ত গ্রন্থ ঠিক নাই বলিয়াছেন। কমলাকরের কথায় বোধ হইল, তাঁহার সময়েও সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থ ঠিক ছিল না। ধর্ম্মবিচারে মনের কথা গোপন করা উচিত নয়, তাই বলি, কমলাকরের ও দ্বিবেদী মহাশয়ের বাক্যে বর্ত্তমান সময়ে সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থের উপর নির্ভর করিতে আমাদের আর সাহস হয় না।

ব্যবহারশাস্ত্রে সিদ্ধান্ত করা আছে, বিশেষ প্রমাণ না থাকিলে চৌর্য্যবস্তু সকলের মধ্যে একটা বস্তু যাহার নিকট হইতে পাওয়া যাইবে, তাহাকেই সমুদায় বস্তুর চোর বলিয়া স্থির করিয়া লইতে হইবে। ইহারই নাম 'একদেশবিভাবিতন্যায়'। সাধারণ কথাতেও বলিয়া থাকে "একটা ভাত টিপিলেই সমস্ত হাঁড়ির ভাতের অবস্থা জানা যায়" ইহাকেই স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য 'স্থালীপুলাক' ন্যায় বলিয়াছেন।

'একদেশবিভাবিত' ন্যায়ই বলুন, আর 'স্থালীপুলাক' ন্যায়ই বলুন, এই ন্যায় অনুসারে, দৃশ্যবিষয়ে সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রামাণ্য নাই, অর্থাৎ তদনুসারে গণনা ঠিক্ হয় না—বলাতেই সিদ্ধ হইতেছে যে অদৃশ্য বিষয়েও সূর্য্য-সিদ্ধান্তের ঐ গতি।

৫। অতঃপর দৃষ্টিবিসংবাদী মহাশয়রা উক্ত বচনের যেরূপ তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন তৎ সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে,—

"গণিতং যদ্বি দৃষ্টার্থং তদ্দৃষ্ট্যুদ্ভবতঃ সদা।"

এই শেষার্দ্ধের তাৎপর্য্য বলা হইয়াছে—গ্রহণাদি গণনা দৃষ্টির উদ্ভব হইতে সর্ব্বদা করিবে। এ স্থলে জিজ্ঞাসা, দৃষ্টির উদ্ভব হইতে (দৃষ্ট্যুদ্ভবতঃ)

এই কথাটীর অর্থ কি? যদি 'গ্রহণাদি দেখার পর' এইরূপ হয়, তাহা হইলে উপদেশ দেওয়াই বৃথা হয়, কারণ গ্রহণ গণনা, কে গ্রহণ দেখার পর করিয়া থাকে, এবং সে গণনার ফলই বা কি।

যদি 'দৃষ্টির উদ্ভব হইতে' কথার অর্থ 'দৃগ্‌গণিতৈক্য করা' এরূপ হয়' তাহা হইলে কমলাকরকে উন্মত্ত বলা হয়। যে কমলাকর বচনটীর প্রথমার্দ্ধে নলিকাযন্ত্রের দ্বারাও গ্রহ দর্শন অসম্ভব বলিয়া তিথ্যাদি সাধনে দৃগ্‌গণিতের ঐক্য করা অসম্ভব বলিয়া অনাবশ্যক বলিলেন, সেই কমলাকরই অবার পরক্ষণেই (শেষার্দ্ধে) কিরূপে বলিবেন, যে, গ্রহণ গণনাতে দৃগ্‌-গণিতের ঐক্য হয় ও করা আবশ্যক। দৃগ্‌গণিতৈক্য করা যদি তিথির বেলায় অসম্ভব হয়, তাহা হইলে গ্রহণের বেলায়ও অসম্ভব না হইবে কেন?

কমলাকর দৃক্‌সিদ্ধি করিয়া বীজসংস্কার দেওয়ার বিপক্ষে হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন, যে, "কস্যান্তরং কুত্র চ তৎ প্রদেয়ং ন জ্ঞায়তে তন্নলিকোক্তি-তোঽপি।" অর্থাৎ কার অন্তর কিসে দিতে হইবে, তাহা নলিকাযন্ত্র দ্বারাও জানা যায় না। এই হেতু তিথি গণনার পক্ষেও যেরূপ, গ্রহণ গণনার পক্ষেও ঠিক সেইরূপ, ইতর বিশেষ কিছুই নাই।

এজন্য যদি বলা হয়, যে, 'দৃষ্টির উদ্ভব হইতে'র অভিপ্রায় এই—'প্রথমতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রহণে, দৃষ্টির সহিত গণনার কত অন্তর হইয়াছে দেখ, দেখিয়া স্থির কর বর্ত্তমান প্রণালীর গণনা পদ্ধতিতে কি কি সংস্কার দিলে ঐ অন্তরটুকু অপনীত হয়, তৎপরে ঐ ঐ সংস্কার দিয়া দৃগ্‌গণিতের ঐক্য কর, পরিশেষে দৃগ্‌গণিতের ঐক্য অনুসারে গ্রহণ গণনা কর।'

তাহাতে বক্তব্য এই যে, যদি গ্রহণ গণনাতেই ঐরূপ রীতি অবলম্বিত হইতে পারে, তবে তিথি গণনাতেও ঐ রীতি অবলম্বিত না হইতে পারিবে কেন, এবং কমলাকরের সে বিষয়ে অজ্ঞতাই বা থাকিল কেন? একটী গ্রহণ দেখিয়া বর্ত্তমান সময়ে চন্দ্র ও সূর্য্যের কিরূপ অবস্থা (position) ও অন্তর হইয়াছে স্থির করিয়া লইয়া, বর্ত্তমান গণনাপদ্ধতিতে সংস্কারবিশেষ দিয়া সেই অন্তর টুকু অনায়াসেই মিটাইয়া লওয়া সকল বিষয়ের গণনাতেই হইতে পারে। এই রীতি গ্রহণ গণনার সময় স্বীকার করিব, কিন্তু তিথি গণনার সময় স্বীকার

করিব না, এ কথা কি বলা যায়, বলিলেই বা কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাতে আস্থা করিবেন।

আর একটা কথা বলা উচিত—গ্রহণ দর্শনে যখন স্থির হইতেছে, যে কিছু অন্তর ঘটিয়াছে, এবং যখন চন্দ্র ও সূর্য্যের অবস্থাই তিথির মূল, তখন উহার অন্বয় ঘটিলে তাহা সংশোধন করিয়া না লইলে, যে, সময়ে সময়ে এক তিথির কার্য্য অন্য তিথিতে করা হইবে এবং তজ্জন্য তাহার ফল পাওয়া যাইবে না—তাহাও প্রতিপন্ন হইতেছে। শাস্ত্রে কোন স্থানেই এরূপ লেখা নাই যে প্রকৃত তিথি পরিত্যাগ করিয়া অন্য তিথিতে কার্য্য করিলে ফলসিদ্ধি হয়।

আমাবস্যা বা পূর্ণিমার সহিত প্রতিপদের সন্ধিতে গ্রহণ হয়, এজন্য গ্রহণ গণনায় তিথি নির্ণয় করা আবশ্যক। প্রচলিত গণনায় সে তিথি ঠিক মিলেনা বলিয়া যখন গ্রহণস্থলে তিথি গণনায় সংস্কার দিতে হয়, তখন অষ্টমী নবমীর সন্ধিকালে সন্ধিপূজা হয় বলিয়া সন্ধিপূজার কালনির্ণয় স্থলে তিথি গণনায় সংস্কার অবশ্যই দিতে হইবে ইহাতে আর সন্দেহ কি আছে। তাহাতেই বলি, যে, কমলাকরের উক্তবচনের অভিপ্রায় ওরূপ নহে। কমলাকর তিথি বা গ্রহণের নাম গন্ধও করেন নাই। তিনি একজন জ্যোতির্বিদ্ হইয়া তিথির গণনায় এক প্রণালী আর গ্রহণ গণনায় অপর প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে এরূপ অসঙ্গত কথা কখনই বলিবেন না।

দ্বিবেদী মহাশয় নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্ত কমলাকরের "দৃষ্টতুল্যতঃ" উক্তির বিকৃত অর্থ করিয়াছেন। ফল কথা, কমলাকরের অভিপ্রেত অর্থ কি ছিল বুঝা ভার। তাহাতেই বলি দ্বিবেদী মহাশয় কমলাকরকে প্রমাণ স্থলে আনিয়া ভাল করেন নাই।

দ্বিবেদী মহাশয় বলেন, যে, "ধর্ম্মশাস্ত্রে, গ্রহণবিষয়ে জ্যোতিষের গণনায় নির্ভর না করিয়া চক্ষে গ্রহণ দর্শন করতঃ ধর্ম্ম কার্য্য করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন।" এই কথাটী কত দূর শাস্ত্র-সম্মত, তাহা নিম্ন লিখিত প্রমাণ গুলির প্রতি দৃষ্টি করিলেই বেশ বুঝিতে পারিবেন।

১। "চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে তু নিমিত্তত্বপ্রতিপাদনাৎ জ্ঞানস্যৈব চ নিমিত্তত্বাৎ জ্ঞানমাত্রে প্রাপ্তে "যাবদ্দর্শনগোচরঃ" ইতি "রাহুদর্শনে" ইত্যাদি

বচনাৎ চাক্ষুষজ্ঞানবিষয়স্যৈব নিমিত্তত্বাৎ চাক্ষুষ এব জ্ঞানে দর্শনপদস্য মুখ্যত্বাৎ, তেন ন মেঘাদিচ্ছন্নে স্নানাদি কর্ত্তব্যমিতি। তদযুক্তং, চক্ষুর্জনিত-জ্ঞানবিষয়বিবক্ষায়াং,

নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যং নাস্তগন্তং কদাচন।

নোপসৃষ্টং ন বারিস্থং ন মধ্যং নভসো গতম্॥

ইতি মনুনা গৃহস্থস্য গ্রস্তাদিতাদর্শননিষেধাৎ স্নানাদ্যভাবপ্রসঙ্গাৎ তদ্বাধেতু স এব দোষঃ। ন চ, শাস্ত্রীয়জ্ঞানবিবক্ষায়াং দেশান্তরগ্রহণেঽপি স্নানাদিপ্রসঙ্গ ইতি বাচ্যম্।

সূর্য্যগ্রহো যদা রাত্রৌ দিবা চন্দ্রগ্রহস্তথা।

তত্র স্নানং ন কুর্বীত দদ্যাদ্দানং নচ ক্বচিৎ॥

ইতি ষট্ত্রিংশন্মতনিগমবচনেন তত্র স্নানাদিনিষেধাৎ। গ্রস্তং সূর্য্যং চানবেক্ষমাণৈরেব শিষ্টৈঃ স্নানাদ্যাচরণাচ্চ।

কিঞ্চ যদা চক্ষুর্জনিতজ্ঞানবিষয়তা, ন তদা স্নানাদি সম্ভবতি, যদা চ স্নানাদি, ন তদা সেত্যনুপপন্নার্থং বাক্যং স্যাৎ। যোগ্যতাবিবক্ষায়াং অভ্রাদি-চ্ছন্নেঽপি স্নানাদিকং কর্ত্তব্যং, স্বরূপযোগ্যতায়াস্তত্রাপি ভাবাৎ। ব্যবহিতস্য তু অযোগ্যতয়া ন স্নানাদিনিয়মো যদি, তর্হি ব উর্দ্ধং ন নিরীক্ষতে, তস্যাপি স্নানাদি ন স্যাৎ। অভ্রাদিচ্ছন্নেঽপি শিষ্টৈঃ স্নানাদ্যাচরণাচ্চ। তস্মাদ্ যাবতি কালে চন্দ্রসূর্য্যোপরাগঃ শাস্ত্রাৎ প্রতীতঃ, তাবান্ পুণ্যকাল ইত্যর্থঃ। * * * তথাচ গ্রস্তাস্তময়ে চ শিষ্টাঃ পূর্ব্বমেব স্নানাদ্যনুতিষ্ঠন্ত নোর্দ্ধঃ।

৯ ম অধ্যায় কালনির্ণয় খণ্ড হেমাদ্রি।

এই সন্দর্ভে দেখিতে পাইবেন যে হেমাদ্রি, স্পষ্ট বলিয়াছেন শাস্ত্রে যতক্ষণ গ্রহণ থাকিবার কথা লিখিত আছে, তাবৎ কালই পুণ্য, তাহাতে দর্শনের আবশ্যকতা নাই। মেঘাচ্ছন্নাদি-নিবন্ধন গ্রহণ দৃষ্ট হউক বা না হউক তাহাতে স্নানদানাদি কার্য্যে কোন বাধাই হইবে না।

মদনপরিজাতপ্রভৃতি গ্রন্থেও ঠিক ঐরূপ মত প্রতিপন্ন করা আছে, ঐ সকল গ্রন্থের সন্দর্ভ ক্রমশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"চন্দ্রে বা যদি বা সূর্য্যে দৃষ্টে রাহৌ মহাগ্রহে।

অক্ষয়ং কথিতং পুণ্যং চন্দ্রার্কে তু বিশেষতঃ॥

দর্শনস্য চক্ষুর্ব্যাপারত্বাৎ মেঘাচ্ছন্নে স্নানাদ্যধিকারো নাস্তি। তথা স্বরাশি-গ্রহণেঽপ্যেকবারং দৃষ্ট্বা পশ্চাৎ স্নানাদিকং কর্ত্তব্যমিতি কেচন বদন্তি। তদ্বিচারণীয়ম্, অসতি বাধকে দর্শনং চক্ষুর্ব্যাপার এব দর্শনশব্দেন যদি অত্র গৃহ্যেত, তর্হি সূর্য্যগ্রহণস্য রাত্রৌ চন্দ্রগ্রহণস্য চ দিবা চক্ষুর্বিষয়ত্বাভাবাৎ স্নানদানয়োরধিকারাভাবাৎ স্নানাদিনিষেধো ন উপপদ্যতে। নিষেধশ্চ ষট্‌ত্রিংশন্মতে,—

সূর্য্যগ্রহো যদা রাত্রৌ দিবা চন্দ্রগ্রহস্তথা।
তত্র স্নানং ন কুর্ব্বীত দদ্যাদ্দানং ন কুত্রচিৎ॥

তস্মাদেতদ্বচনবলাদ্ দর্শনং নাম শাস্ত্রতো দর্শনম্ অঙ্গীকর্ত্তব্যং। ততো মেঘাদিচ্ছন্নেঽপি, দিবা সূর্য্যগ্রহণে, রাত্রৌ চন্দ্রগ্রহণে চ স্নানাদ্যধিকারোঽস্তি, যদি পরো বিশেষঃ পরিকল্প্যেত, তর্হি এবং কল্পনীয়ং, চক্ষুর্গোচরত্বেঽধিকং ফলং, তদভাবে ততো ন্যূনমিতি। যে তু ষট্‌ত্রিংশন্মতেঽপি বিচিকিৎসন্তে, তেষামপরার্ক-বিজ্ঞানেশ্বর-চন্দ্রিকাকার-হেমাদ্রিপ্রভৃতয়ঃ প্রতিভটীকর্ত্তব্যাঃ। এবঞ্চ গ্রস্তাস্তসময়ে দ্বিতীয়দিনে মেঘাদিভির্মুক্ত্যদর্শনেঽপি শাস্ত্রদর্শনসত্ত্বাৎ স্নাত্বা ভোজনাধিকারোঽস্তীতি ন্যায়তঃ প্রাপ্তে অপবাদমাহ মনুঃ,—

চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে নাদ্যাদ্ দদ্যাৎ স্নাত্বা বিশুদ্ধয়ে।
অমুক্তয়োরস্তগয়োর্দৃষ্ট্বা স্নাত্বা পরেঽহনীতি॥

৭ম স্তবক মদনপারিজাত।

৩। অন্যে তু * * * অতএব শ্রীভাগবতে অন্ধস্য ধৃতরাষ্ট্রস্য সমাগমবর্ণনং সংগচ্ছতে ইতি নারায়ণোপাধ্যায়েনাপি সময়প্রকাশে গ্রহণস্নানাদৌ অন্ধস্যাপ্যধিকারোঽস্তীত্যুক্তমিত্যাহুঃ।

গোবিন্দানন্দ কর্তৃক প্রদর্শিত নারায়ণোপাধ্যায়ের মত।

৪। চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ যাবদ্দর্শনগোচর ইতি। অত্র কেচিৎ,—রাহুদর্শনে * * * * স্নানাদি বিধীয়তে। দর্শনঞ্চ চাক্ষুষং * * * * এবঞ্চায়মর্থঃ সম্পদ্যতে। স্বয়ং গ্রহণে দৃষ্টে স্নানাদি কর্ত্তব্যং ন মেঘাবৃতে ইত্যাহুঃ। তদযুক্তং, এবং সতি অন্ধস্য স্নানাদি ন স্যাৎ। * * * * তথা সতি, সূর্য্যগ্রহো যদা রাত্রৌ, দিবা চন্দ্রগ্রহস্তথা।

তত্র স্নানং ন কুর্ব্বীত দদ্যাদ্দানং ন কুত্রচিৎ॥

ইতি নিষেধো ন উপপন্নঃ স্যাৎ। রাত্রৌ সূর্য্যগ্রহণস্য দিবা চন্দ্রগ্রহণস্য চ দর্শনাসম্ভবেন স্নানাদেরপ্রাপ্তত্বাৎ।

কিঞ্চ যদি দৃষ্টং গ্রহণং স্নানাদের্নিমিত্তং স্যাৎ তথা সতি উদ্দেশ্যস্য গ্রহণস্য বিশেষণং ন বিবক্ষিতং স্যাৎ * * * * * ততঃ কেবলং গ্রহণমেব নিমিত্তমিতি বক্তব্যং * * * * তচ্চ জ্ঞানং শাস্ত্রীয়মেব ন লৌকিকং। নচৈবং দ্বীপান্তরে জাতস্য দ্বীপান্তরেঽপি প্রযোজকং স্যাদিতি বাচ্যং। দ্বীপান্তরে জাতস্য, দ্বীপান্তরে রাত্রিদিনজাতস্যেব অপ্রযোজকত্বাৎ। * * * * * * ন চ, 'রাহুদর্শন' ইত্যনেন চাক্ষুষমেব দর্শনং গ্রাহ্যং। 'অষ্টমী রোহিণীযুক্তা নিশার্দ্ধে দৃশ্যতে যদি' ইত্যাদিষু শাস্ত্রদৃষ্টেঽপি দৃশিপ্রয়োগদর্শনাৎ। তেন প্রত্যক্ষদর্শনমেব স্নাননিমিত্তমিতি কেষাঞ্চিৎ প্রলাপঃ শাস্ত্রন্যায়বিরুদ্ধ উপেক্ষণীয় ইতি। সময়ময়ূখ।

৫। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণং যাবৎচাক্ষুষদর্শনযোগ্যং তাবৎ পুণ্যকালঃ * * * মেঘাদিপ্রতিবন্ধনেন চাক্ষুষদর্শনাসম্ভবে শাস্ত্রাদিনা স্পর্শমোক্ষকালৌ জ্ঞাত্বা স্নানদানাদি আচরেৎ। ১ম পরিচ্ছেদ। ধর্ম্মসিন্ধু।

৬। অত্র কেচিৎ বৌদ্ধতুল্যা আহুঃ,—গ্রহণস্য নিমিত্তত্বেন * * * জ্যোতিষশাস্ত্রাদিনা জ্ঞানস্য নিমিত্তত্বে প্রাপ্তেঽপি * * * * চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে তু যাবদ্দর্শনগোচর ইতিজাবাল্যাদিবচনেষু দৃশিপ্রয়োগাৎ চাক্ষুষজ্ঞানস্যৈব উপসংহারন্যায়েন নিমিত্তত্বং * * * * তদেতৎ তুচ্ছং, যদি চাক্ষুষজ্ঞানং নিমিত্তং স্যাৎ তদা,

সূর্য্যগ্রহো যদা রাত্রৌ দিবা চন্দ্রগ্রহস্তথা।

তত্র স্নানং ন কুর্ব্বীত, দদ্যাদ্ দানং নচ ক্বচিৎ, ইতি বাক্যং ব্যর্থং স্যাৎ, চাক্ষুষজ্ঞানাসম্ভবেন প্রাপ্ত্যভাবাৎ * * * * তেন মেঘাদ্যাচ্ছাদনে অন্ধাদেশ্চ স্নানাদি ভবত্যেব ইত্যলং বেদবাহ্যৈঃ সংলাপেন।

১ পরিচ্ছেদ। নির্ণয়সিন্ধু।

৭। মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন,—

(ক) জ্যোতিঃশাস্ত্র অনুসারে রাত্রিতে সূর্য্যগ্রহণ ও দিবাতে চন্দ্রগ্রহণ নির্ণীত হইলে স্নানাদি কার্য্য করিবার প্রসক্তি থাকিলেও নিগম বচনঅনুসারে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

(খ) (গ্রহণপ্রকরণে মুক্তি দর্শন প্রস্তাবে) 'দর্শন' শব্দে শাস্ত্রীয় দর্শন।

(গ) গ্রহণদিনে পাপ ক্ষয় কামনায় উপবাস করিতে হয়।

তাঁহার সন্দর্ভগুলি এই,—

(ক) যস্তু কালবিপর্য্যাসেন প্রাপ্যমাণং জ্যোতিঃশাস্ত্রমাত্রপ্রসিদ্ধং গ্রহণং, তত্র স্নানাদিকং ন কর্ত্তব্যং। যথোক্তং নিগমে

সূর্য্যগ্রহো যদা রাত্রৌ দিবা চন্দ্রগ্রহস্তথা।
তত্র স্নানং ন কুর্ব্বীত দদ্যাদ্দানং নচ ক্বচিৎ॥

(খ) নমু মেঘাদ্যন্তর্ধানে চাক্ষুষং দর্শনং ন সম্ভবতীতি চেৎ। ন, দর্শনশব্দেন শাস্ত্রীয়দর্শনস্য বিবক্ষিতত্বাৎ।

(গ) পাপক্ষয়কামো গ্রহণদিনমুপবসেৎ।

এই সকল সন্দর্ভ দ্বারা মাধবাচার্য্য স্পষ্টরূপে বলিয়া দিতেছেন, যে, গ্রহণগণনা জ্যোতিঃশাস্ত্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। রাত্রিতেও সূর্য্যগ্রহণ দিবাতেও চন্দ্রগ্রহণ জ্যোতিঃশাস্ত্রানুমোদিত। এই গ্রহণে স্নানদানাদি করিতে নিষেধ থাকায় স্নানদানাদি করা বিধেয় নহে। 'দর্শন' শব্দের অর্থ শাস্ত্রীয়দর্শন, চাক্ষুষ নহে। পাপক্ষয় কামনায় গ্রহণদিবসে উপবাস করিবে।

দ্বিবেদী মহাশয় কি উপবাসরূপ ধর্ম্মকার্য্যেও চাক্ষুষ দর্শনের আবশ্যকতা আছে বলিবেন? যদি বলেন, তবে অগ্রে একবার যেন ভাবিয়া দেখেন, যে চন্দ্রগ্রহণ রাত্রিতেই হয়, উপবাস প্রাতঃকাল হইতেই আরম্ভ করিতে হয়।

৮। (ক) তথাচ মেঘাদিবশাৎ দর্শনাভাবেঽপি দর্শনযোগ্যতায়াঃ সত্ত্বাৎ যাবতি কালে উপরাগঃ জ্যোতিঃশাস্ত্রাৎ নিশ্চিতস্তাবান্ কালঃ পুণ্যকাল ইতি সিদ্ধম্।

(খ) অত এব হেমাদ্রিণা * * * * মেঘাদিপ্রতিবন্ধেন, দর্শননিষেধেন বা স্বস্য দর্শনাভাবেঽপি দর্শনযোগ্যতায়াস্তত্রাপি সত্ত্বাৎ তথৈব শিষ্টাচারাচ্চ মেঘাদিচ্ছন্নেঽপি স্নানদানাদিকং কার্য্যমেবেতি সিদ্ধান্তিতম্। মাধবাচার্য্যৈরপি,—নমু মেঘাদ্যন্তর্ধানে দর্শনং ন সম্ভবতি ইতি চেন্ন, দর্শনশব্দেন শাস্ত্রীয়জ্ঞানস্যৈব বিবক্ষিতত্বাদিত্যুক্তম্। তেষামপি উক্তার্থ এব তাৎপর্য্যাৎ * * * *। পুরুষার্থচিন্তামণি।

৯। চাক্ষুষজ্ঞানযোগ্যতায়াঃ মেঘাচ্ছন্নেঽপি সত্ত্বাৎ তদাপি স্নানাদিকং কার্য্যমেব। হেমাদ্রিদাক্ষিণাত্যানামিদমেব মতম্। মদনরত্ন।

১০। অত্র কেচিৎ সাক্ষাদ্ গ্রহণদর্শনে স্নানাদি কার্য্যং নান্যথা * * * * তদেতত্তুচ্ছং, যদি চাক্ষুষজ্ঞানং নিমিত্তং স্যাত্তদা, সূর্য্যগ্রহো যদা রাত্রৌ * * * * * ইতি বাক্যং ব্যর্থং স্যাৎ চাক্ষুষজ্ঞানাভাবেন প্রাপ্ত্যভাবাৎ। প্রাপ্তিপূর্ব্বকত্বান্নিষেধস্য। কিঞ্চ নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যং নাস্তং যান্তং কদাচন। নোপরক্তং ন বারিস্থং ন মধ্যং নভসোগতমিতি মনুবচনং বাধ্যেত * * * * * * গ্রহণজ্ঞানমাত্রং নিমিত্তম্। তেন মেঘাদ্যাচ্ছাদনে অন্ধাদেশ্চ স্নানাদি ভবত্যেবেতি সর্ব্বং নিরবদ্যম্। বিধানপারিজাত।

এস্থলে বলা উচিত, আপাততঃ দেখিলেই বোধ হয়,—দ্বিবেদী মহাশয়ের মতের অনুকূল কথা কল্পতরু, নির্ণয়ামৃত, সংবৎসরকৌমুদী ও তিথিতত্ত্বে পাওয়া যায়। কিন্তু একটু নিবিষ্টচিত্তে ঐ ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলে আর সে ভ্রম থাকে না। ঐ সকল গ্রন্থকারের মত প্রায়ই একরূপ ; একারণ, সকলের উক্তি উদ্ধৃত না করিয়া কেবল স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থ তুলিয়া প্রমাণ করিয়া দেওয়া যাইতেছে, যে, ঐ ঐ গ্রন্থকারও গ্রহণ নিবন্ধন কার্য্য মাত্রেই গণিতের উপর নির্ভর করিয়াছেন। ঋষিবচনে, যে যে কার্য্যের নিমিত্ত উল্লেখ স্থলে চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ-বোধক দর্শনাদি শব্দ বারংবার প্রযুক্ত হইয়াছে, কেবল সেই সেই কর্য্যেই চাক্ষুষ দর্শন আবশ্যক—স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"রাহুদর্শনসংক্রান্তিবিবাহাত্যয়বৃদ্ধিষু। স্নানদানাদিকং কুর্য্যুঃ"

•এই দেবল বচনে 'দর্শন' শব্দের অর্থ কি, গ্রহণ না জ্ঞান? যদিই জ্ঞান হয়, তবে সে জ্ঞান কি চাক্ষুষদর্শন না জ্ঞানমাত্র?

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য, ইহার মীমাংসা, চণ্ডেশ্বরের কৃত্যরত্নাকর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যখন "চন্দ্রে বা যদি বা সূর্য্যে দৃষ্টে রাহৌ মহাগ্রহে।" এই বচনে "রাহুং দৃষ্টাক্ষয়ং নরঃ" এই বচনে এবং "যাবদ্দর্শনগোচরঃ" এই বচনে জ্ঞান ভিন্ন গ্রহণ অর্থ হইতে পারে না, তখন উক্ত দেবল বচনেও 'দর্শন' শব্দের অর্থ জ্ঞান, গ্রহণ নহে। সেই জ্ঞান চাক্ষুষজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান নহে। যে হেতু 'রাহুদর্শনে' এই দেবল বচনে 'চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ যাবদ্দর্শনগোচরঃ'—এই জাবাল বচনে এবং

'চক্ষুষা দর্শনং রাহোর্যত্তদ্গ্রহণমুচ্যতে।

তত্র কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত গণনামাত্রতো ন তু' ॥

এই সংবৎসরপ্রদীপধৃত বচনে চাক্ষুষ জ্ঞানই স্নান দানাদি কার্য্যের নিমিত্ত বলিয়া বুঝাইতেছে। বিশেষ দৃশ ধাতুর মুখ্য অর্থ চাক্ষুষ দর্শন। সেই দর্শন অন্ত লোকে করিলে হইবে না, যিনি কর্ম্ম করিবেন তাঁহাকেই দেখিতে হইবে। স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের সন্দর্ভ এই,—

নচ দেবলবচনে রাহুদর্শনমিত্যত্র রাহুর্দৃশ্যতেঽনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা রাহু-দর্শনং গ্রহণং, নতু তস্য দর্শনমিতি বাচ্যং।

চন্দ্রে বা যদি বা সূর্য্যে দৃষ্টে রাহৌ মহাগ্রহে।

অক্ষয়ং কথিতং পুণ্যং তত্রাপ্যর্কে বিশেষতঃ। ইতি মার্কণ্ডেয়বচনে 'রাহৌ দৃষ্টে'-ইত্যভিধনাৎ, 'রাহুং দৃষ্ট্বাক্ষয়ং নরঃ' ইত্যুক্তত্বাৎ, 'যাবদ্দর্শনগোচরঃ' —ইতি বচনাচ্চ। তচ্চ দর্শনং চাক্ষুষজ্ঞানং ন জ্ঞানমাত্রং। অত্র চন্দ্রসূর্য্যোপ-রাগস্য স্নানাদৌ সংক্রান্তিবৎ জ্ঞানস্যৈব নিমিত্তত্বাৎ জ্ঞানে প্রাপ্তে 'রাহুদর্শনে' ইতি বচনে, চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ যাবদ্দর্শনগোচরঃ—ইতি জাবালবচনে চ দর্শনপদাৎ চাক্ষুষজ্ঞানবিশেষস্যৈব নিমিত্ততা বিধীয়তে, তত্রৈব দৃশের্মুখ্যত্বাৎ; তথাচ সংবৎসরপ্রদীপে,

"চক্ষুষা দর্শনং রাহোর্যত্তদ্গ্রহণমুচ্যতে।

তত্র কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত গণনামাত্রতো ন তু ॥

গ্রহণং গ্রহণনিমিত্তককর্ম্মপ্রয়োজকং। রাহুদর্শনমপ্যাখ্যাতোপস্থাপিত-স্নানাদিকর্ত্তুঃ সান্নিধ্যাৎ তন্নিষ্ঠমেব, লাঘবাৎ।

স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের মতে যে স্থলে দর্শনের বিশেষ বিধান নাই, সে স্থলে দর্শনের আবশ্যকতা নাই—ইহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

(ক) যাঁহারা গ্রহণে ভোজনবিধিনিষেধে দর্শনের আবশ্যকতা আছে বলিতেন, স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য, বচনে দর্শনের উল্লেখ নাই বলিয়া তাঁহাদের সে মত খণ্ডন করিয়াছেন। এবং গ্রহণ দেখুক আর নাই দেখুক, ব্যক্তিমাত্রকেই গ্রহণে ভোজনবিধিনিষেধ প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার সন্দর্ভ এই,—

যত্তু, গ্রহণে ভোজনবিধিনিষেধৌ দৃষ্টোপরাগবিষয়াবেব, ন পুংমাত্রবিষয়ৌ, মানাভাবাৎ, 'মুক্তিং দৃষ্ট্বা' ইত্যাদিনা তস্যৈব প্রকৃতত্বাচ্চ। তন্ন মনোরমং,

'চন্দ্রস্য যদি বা ভানোর্যস্মিন্নহনি ভার্গব।

গ্রহণন্তু ভবেত্তত্র তৎ-পূর্ব্বাং ভোজনক্রিয়াং। নাচরেৎ

* * * * ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচনে সামান্যতো নিষেধাৎ।

(খ) স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য গ্রহণনিবন্ধন যে অনধ্যায় হয়, তাহাতে দর্শন আবশ্যক নহে বলিয়াছেন,—অত্রানধ্যায়োঽপি ন দৃষ্টোপরাগমাত্রবিষয়ঃ।

(গ) সূতকে মৃতকে চৈব সূতকং রাহুদর্শনে।

তাবৎ স্যাদশুচির্বিপ্রো যাবন্ মুক্তির্ন দৃশ্যতে॥

এই বচন অনুসারে রাহুদর্শনে সূতকাশৌচ হয়,এবং ঐ অশৌচ মুক্তিদর্শন পর্য্যন্ত থাকে। এস্থলে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মতে 'দর্শন' শব্দের অর্থ অবধারণ মাত্র। যিনি গ্রহণ না দেখিয়াছেন, তাঁহাকেও মুক্তিস্নান করিতে হইবে। স্মার্ত্তের সন্দর্ভ এই,—

(১) ইতি বচনং তদপি মুক্ত্যবধারণপরম্। তথাচ ব্রহ্মপুরাণম্—

যদৈবাস্তং গতশ্চন্দ্রো রাহোরাননগোচরঃ।

আকলয্য তু তং কালং ক্রিয়া কার্য্যা বিচক্ষণৈঃ॥

অতএব অন্ধেনাপি উদয়কালমাকলয্য ভুজ্যতে ইতি॥

(২) গ্রহণাদর্শিনাপি মুক্তৌ স্নাতব্যং।

নির্ণয়ামৃতে একবারে সাধারণতঃ বলা আছে,—

এতেষু সর্ব্বেষু বচনেষু মুক্তিং দৃষ্ট্বেতি জ্ঞাত্বেত্যর্থঃ, ন তু দর্শনং চক্ষুর্ব্যাপার এব।

(ঘ) স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মতে গ্রহণ দর্শনও একটা বৈধকার্য্য। গ্রহণ দর্শনে অক্ষয় পুণ্য হয়। গ্রহণ দর্শনের প্রতি গ্রহণ দর্শন নিমিত্ত হইতে পারে না। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের গ্রন্থ এই—

নন্থ জ্যোতিঃশাস্ত্রাদ্যুক্তনিষেধো হিংসাবৎ যাদৃচ্ছিকপরোঽস্তু, নতু বৈধপরঃ। নৈবং, 'রাহুদর্শনসংক্রান্তিবিবাহাত্যয়বৃদ্ধিষু।

স্নানদানাদিকং কুর্য্যুর্নিশি কাম্যব্রতেষুচ॥' ইতি দেবলবচনে দর্শনপদশ্রবণাৎ। দর্শনে সতি স্নানাদের্মহাভ্যুদয়হেতুত্বাৎ দর্শনমপি বিধেয়ম্। তথাচ সংবৎসরপ্রদীপে মার্কণ্ডেয়ঃ,—

একরাত্রিমুপোষ্যৈব রাহুং দৃষ্ট্বাক্ষয়ং নরঃ।

পুণ্যমাপ্নোতি কৃত্বা চ দানং শ্রাদ্ধং বিধানতঃ॥

(ঙ) স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য স্বীকার করেন, চন্দ্রগ্রহণের পূর্ব্ব ৩ প্রহর ও সূর্য্যগ্রহণের পূর্ব্ব ৪ প্রহর ভোজন করিতে নাই। এই নিষেধের প্রতিপালন গণিতের উপর নির্ভর না করিয়া কোন প্রকারে চলিতে পারে না।

(চ) স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মতে গ্রহণের পর এক দিন বিবাহ, সাত দিন যাত্রা, ও তিন দিন উপনয়ন নিষিদ্ধ। এই নিষেধের সহিত দর্শনের কোন সম্বন্ধই নাই।

(ছ) স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন,—নক্ষত্র বিশেষে ও রাশিবিশেষে গ্রহণ হইলে ব্যক্তিবিশেষের দোষবিশেষ হয়, ও তাহার শান্তি করিতে হয়। ইহাতেও দর্শনের কোন সম্বন্ধই নাই।

অতএব সিদ্ধ হইল যে গ্রহণনিবন্ধন অধিকাংশ কার্য্যেই দর্শনের আবশ্যকতা নাই—ইহা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যেরও অভিপ্রেত।

কার্য্যবিশেষে দর্শনের আবশ্যকতা আছে বলিয়া যদি গ্রহণকে দৃষ্টফল-সিদ্ধার্থও বলা যায়, তাহা হইলে গ্রহণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হয়,—অদৃষ্টফলসিদ্ধ্যর্থ গ্রহণ ও দৃষ্টফলসিদ্ধার্থ গ্রহণ। গ্রহণ গণনা প্রণালীও দুইটী স্বীকার করিতে হয়—(১) অদৃষ্ট ফল সিদ্ধির জন্য প্রচলিত গণিতানুসারী গণনা (যাহা প্রকৃত ঘটনার সহিত মিলে না—দ্বিবেদী মহাশয় প্রভৃতি সকলেই বলেন), (২) দৃষ্টফলসিদ্ধির নিমিত্ত দৃক্‌সিদ্ধ্যনুসারী গণনা (যাহা প্রকৃত ঘটনার সহিত ঠিক মিলে সকলেই স্বীকার করেন)।

গ্রহণের এরূপ দ্বিবিধ গণনা সূর্য্যদেব হইতে দিনচন্দ্রিকাকার রাঘবানন্দ পর্য্যন্ত কেহই করেন নাই এবং করিতে উপদেশ ও দেন নাই। দ্বিবেদী মহাশয়ের প্রসাদে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ একটী নূতন সিদ্ধান্ত পাইলেন।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত অনুসারে গণনা করিলে বিষম ফল হইবে। মনে করুন, প্রচলিত গণনা অনুসারে ঠিক্ হইল—বেলা দশ দণ্ডের সময় সূর্য্যগ্রহণ ও স্থিতি এক দণ্ড হইবে। কিন্তু গ্রহণ নয় দণ্ডের সময় এবং মুক্তি বার দণ্ডের সময় হইল।' নয় দণ্ডের সময় গ্রহণ দর্শন হইলেও গণনাতে দশ দণ্ডের সময় গ্রহণ হইবে পাওয়া যাইতেছে বলিয়া গোপাল ভাঁড়ের নবদ্বীপের মতে—করার ন্যায়* দ্বিবেদী মহাশয় কি, প্রাচীন মতে মল মূত্র পরিত্যাগ করিতে উপদেশ

* কিংবদন্তী আছে,—একবার নবদ্বীপের গণনা অনুসারে যে সময় গ্রহণ হইবে স্থির হয়

দিবেন ? এবং গণনার এগার দণ্ডের সময় মুক্তি হইবে পাওয়া যাইতেছে বলিয়া, কি গ্রহণ সত্ত্বেও এগার দণ্ডের সময় মুক্তি স্নানের উপদেশ দিবেন ? এই দুই কার্য্যেই দর্শনের আবশ্যকতা নাই সুতরাং এই দুইটী কার্য্যই অদৃষ্ট-ফলসিদ্ধি গণনার অধীন। তাই বলি গ্রহণ দ্বিবিধ নহে, এবং গ্রহণ গণনা প্রণালী ও দ্বিবিধ নহে, একই রূপ। কি জ্যোতিষ কি ধর্ম্মশাস্ত্র এবিষয়ে কাহারও বিসংবাদ নাই।

দ্বিবেদী মহাশয় বড় কৌতুকাবহ দুইটী উপদেশ দিযাছেন, "ধর্ম্মশাস্ত্রে, গ্রহণ বিষয়ে জ্যোতিষী গণনায় নির্ভর না করিয়া চক্ষে গ্রহণ দর্শন করত ধর্ম্ম কার্য্য করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই জন্যই (*a*) দিবাভাগে চন্দ্রগ্রহণ হইবে জ্যোতিষী বলিলেও ধর্ম্ম কার্য্য করার ব্যবস্থা নাই, কারণ, তাহা দেখা যায় না। (*b*) ভোর রাত্রে চন্দ্র গ্রহণ হইয়া দিক ভাগে মুক্তি হইলেও তাহা বিশ্বাস করিবে না, সমস্ত দিন উপবাস করিয়া থাকিবে।"

দ্বিবেদী মহাশয় এক জন অসাধারণ জ্যোতির্বিদ্ বলিয়া বিখ্যাত, কেবল বিখ্যাতই বা কেন, জ্যোতিঃশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে আমরা জানি ; জ্যোতিষীর গণনায় নির্ভর ও বিশ্বাস করিতে নিষেধ করা তাঁহার ভাল হয় না। জেদ বজায় রাখিবার জন্য নিজের অভ্রান্ত শাস্ত্রের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য তাঁহার চেষ্টা করা ঠিক কালিদাসের স্বাবলম্বিত শাখাচ্ছেদের অনুরূপ হইয়াছে—অনেকেই বলিবেন।

সে যাহা হউক ত্রিবেদী মহাশয়ের দুইটী উপদেশই ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ। ধর্ম্মশাস্ত্রে গ্রহণ বিষয়ে জ্যোতিষীর গণনায় নির্ভর করিতে নিষেধ নাই বিধিই দেওয়া আছে ইহা এই মাত্র দেখাইয়া দিয়াছি।

রাত্রিতে সূর্য্যগ্রহণ আর দিবাভাগে চন্দ্রগ্রহণ হয় এই কথা জ্যোতিষী বলিলেও ধর্ম্মশাস্ত্র নিবন্ধকারগণ স্নান দানাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে যে ব্যবস্থা

তাহার পূর্ব্বেই গ্রহণ দৃষ্ট হয়। দৃষ্ট হইবামাত্র পরিহাসপ্রিয় রসিকচূড়ামণি গোপাল ভাঁড় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুরের দৃষ্টি পড়ে এরূপ স্থানে প্রস্রাব করিবার ভাণ করিয়া বসেন। মহারাজাবাহাদুর, "গোপাল এ কি ! গ্রহণের সময় প্রস্রাব !" বলায়, গোপাল উত্তর করেন, "আজ্ঞা মহারাজ, অন্যায় করি নাই, নবদ্বীপের মতে প্রস্রাব করিতেছি।"

করেন নাই। তাহার প্রতি কারণ অদর্শন নহে, নিগম বচনে নিষেধই তাহার প্রকৃত কারণ। আমার একথায় অবিশ্বাস হয়, উদ্ধৃত কালমাধব, হেমাদ্রি, মদন-পারিজাত, সময়ময়ূখ ও নির্ণয়সিন্ধুর সন্দর্ভের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন।

ভোর রাত্রে চন্দ্রের গ্রহণ ও দিবাভাগে মুক্তি হইলেও সমস্ত দিন উপবাস করার প্রতি কারণ অবিশ্বাস নহে, উহার কারণ ধর্ম্মশাস্ত্রের আজ্ঞা। মাধবাচার্য্য ও গোবিন্দানন্দ স্পষ্ট লিখিয়াছেন—যদিও শাস্ত্রানুসারে মুক্তি অবধারণ করিয়া দিবসের মধ্যেই আহার করা যাইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রে উদয়ের পর ভোজন করিতে বিধি থাকায় দিবসে ভোজন করিবে না।

মাধবাচার্য্যের সন্দর্ভ এই,—

এবং তর্হি পরেদ্যুরুদয়াৎ প্রাগপি শাস্ত্রবিজ্ঞানসম্ভবাৎ তদৈব ভোজনং প্রসজ্যেত। তন্ন, "পরেদ্যুরুদয়েঽভ্যবহরেৎ।" "অহোরাত্রং ন ভোক্তব্যম্" ইতি বচনদ্বয়েন তদপ্রসক্তেঃ।

অত্র মুক্তয়োরিত্যভিধানাৎ কদাচিৎ মুক্ত্যদর্শনেঽপি মুক্তিমনুমায় স্নাত্বা ভোজনাদিকং কার্য্যম্ ইতি প্রাগুক্তং। গ্রস্তাস্তে তু বচনাদেব ভোজন-নিষেধঃ। সংবৎসরকৌমুদী।

গোবিন্দানন্দ সংবৎসরকৌমুদীতে আরও বলিয়াছেন,—চন্দ্র গ্রস্তাস্ত হইলে গণিত অনুসারে মুক্তিকাল নির্ণয় করিয়া মুক্তিস্নান তর্পণ দেবার্চ্চন নিত্য-শ্রাদ্ধ প্রভৃতি করিবে; চন্দ্রোদয় পর্য্যন্ত ভোজন করিতে নিষেধ থাকায়, কেবল ভোজনই করিবে না। সংবৎসর কৌমুদীর সন্দর্ভ এই,—

গ্রস্তাস্তে চন্দ্রে গণিতাগতমুক্তিকালং নির্ণীয় শুদ্ধিস্নানং কৃত্বা তর্পণ-দেবার্চ্চা-নিত্যশ্রাদ্ধাদিকং কার্য্যমেব। বক্ষ্যমাণবচনাত্তু ভোজনস্যৈব তত্র চন্দ্রোদয়পর্য্যন্তং নিষেধঃ।

দ্বিবেদী মহাশয় বলেন—"তিথি নক্ষত্রাদির গণনা সূর্য্যসিদ্ধান্তে যেরূপ লিখিত আছে ঐরূপ প্রথা অনুসারে গণনা করা উচিত। আর গ্রহণাদি দৃশ্য বিষয়ের গণনা দৃগ্‌গণিতৈক্য করিয়া করা উচিত।" অথচ একস্থানে বলিয়াছেন "দেখাইয়া দিয়াছি এক্ষণকার প্রচলিত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত ঠিক সূর্য্যসিদ্ধান্ত নহে"। যদি প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্ত ঠিকই না হইল, তবে তদনুসারে গণনা করিতে কিরূপে উপদেশ দিলেন। এই আপত্তি খণ্ডনের

নিমিত্ত দ্বিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন, "তথাপি তিথ্যাদি গণনার অংশটী সাবেক সূর্য্যসিদ্ধান্তের সহিত ঐক্য আছে" প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্তের সকল অংশই বিকৃত হইয়া গিয়াছে, কেবল (দ্বিবেদী মহাশয়ের আবশ্যক আছে বলিয়া) তিথ্যাদি গণনার অংশটী ঠিকই আছে। একথাটীর উপর কত দূর আস্থা করা যাইতে পারে, তাহা পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন।

দ্বিবেদী মহাশয়, সূর্য্যসিদ্ধান্ত অনুসারে তিথ্যাদির গণনা করিতে উপদেশ দেন ; কিন্তু নিজে সূর্য্যসিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেন না, তিনি লিখিয়াছেন, "গর্গাদিস্বীকৃতং সূর্য্যসিদ্ধান্তমতং যৎ, তদনুসারেণ তিথ্যাদিসাধনং করোমি" অর্থাৎ সূর্য্যসিদ্ধান্তের যে মত গর্গ প্রভৃতি মুনিগণ স্বীকার করিয়াছেন সেই মত অনুসারে আমি (সুধাকর) তিথ্যাদির সাধন করি। দ্বিবেদী মহাশয়ের সূর্য্যসিদ্ধান্ত অনুসারী গণনার উপর বিশ্বাসও, বোধ হয়, ছিল না। তাই তিনি বলিয়াছেন " Jacobi (German) সূর্য্যসিদ্ধান্ত অনুসারে গণনা করিয়াছেন, তাহার সহিত আমার গণনা কোন কোন স্থানে, অমিল হইয়াছে"।

আর এক কথা, যদি তিথ্যাদি গণনাবিষয়ে সূর্য্যসিদ্ধান্তের উপর ভক্তি থাকে, তবে চন্দ্রের বা সূর্য্যের গ্রহণ গণনার সময় সে ভক্তি না থাকে কেন ? তিথি গণনার যে মূল নিয়ম, গ্রহণ গণনারও সেই মূল নিয়ম, কোন জ্যোতিষ শাস্ত্রেই ঐরূপ গণনায় দ্বিবিধ গণনাপ্রণালী প্রদর্শিত হয় নাই।

দ্বিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন "গ্রহণ গণনায় আমাদের গণনা ভুল হয়, ইংরাজী গণনাই ঠিক হয়। তাহার কারণ দেখাইয়াছেন যে refraction, horizontal parallax, earth's rotation প্রভৃতি যে যে new correction ইংরাজী methodএ উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহা আমাদের নাই। তাই আমাদের সহিত দৃশ্য বিষয় সকল মিল হয় না।"

এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যে, দ্বিবেদী মহাশয় যেরূপ কতকগুলি নূতন সংস্কারের অভাবে গ্রহণ গণনাতে আমাদের গণিতের ভুল হইতেছে স্থির করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য (তাঁহার মতে) ঋষিদিগের অনভিমত সংস্কার দিয়া দৃগ্‌গণিতৈক্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন, সেরূপ তিথি গণনাও সংস্কারের অভাবে ঠিক হইতেছে না স্থির না করেন কেন ? এবং তদনুরূপ সংস্কার দিতেই বা উপদেশ না দেন কেন ? বুঝি না।

দ্বিবেদী মহাশয় আরও কয়েকটী কৌতুকাবহ কথা বলিয়াছেন,
(ক) "তাঁহারা (ঋষিগণ) এ সকল নূতন correction বিষয়ে অজ্ঞাত থাকিয়া * * * * *"।

(খ) "আমরা ঋষিদিগকে দেবতা মনে করি, এজন্য ইহাও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, যে, তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন এবং জানিয়া শুনিয়া correction দেন নাই। ঋষিরা যে বাস্তবিকই তখন correction জানিতেন তাহা আমি personally মনে করি না তবে কেহ যে এ argument করিতে পারেন তাহা মনে রাখা উচিত।"

(গ) দ্বিবেদী মহাশয় ঋষিদিগের অজ্ঞতা সপ্রমাণ করিবার উদ্দেশে গ্রহণ সময়ে কোন্ দিকে রাহুর প্রথম স্পর্শ হইবে, তাহা জানিবার জন্য জলে তৈলবিন্দুপাত প্রক্রিয়া যেরূপ গর্গসংহিতায় লিখিত আছে, তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

দ্বিবেদী মহাশয় এস্থলে মহর্ষি গর্গকে উপহাস করিয়াছেন। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পত্রের উত্তরে লেখেন, গর্গাদি মহর্ষিগণের মতানুসারে তিথ্যাদির সাধন করেন, "গর্গাদি-মহর্ষয়ো যস্মাৎ সূর্য্যাৎ যেন বিধিনা তিথ্যাদিসাধনমকার্ষুস্তন্মতমবলম্ব্য তৎসাধনং করোমি।" আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে, আমার নিকট বলেন, "গর্গাদিস্বীকৃতং সূর্য্যসিদ্ধান্তমতং যৎ তদনুসারেণ তিথ্যাদিসাধনং করোমি।" অর্থাৎ সূর্য্যসিদ্ধান্তের যে মত গর্গাদি মহর্ষিগণ অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই মত অনুসারে তিথ্যাদি সাধন করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক ঋষিদিগের উপর দ্বিবেদী মহাশয়ের কিরূপ মত, তাঁহার অনুরক্ত ভক্তগণ একবার ভাবিয়া দেখুন।

এস্থলে বলা উচিত, দ্বিবেদী মহাশয়, এক স্থানে ঋষিদের প্রতি ভয়ানক ভক্তি দেখাইয়াছেন, তিনি উপদেশ দিয়াছেন—"প্রাচীন কালে ঋষিগণ যে যে কালে যে যে যজ্ঞব্রতাদি করিয়াছেন ও করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা ঠিক সেই সেই কালে করিলেই তবে ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহারা তখন এ সকল নূতন correction বিষয়ে অজ্ঞাত থাকিয়া যে যে ব্রতাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহাদের সাময়িক প্রচলিত গণনার উপায়ানু-সারেই সেই সেই কাল আদরণীয়।"

দ্বিবেদী মহাশয়ের এই উপদেশের প্রথমাংশ আমরা শিরোধার্য্য করি,—ঋষিগণ যে যে কালে যে যে ব্রতাদি করিয়াছেন ও করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন, আমরা সেই সেই কালেই ব্রতাদি করিতে সমুৎসুক; কিন্তু সেই কালটী কিরূপে স্থির করিতে হইবে, তজ্জন্যই আমরা শশব্যস্ত।

দ্বিবেদী মহাশয়ের উপদেশের শেষাংশে আমাদের অত্যন্ত আপত্তি আছে, ঋষিরা "তখন নূতন correction বিষয়ে 'অজ্ঞাত' (অজ্ঞ)" ছিলেন—একথা আমরা মানিতে পারি না। যদি ঋষিরা অজ্ঞই ছিলেন প্রমাণ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের কথা মানিব কেন, এবং তাঁহারাই বা ঋষিপদ বাচ্য হইবেন কেন। ঋষিরা এসকল বিষয়ে অভ্রান্ত—ইহাই ধার্ম্মিক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস।

বাস্তবিক ঋষিরা সংস্কার বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন না। নৃসিংহ দৈবজ্ঞ ও দিবাকর দৈবজ্ঞ বলিয়াছেন—ঋষিরা এ সকল বিষয় বিলক্ষণ জানিতেন, কিন্তু তৎকালে আবশ্যক না হওয়ায় উহার উল্লেখ করেন নাই। আবশ্যক হইলে সময়ে সময়ে সংস্কার দেওয়া ঋষিদিগেরও অভিপ্রেত ছিল। নৃসিংহ দৈবজ্ঞের ও দিবাকর দৈবজ্ঞের সন্দর্ভ পরে (৩২ পৃষ্ঠায়) উদ্ধৃত হইবে।

দ্বিবেদী মহাশয়, যাহাই বলুন, তাহাতে প্রচলিত বঙ্গ দেশীয় পঞ্জিকা সংস্কারের বিসংবাদী মহাশয়দের আস্ফালন করিবার কোন কারণই নাই; যে হেতু তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—"বঙ্গদেশীয় পঞ্জিকা যে সকল আছে, তাহা সবই ভুল, তাহার পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত আবশ্যক"। "বঙ্গদেশের ব্যবহারার্থ আমি (সুধাকর) পঞ্জিকা করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি"। "দিনচন্দ্রিকাপি করণানুরূপা কৃতা অতস্তদ্গণনা ন যথাবৎ সূর্য্যসিদ্ধান্তগণনাসমা ন চ মদ্গণনাসমানাপি।" অর্থাৎ দিনচন্দ্রিকাও করণের অনুরূপ করা হইয়াছে। এই হেতু উহার গণনা যথাবৎরূপে সূর্য্যসিদ্ধান্তের গণনাসমান নহে, এবং আমার (সুধাকরের) গণনারও সমান নহে।

দ্বিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন—"আমি দেখাইয়া দিতে পারি যে অদৃশ্য বিষয়ের গণনার সহিত এক্ষণের ইংরেজী গণনার যে টুকু অমিল হইতেছে, অতি প্রাচীন কালের (যথা যুধিষ্ঠিরাদি নরপতিগণের কালের) কোন একটী অদৃশ্য বিষয়ের গণনা এক্ষণে আমাদের মতে ও ইংরেজী মতে গণনা করিলে ঠিক সেই টুকু মাত্র তফাৎ হইবে।"

দ্বিবেদী মহাশয় "তত্ত্ববিবেক আমি মানি বলিয়াছেন।" তাঁহার তত্ত্ব-বিবেককার কি বলিয়াছেন দেখুন—

বহ্বন্তরং স্যাৎ বহুকালজং তৎ
জ্ঞানং ত্বশক্যং হি নৃণাং যতোঽত্র।
কস্যান্তরং কুত্র চ তৎ প্রদেয়ং
ন জ্ঞায়তে তৎ নলিকোক্তিতোঽপি॥ মধ্যাধিকার

অর্থাৎ বহুকালে অনেক অন্তর হয়। তাহা জানা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব কাহার অন্তর কোথায় দিবে তাহা নলিকাযন্ত্রের দ্বারাও জানা যায় না। তত্ত্ববিবেককারের কথার অনুকরণ করিয়া বলি—যুধিষ্ঠিরের সময় বহুকাল গত হইয়াছে। তৎকালে গ্রহদিগের অবস্থা কিরূপ ছিল, এক্ষণে তাহার স্থির করা অসম্ভব। এবং সে সময়ে দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ্-গণ গণনাপদ্ধতিতে কোন সংস্কার দিতেন কি না, এবং ইংরেজী গণনা পদ্ধতি আদৌ ছিল কি না, থাকিলেও ঐ পদ্ধতিতে গণনা করিলে তৎকালে কি কি সংস্কার দেওয়া আবশ্যক হইত, তাহাও জানা অত্যন্ত অসম্ভব। ঐ সকল না জানিলে তৎকালের গণনাই হইতে পারে না। সুতরাং উভয় গণনা তুলনা করাই অসম্ভব। দ্বিবেদী মহাশয় ঐ সকল বিষয় গুলি কিরূপে নির্দ্ধারিত হইবে সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। কেবল সামান্যতঃ বলিয়াছেন যে "ইহা আমি calculation করিয়া প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছি।" ইহার উপর কতদূর নির্ভর করা যাইতে পারে পাঠকমহাশয়রাই বিবেচনা করুন।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলিতে হইতেছে, দ্বিবেদী মহাশয় এরূপ অসঙ্গত মত প্রকাশ করিলেও তাঁহার বিদ্যা ও বুদ্ধির উপর আমার প্রগাঢ় ভক্তির কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই, বরং বাড়িয়াছে; তাহাতেই এই মত প্রকাশ করার পরেও তাঁহাকে পরীক্ষক করিতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টারকে গত নভেম্বর মাসে পত্র লিখি, এবং তাঁহাকে আলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য করিতে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ছোট লাট বাহাদুরকে গতবর্ষে বিশেষ অনুরোধ করিয়া আসি। এবং এ বৎসরেও এক সপ্তাহ অতীত হইল, তাঁহার প্রাইবেট সেক্রেটরিকে ঐ বিষয়ে পত্র লিখিয়াছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রকাশিত পুস্তকের

শাস্ত্রীয় ক একটী কথার সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। মহেন্দ্র বাবুর পুস্তকে তিনটী ব্যবস্থা বাহির হইয়াছে। 'সূচীকটাহ' ন্যায়ে অগ্রে ২য় ও ৩য় ব্যবস্থার সমালোচনা করা যাইতেছে।

ঐ দুইটি ব্যবস্থা, পুস্তকের ১৩ পৃষ্ঠায় আছে। ২য় ব্যবস্থা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়ের লিখিত, ঐ ব্যবস্থার মর্ম্ম এই—অদৃষ্টার্থ তিথ্যাদি সাধন প্রাচীন সিদ্ধান্ত অনুসারে করিবে। তাহাতে দৃগ্‌গণিতের ঐক্য করা অনাবশ্যক।

"তিথ্যাদি সাধন প্রাচীন সিদ্ধান্ত অনুসারে করিবে"। এ কথায় কাহারই আপত্তি নাই; যাঁহারা দৃগ্‌গণিতৈক্য করিতে বলেন, তাঁহারাও বলেন ইহাই প্রাচীনসিদ্ধান্ত অনুসারী। তিথি গণনায় দৃগ্‌গণিতের ঐক্য করা আবশ্যক তাহা পূর্ব্বে ও বলা হইয়াছে, পরেও বিশদরূপে প্রতিপন্ন করা যাইবে।

৩য় ব্যবস্থাটী কাশী নিবাসী শ্রীযুক্ত রামমিশ্র শাস্ত্রী ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত, এবং বঙ্গদেশীয় কতিপয় পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত। এ ব্যবস্থাটী পূর্ব্ব ব্যবস্থার অনুরূপ। এই ব্যবস্থাটীতে লেখা হইয়াছে—তিথ্যাদি নির্ণয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ রীতিতে করিবে। ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিরুদ্ধ রীতিতে তিথ্যাদি নির্ণয় করিতে কেহই বলেন না। মহেন্দ্র বাবু এরূপ ব্যবস্থা সংগ্রহ করিবার জন্য এত প্রয়াস কেন পাইয়াছেন আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

১ম ব্যবস্থায় তিন্‌টী প্রশ্ন আছে ও তিনটী উত্তর আছে, ঐ প্রশ্ন কে করিলেন? উত্তরই বা কে দিলেন? তাহার নাম গন্ধও নাই। বেনামা চিঠি পত্রাদি আলোচ্য নহে—ইহাই সাধারণের মত। তথাপি শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বাবুর খাতিরে ঐ সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

বুঝিবার সুবিধার জন্য এক একটী প্রশ্ন ও তাহার উত্তর একত্র সন্নিবেশিত করা হইল।

১ম প্রশ্ন এই,—"ধর্ম্ম কার্য্যের উপযোগী যে তিথি নক্ষত্র তাহা স্থূল কি সূক্ষ্ম? এ বিষয়ে স্মৃত্যাদি নিবন্ধকার কোন উল্লেখ করিয়াছেন কিনা?"

উত্তরের স্থূল মর্ম্ম এই, অদৃষ্টার্থ কার্য্যে স্থূলমার্গসিদ্ধ তিথি নক্ষত্রাদি গ্রহণ করিবে, সূক্ষ্মানয়ন সাধিত তিথি নক্ষত্রাদি গ্রহণ করিবে না।

ইহার প্রমাণ স্বরূপে হেমাদ্রির জন্মাষ্টমী প্রকরণ হইতে একটী সন্দর্ভের কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

ধর্ম্ম কার্য্যে স্থূলমার্গসিদ্ধ তিথিনক্ষত্রাদি গ্রহণ করিবে এ বিষয়ে দৃগ্গণিতৈক্যবাদীদের কোনও আপত্তিই নাই। তাঁহারাও ঐ কথাই বলেন, সুতরাং এ প্রশ্ন ও উত্তর সংগ্রহ করাও মহেন্দ্রবাবুর অনাবশ্যক হইয়াছে।

যদি প্রশ্ন কর্ত্তার ও উত্তরদাতার অভিপ্রায় এই হয়, যে, 'স্থূল তিথি' ও 'স্থূল নক্ষত্র' শব্দে দৃগ্গণিতৈক্য রহিত প্রচলিত পঞ্জিকা গণনা প্রথা অনুসারে সাধিত তিথি ও নক্ষত্র আর 'সূক্ষ্ম তিথি' ও 'সূক্ষ্ম নক্ষত্র' শব্দে দৃগ্গণিতৈক্য অনুসারী গণনাসিদ্ধ তিথি ও নক্ষত্র বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে হেমাদ্রির সন্দর্ভটী প্রমাণ রূপে উদ্ধৃত করা বড়ই ভুল হইয়াছে। হেমাদ্রি এস্থলে দৃগ্গণিতৈক্যের আবশ্যকতা আছে কি না সে কথা কহিতেছেন না এবং এস্থলে দৃগ্‌গণিতৈক্য-রহিত গণনা সিদ্ধ তিথির নাম 'স্থূলতিথি' আর দৃগ্‌গণিতৈক্য করিয়া সাধিত তিথির নাম 'সূক্ষ্ম তিথি' এ কথা ও বলিতেছেন না। হেমাদ্রি, 'প্রকৃত রোহিণীর সহিত অষ্টমীর যোগ না হউক গৌণরোহিণীর সহিত অষ্টমীর যোগ হইলেও জয়ন্তীযোগ হইবে' এই মত খণ্ডন করিতেছেন। পূর্ব্বপক্ষবাদীর মত ও হেমাদ্রির খণ্ডনপ্রণালী সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে ;—

নক্ষত্র দুই প্রকার,—প্রকৃত বা মুখ্য, এবং পারিভষিক বা গৌণ। মুখ্য নক্ষত্রের অপর নাম স্থূল, ও গৌণ নক্ষত্রের অপর নাম সূক্ষ্ম। সিদ্ধান্তশিরোমণির স্পষ্টাধিকারের ৬৭ শ্লোক দেখুন, জানিতে পারিবেন, যে, প্রত্যেক স্থূল নক্ষত্র রাশি চক্রের চন্দ্র ভোগ্য ৮০০ শত কলা। সুতরাং চন্দ্রের ২৪০০ কলা ভোগ পর্য্যন্ত স্থূল তৃতীয় নক্ষত্র (কৃত্তিকা) থাকে। সিদ্ধান্তশিরোমণির স্পষ্টাধিকারের ৭১ হইতে ৭৫ শ্লোক দেখুন, জানিতে পারিবেন, সূক্ষ্ম নক্ষত্র সকল সমান নহে।

	কলা	বিকলা
অশ্বিনী নক্ষত্র	৭৯০।	৩৫
ভরণী	৩৯৫।	১৭
কৃত্তিকা	৭৯০।	৩৫
রোহিণী ..	১১৮৫।	৫২

অশ্বিনী ভরণী ও কৃত্তিকা এই তিন নক্ষত্রের কলার যোগে ১৯৭৬।২৭ কলা হয়। অতএব চন্দ্রের ১৯৭৬।২৭ কলা ভোগের পরই 'সূক্ষ্মরোহিণী' নক্ষত্র হয়। সুতরাং 'স্থূল কৃত্তিকার' অর্দ্ধাংশ যাইতে না যাইতেই 'সূক্ষ্ম রোহিণী' উপস্থিত হয়। ঐ 'সূক্ষ্ম রোহিণীর' সহিত অষ্টমীর যোগ হইলেও তাহাকে জয়ন্তী বলা যাইতে পারে। ইহা পূর্ব্ব পক্ষ বাদীর অভিপ্রায়।

এই মত হেমাদ্রি এইরূপে খণ্ডন করিতেছন—কৃত্তিকার উত্তরার্দ্ধকে যে রোহিণী বলা হইয়াছে, উহা 'মুখ্য রোহিণী' নহে, এক বস্তু কি কখন অন্য বস্তু হইতে পারে। দিনার্দ্ধ দিনই হয়, কখনই তাহা রাত্রি হয় না। তবে যে কৃত্তিকার উত্তর অর্দ্ধকে সূক্ষ্মানয়নদ্বারা রোহিণী বলা হইয়াছে, তাহা গৌণ প্রয়োগ, রোহিণীনক্ষত্রে বিহিত কোন কোন কার্য্য বিশেষ ঐ কৃত্তিকার্দ্ধে অনুষ্ঠিত হইলেও ঐ ঐ কার্য্যের ফল সিদ্ধি হইবে—এইমাত্র, এইরূপে রোহিণীর তুল্য হওয়ায় রোহিণী বলা হইয়াছে। যেমন দেবদত্তের বলবীর্য্য, সিংহের তুল্য হইলে "সিংহো দেবদত্তঃ" এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। কৃত্তিকার্দ্ধ যদি গৌণ রোহিণীই হইল, তবে মুখ্য সম্ভবস্থলে গৌণ গ্রহণ করা অন্যায্য, একারণ এস্থলে অষ্টমী তিথিতে মুখ্য রোহিণীর যোগই গ্রাহ্য।

আর এক কথা, নক্ষত্র বলিলেই প্রথমতঃ প্রচলিত স্থূল নক্ষত্র বুঝায়, অতএব তাহাই গ্রহণ করা উচিত। জ্যোতিষশাস্ত্রে যে 'সূক্ষ্মনক্ষত্রের' আনয়নের কথা আছে, তাহার অভিপ্রায়, কৃত্তিকার্দ্ধে মুখ্য রোহিণীর ফল সম্বন্ধ হইবে, অর্থাৎ প্রকৃত রোহিণীতে কর্ম্ম করিলে যেরূপ ফল হয়, কৃত্তিকার্দ্ধেও কর্ম্ম (যে কর্ম্ম সূক্ষ্ম নক্ষত্রে করিতে বিশেষ বিধি আছে তাহা) করিলে সেরূপ ফল হইবে এই মাত্র, নতুবা কৃত্তিকার্দ্ধ যে মুখ্যরোহিণীস্বরূপ হইবে এরূপ নহে। ইহাই (ভাস্করাচার্য্য) বলিয়াছেন,—'স্থূল নক্ষত্রের যে আনয়ন করা হইয়াছে, উহা জ্যোতির্ব্বিদ্‌দের সকল প্রকার ব্যবহার সিদ্ধির নিমিত্ত। বিবাহ যাত্রাদিফল সিদ্ধির জন্য এক্ষণে মুনি প্রণীত (পারিভাষিক) সূক্ষ্ম (নক্ষত্র) বলিতেছি।

আরও এক কথা 'অদৃষ্টার্থ বিধি নিষেধ কার্য্যে' স্থূল হইতে অন্য প্রকারে নক্ষত্রাদির আনয়ন করিলে অব্যবস্থা (গোলযোগ) হইয়া পড়ে। (ইহার উদাহরণ জয়ন্তীব্রতই হইতে পারে, জয়ন্তীব্রত রোহিণীতেই বিহিত হইয়াছে,

উহা কৃত্তিকাতে নিষিদ্ধ হইলেও কৃত্তিকার শেষার্দ্ধকে সূক্ষ্মানয়ন দ্বারা রোহিণী স্থির করিয়া কৃত্তিকার ঐ অংশেও জয়ন্তীব্রতের অনুষ্ঠান করুক এবং প্রকৃত রোহিণীর অপেক্ষা না করুক)। 'স্থূলনক্ষত্র' ত্যাগ করিয়া 'সূক্ষ্মনক্ষত্রের' গ্রহণ করা বিশুদ্ধ শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। অতএব এস্থলে (নক্ষত্র বিষয়ে) স্থূলানয়ন প্রথাই অবলম্বন করা উচিত।"

হেমাদ্রির সন্দর্ভটী আসিয়াটিক সোসাইটীর মুদ্রিত পুস্তক হইতে অবিকল উদ্ধৃত করা যাইতেছে ;—

'অত্র কেচিৎ সূক্ষ্মানয়নেন বক্তব্যাঃ, তাশ্চ স্থূলানয়নেন সিদ্ধ-কৃত্তিকোত্তরার্দ্ধমধ্যবর্ত্তিন্যস্তদাভিপ্রেতাঃ। (?) নচ, তাসাং রোহিণীত্বং মুখ্যং সম্ভবতি, নহ্যন্যদন্যদ্ ভবতি, বিরোধাত্। যথা দিনার্দ্ধং দিনমেব ন রাত্রিস্তস্মাৎ কৃত্তিকার্দ্ধস্য সূক্ষ্মানয়নাদ্ যদ্রোহিণীত্বং তদ্‌গৌণ(?)রোহিণীফলসম্বন্ধেন রোহিণীতুল্যত্বাৎ দেবদত্তস্য সিংহত্বমিব। এবঞ্চ সতি মুখ্যায়া সম্ভবন্ত্যা রোহিণ্যা রোহিণীসহিতত্বমষ্টম্যা গ্রাহ্যং, মুখ্যসম্ভবে গৌণাশ্রবণন্যায়াব্যত্বাৎ। কিঞ্চ প্রথমপ্রতীতত্বেন স্থূলমার্গসিদ্ধস্য তিথি (?) নক্ষত্রাদের্গ্রহণং যুক্তং। জ্যোতিঃশাস্ত্রমপি সূক্ষ্মানয়নেন মুখ্যকাল (?) মেবানয়তি, ন মুখ্যস্বরূপত্বং। যদাহ,—

স্থূলং কৃতং ভানয়নং যদেতজ্ জ্যোতির্বিদাং সংব্যবহারহেতোঃ।
সূক্ষ্মং প্রবক্ষ্যেঽথ মুনিপ্রণীতং বিবাহযাত্রাদিফলপ্রসিদ্ধ্যৈ॥ ইতি

কিঞ্চ স্থূলাদন্যেন প্রকারেণাদৃষ্টার্থেষু বিধিনিষেধেষু নক্ষত্রাদীনাং গ্রহণে ব্যবস্থা (?) স্যাদ্ বারনক্ষত্রাদিবিশেষবিহিতস্য প্রতিষিদ্ধস্য সূক্ষ্মানয়নসিদ্ধেঃ(?), তদংশেষু প্রসঙ্গাদ্ অবিগীতশিষ্টাচারবিরুদ্ধঞ্চৈতৎ। তস্মাত্ স্থূলানয়নমেব আশ্রয়ণীয়ম্॥*

এক্ষণে পাঠক মহাশয়রাই বলুন হেমাদ্রির—এই সন্দর্ভে দৃগ্‌গণিতৈক্যের সপক্ষে, বা বিপক্ষে কোন কথা আছে কি না? এবং কেবল স্থূল ও সূক্ষ্ম শব্দ দেখিয়াই দৃষ্টিবিসংবাদী মহাশয়দের দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে কি না?

---

*এই সন্দর্ভে অনেক ভুল আছে, সংশোধন করিলে কেহ কোন আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন এই ভাবিয়া সংশোধন না করিয়াই সোসাইটীর মুদ্রিত পুস্তকে যেরূপ আছে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম। সন্দর্ভটী সংশোধিত না হইলেও প্রকৃত পক্ষে কোন বাধা ঘটে নাই।

এস্থলে একটা কথা বলিতে হইতেছে; যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির ন্যায় মান্য গণ্য, যাঁহাদিগের বাক্যে সাধারণের ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ভর করিতেছে, যাঁহারা ধর্ম্ম বিপ্লব না হয় এজন্য মহাব্যতিব্যস্ত, তাঁহারা শাস্ত্রীয় কোন ব্যবস্থা দিবার পূর্ব্বে বিশেষ সাবধান হইবেন আশা করা যায়। এস্থলে তাহার সম্পূর্ণ অন্যথা আচরণ দেখিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইতে হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বাবুর পুস্তকের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই,—"তিথি নক্ষত্রাদি সাধনে যদি দৃক্‌সিদ্ধির আবশ্যকতাই থাকে, তাহা হইলে চর্ম্মচক্ষুঃসম্পন্ন অস্মদাদির দৃষ্টিদ্বারা স্থিরীকৃত গ্রহনক্ষত্রাদির গতির প্রামাণ্য,কি জ্ঞানচক্ষুঃসম্পন্ন ঋষ্যাদির দৃষ্টিদ্বারা সাধিত গ্রহ নক্ষত্রাদির গতির প্রামাণ্য, এবিষয়ে স্মৃতি কি পুরাণে কোন উল্লেখ আছে কিনা ?"

ইহার উত্তরের সংক্ষেপ এই,—'কোন মনুষ্য চর্ম্মচক্ষুঃদ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদির গতায়াত স্থির করিলে তাহার প্রামাণ্য নাই,—ইহা বায়ুপুরাণে ব্যাস বচনদ্বারা ব্যবস্থাপিত হওয়ায় ঋষ্যাদিদ্বারা স্থিরীকৃত গ্রহ নক্ষত্রাদির গতায়াতেরই প্রামাণ্য আছে। অতএব সূর্য্যসিদ্ধান্ত বা অন্য কোন ঋষিপ্রণীত আগম অনুসারে সাধিত তিথিনক্ষত্রাদিই ধর্ম্মকার্য্যে গ্রাহ্য, চর্ম্মচক্ষুঃসম্পন্ন আধুনিক মনুষ্যের আগমসিদ্ধ তিথি নক্ষত্রাদি গ্রাহ্য নহে। কোন জ্যোতিঃ-সংগ্রহ-কর্ত্তা মনুষ্যের দৃষ্টিদ্বারা স্থিরীকৃত গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি সাধিত অনাগমানীত তিথি নক্ষত্রাদির গ্রাহ্যত্ব বলিয়াছেন, উহার, ব্যাস বচনের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া আমরা ঐ মতের আদর করি না। দৃক্‌সিদ্ধিপ্রতিপাদক যে বশিষ্ঠাদি বচন আছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত ব্যাস বচনের সহিত একবাক্য করিয়া আর্য্যদৃকসিদ্ধিপর মনুষ্যচর্ম্মদৃক্‌সিদ্ধিপর নহে,—ইহা পণ্ডিতদের পরামর্শ সিদ্ধ।' এই উত্তরের সমর্থনার্থ বায়ুপুরাণের নামোল্লেখে নিম্ন লিখিত বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

নৈব শক্যং প্রসংখ্যাতুং যাথাতথ্যেন কেনচিৎ।
গতাগতং মনুষ্যেষু জ্যোতিষাং মাংসচক্ষুষা ॥

এই প্রশ্ন ও উত্তর দেখিয়া মনে হয়, 'গণিতে দৃক্‌সিদ্ধি' বা 'দৃগ্‌গণিতের ঐক্য' ব্যাপারটা যে কি, তাহা প্রশ্নকর্ত্তা ও উত্তরদাতা মহাশয়রা প্রণিধান

করিয়া দেখেন নাই। 'গণিতে দৃক্‌সিদ্ধি'ই বলুন্ আর 'দৃগ্‌গণিতের ঐক্য'ই বলুন, উহার অভিপ্রায় এই,—প্রামাণিক গণিতগ্রন্থ অনুসারে গণনা করিলে গ্রহদের যেরূপ অবস্থা (Position) পাওয়া যায়, সেই অবস্থা যন্ত্রাদি উপায় দ্বারা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিলে পাওয়া যায় কি না দেখা, যদি তাহাতে কিছু অন্তর উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে গণিতে সংস্কার বিশেষ দিয়া ঐ অন্তর টুকু মিটাইয়া লওয়া। এই সংস্কারের নাম বীজসংস্কার।

এই দৃক্‌সিদ্ধিতে ত মনুষ্যের চর্ম্মচক্ষুর দ্বারা দৃষ্টিই নিতান্ত আবশ্যক, ঋষিদৃষ্টির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধই নাই। সুতরাং তিথি নক্ষত্রাদি সাধনে দৃক্‌সিদ্ধির আবশ্যকতা স্বীকার করাতেই মনুষ্যদৃষ্টিও আবশ্যক স্বীকার করা হইল, তবে আর "চর্ম্মচক্ষুঃ-সম্পন্ন অস্মদাদির দৃষ্টি" ও "জ্ঞানচক্ষুঃসম্পন্ন ঋষ্যাদির দৃষ্টি" লইয়া প্রশ্ন করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ?

আর এক কথা, ঋষির দৃষ্টিও ত চর্ম্মচক্ষুঃসম্পন্ন, তবে ইতর বিশেষ করা কিরূপে সম্ভবে। "জ্ঞানচক্ষুঃসম্পন্ন ঋষ্যাদির দৃষ্টি" এই সন্দর্ভে 'দৃষ্টি' শব্দের অর্থ অলৌকিক জ্ঞান বলিলেও চলে না, যেহেতু, দৃক্‌সিদ্ধির সহিত তাহার ত কোন সম্বন্ধই নাই, সুতরাং এস্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে।

এজন্য যদি বলা হয় যে—প্রশ্নে যাহাই লেখা থাকুক প্রশ্নের মর্ম্ম এই— অস্মদাদির দৃষ্টি প্রবল প্রমাণ, কি ঋষিদের দৃষ্টি প্রবল প্রমাণ ? ইহার মধ্যে কোন্‌টী গ্রাহ্য ? তাহা হইলে ত প্রশ্ন করাই অনাবশ্যক হইয়াছে, জ্ঞানচক্ষু-সম্পন্ন ঋষ্যাদির দর্শন সম্ভব হইলে তাহাই সর্ব্বাগ্রগণ্য ইহা দৃক্‌সিদ্ধিবাদীরাও স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু এক্ষণে ঋষি কৈ ?

প্রশ্ন যাহাই হউক, উত্তর দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। প্রশ্ন হইল,— 'অস্মদাদির দৃষ্টি দ্বারা সাধিত গ্রহ নক্ষত্রাদির গতির প্রামাণ্য কি ঋষ্যাদির দৃষ্টিদ্বারা সাধিত গ্রহ নক্ষত্রাদির গতির প্রামাণ্য এ বিষয়ে স্মৃতি কি পুরাণে কোন উল্লেখ আছে কি না ?' এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে হইলে এই মাত্র বলিতে হয়,—অমুকের দৃষ্টির দ্বারা সাধিত গ্রহ নক্ষত্রাদির গতির প্রামাণ্য, ঐ বিষয়ে অমুক অমুক স্মৃতিতে ও অমুক অমুক পুরাণে এই এই কথার উল্লেখ আছে। যদি কোন স্মৃতি বা পুরাণে, উল্লেখ না থাকে, তবে তাঁহাই বলা। উত্তরদাতা মহাশয়ের কিন্তু প্রণালী অন্যরূপ ; প্রশ্ন সম্ভবপর

হইয়াছে কিনা ? জিজ্ঞাসাই বা কি হইয়াছে ? তাহার প্রতি লক্ষ না করিয়া তিনি বায়ুবচনের প্রভাবে নানা কথা বলিয়াছেন। প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তর দিয়াই অপ্রাসঙ্গিক হইলেও তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—'সূর্য্যসিদ্ধান্ত বা অন্য ঋষি প্রণীত আগম সাধিত তিথি নক্ষত্রাদিই ধর্ম্মকার্য্যে গ্রাহ্য।' ধর্ম্মকার্য্যে কোন্ তিথি নক্ষত্রাদি গ্রাহ্য ? ইহা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই সুতরাং এ উত্তর দেওয়া কেন হইল বুঝা ভার, বুঝিলেও বলিতে লজ্জা হয় ও ঘৃণা হয়।

উপসংহারে বলা হইয়াছে 'জ্যোতিঃশাস্ত্রসকলে তিথ্যাদি বিষয়ে যে দৃক্‌সিদ্ধি প্রতিপাদক বশিষ্ঠাদি বচন আছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত ব্যাস বচনের সহিত একবাক্য বশতঃ আর্ষ্যদৃক্‌সিদ্ধিপর, মনুষ্য চর্ম্মদৃক্‌সিদ্ধিপর নহে,—ইহা পণ্ডিতদের পরামর্শ'। এই সিদ্ধান্তটী যে পণ্ডিতদের পরামর্শ সিদ্ধ, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে, পরামর্শ ভিন্ন কখনই এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কিন্তু সিদ্ধান্তটী অত্যন্ত অসঙ্গত ; প্রশ্ন সমালোচনায় তাহা দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে, পুনরুক্তি ভয়ে আর তাহার উল্লেখ করিলাম না।

উত্তরদাতামহাশয় উত্তরের সমর্থন করিতে এস্থলে একটী এবং ৭ম পত্রে ('বায়ুপুরাণের ব্যাসোক্ত তিন্‌টী বচন' এই বিশেষণ দিয়া) তিনটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন*। আসিয়াটিক সোসাইটীর মুদ্রিত পুস্তকে যেরূপ পাঠ আছে, উত্তরদাতামহাশয়ের উদ্ধৃত বচনগুলিতে অবিকল সেই পাঠই আছে। কিন্তু আমি, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পাঁচখানি হস্তলিখিত পুস্তকের পাঠের সহিত মিলন করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে সোসাইটীর মুদ্রিত পুস্তকে, মধ্যে মধ্যে অসংলগ্ন, অর্থবিহীন ও অশুদ্ধ পাঠ অনেক আছে সপ্রমাণ হইয়াছে ; উদ্ধৃত তিনটী বচনের পাঠ প্রত্যেক পুস্তকেই বিভিন্ন ; এবং কোন কোন স্থলে সোসাইটীর মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ অপেক্ষা হস্ত লিখিত পুস্তকগুলির পাঠ ভাল বলিয়াই বোধ হয়। ইহার কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে,—সোসাইটীর মুদ্রিত পুস্তকে প্রথম বচনের তৃতীয় চরণে 'মনুষ্যেষু' পাঠ আছে। হস্তলিখিত ৫ খানি

---

* শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বিজ্ঞাপনে প্রমাণ প্রয়োগ তুলিয়া বলিয়াছেন, যে আসিয়াটিক সোসাইটী 'বায়ুপুরাণ' বলিয়া যে পুরাণ খানি মুদ্রিত করিয়াছেন, উহা প্রকৃত 'বায়ুপুরাণ' নহে, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। প্রকৃত বিষয়ের সহিত বিশেষ সংবন্ধ না থাকায় ঐ বিষয়ে আমাদের মতামত প্রকাশ করিলাম না।

পুস্তকে 'মনুষ্যেণ' পাঠ আছে। ২য় শ্লোকের শেষার্দ্ধে "পরীক্ষ্য নিপুণং ভক্ত্যা শ্রদ্ধাতব্যম্" সোসাইটী মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ আছে ; ৫ খানি হস্ত-লিখিত পুস্তকে "পরীক্ষ্য নিপুণং বুদ্ধ্যা শ্রদ্ধাতব্যম্" পাঠ আছে। এবং মুদ্রিত পুস্তকে তৃতীয় শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে "গণিতং বুদ্ধিসত্তমাঃ" পাঠ আছে। হস্তলিখিত পুস্তকগুলিতে "গণিতে বুদ্ধিরুত্তমা" পাঠ আছে। যাহা হউক উত্তরদাতা মহাশয়ের আপত্তি নিবারণের নিমিত্ত তাঁহার লিখিত পাঠই অবিকল পরে (৩২ পৃঃ) তুলা যাইবে।

উত্তরদাতা মহাশয়,সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—"প্রথম বচনে ব্যাস বলিতেছেন যে মনুষ্যের মধ্যে কোন ব্যক্তি মাংস-চক্ষুঃদ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদির গতি যথার্থরূপে নির্ণয় করিতে সমর্থ নহেন, ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে, মনুষ্য দিগের দৃক্‌দ্বারা যাহা গ্রহনক্ষত্রাদির গতি সাধিত হয়, তাহার প্রামাণ্য নাই, গ্রহনক্ষত্রাদির গতি সাধনে আর্ষদৃক্‌ই একমাত্র উপায়, অতএব ঋষিপ্রণীত আগমই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়, মনুষ্যকৃত আগম সর্ব্বতোভাবে অগ্রাহ্য।"

এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। তন্মধ্যে কএকটা কথা বলা যাইতেছে।

(১) শাস্ত্রে চর্ম্মচক্ষুরই উল্লেখ আছে। "মাংসচক্ষুঃ" এই নূতন শোনা গেল। 'মাংসচক্ষুঃ' পদটীর আর কোন স্থানে প্রয়োগ আছে কিনা ? উত্তর-দাতা মহাশয়ের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল, "যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং" করাটা ভাল হয় না। যাহা হউক 'মাংসচক্ষুঃ' শব্দটী শাস্ত্রে দুই এক স্থানে প্রযুক্ত আছে দেখাইয়া দিলে, আমাদের নূতন শিক্ষা হইল মনে করিব।

(২) উত্তরদাতা মহাশয় এই বচনকে বারংবার বলিয়াছেন,—'ব্যাসোক্ত' 'এই ব্যাস বচন' এবং 'এই বচনগুলি 'বায়ু পুরাণের ব্যাসোক্ত'। আমরা যত দূর জানি, তাহাতে বলিতে পারি, এ বচন গুলি 'ব্যাসোক্ত' নহে, ঋষিদের প্রশ্নে লোমহর্ষণনামক সূতের উক্তি (৫৩ অধ্যায় দেখুন)। বায়ুপুরাণ ব্যাসোক্ত বলিয়াও ওরূপ বিশেষণ দেওয়া চলে না, তাহা হইলে লিখিতে হয় ব্যাসোক্ত বায়ুপুরাণের বচন। 'বায়ুপুরাণের ব্যাসোক্ত বচন' এই কথা বলায়, 'মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবীর বাক্য' বলার ন্যায় এ বচনগুলি ব্যাসের উক্ত

বুঝায়, বায়ুপুরাণ ব্যাসোক্ত বুঝা যায় না; এ বিষয়ে ভাষাতত্ত্ববিৎ মহাত্মারাই প্রমাণ।

বায়ুপুরাণকেও কেহ 'ব্যাসোক্ত' বলেন নাই, বলিবার অধিকারও নাই। বায়ুপুরাণের প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে 'বায়ুপ্রোক্তে' বলিয়া উল্লেখ আছে। এক বায়ুপুরাণ বায়ু ও ব্যাস উভয়ের উক্ত বলিলে 'বায়ুপুরাণকে 'বায়ুব্যাসীয়' বলিতে হয়, তাহা কেহই বলেন নাই। ব্যাস যে 'অষ্টাদশ-পুরাণ-কর্ত্তা' বলিয়া প্রসিদ্ধ; তাহার তাৎপর্য্য,—ব্যাসদেব ব্যক্তিবিশেষের উক্তি যথাযথরূপে একত্র সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থরূপে পরিণত করিয়াছেন—এই মাত্র। পুরাণ-সংগ্রহকর্ত্তা ব্যাস বলিয়া কোন পুরাণের বচনকেই কেহ 'ব্যাস বচন' বলেন না। সুতরাং এটীও লোকের নূতন শিক্ষা হইবে।

কোন সারবান্ লোক সে দিন বলিতেছিলেন—'উত্তরদাতা যে বারংবার ঐ বচন গুলিকে 'ব্যাসবচন' 'ব্যাসবচন' বলিয়া বাগাড়ম্বর করিয়াছেন, তাহার কোন গুপ্ত অভিপ্রায় আছে,—অগ্নিপুরাণ বায়ুপুরাণ প্রভৃতি পুরাণের উপর লোকের ভক্তি নাই। বিশেষতঃ উহা 'বায়ুর উক্তি' বলিয়া লোকে উড়াইয়া দিতে পারিবেন, তাই ব্যাসের শরণ লইয়াছেন।' এ কথাটী কত দূর সত্য, বলিতে পারি না, কিন্তু সত্য হইলে ধর্ম্মবিচারে এরূপ ব্যবহার বড়ই ক্ষোভের বিষয়।

(৩) আমি যতটুকু বুঝিতেছি, তাহাতে বলিতে পারি, যে, বায়ুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত বচন তিনটীতে দৃক্‌সিদ্ধিবাদের খণ্ডন হইতে পারে না। ঐ বচন তিনটী বায়ুপুরাণের ৫৩ অধ্যায়ের শেষাংশে আছে। ঐ অধ্যায়ে জ্যোতিঃ-সিদ্ধান্তের বিশেষ কোন কথাই নাই। বরং জ্যোতিঃশাস্ত্র বিরুদ্ধ কতকগুলি পৌরাণিক কথা আছে। ইহা ঐ অধ্যায় পাঠ করিলেই পাঠকমহাশয়রা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন, তথাপি তাঁহাদের সুবিধার জন্য ঐ অধ্যায় হইতে কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিতেছি। অধ্যায়ের প্রথমেই ঋষিরা দেবগৃহ ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন,—

"কথং দেবগৃহাণি স্যুঃ কথং জ্যোতীংষি বর্ণয়"।

লোমহর্ষণ সূত, তদুত্তরে দিব্য ভৌতিক ও পার্থিব অগ্নির উৎপত্তি; চতুর্ভাবশিষ্ট এই জগতে প্রথম যে অগ্নি হয় তাহাই পার্থিব অগ্নি; সূর্য্যে

প্রথমতঃ যে অগ্নি তাপ দেয়, সে বৈদ্যুত অগ্নি, উহার নাম শুচি; ঐ অগ্নি কিরণ দ্বারা জল পান করেন; উহা সহস্রপাদ বর্ত্তুলাকার ও কুম্ভসদৃশ; সূর্য্যের রশ্মি সহস্র, তাহাদের আবার চারি শত নাড়ী আছে; ঐ নাড়ী বর্ষণ করে; নক্ষত্র গ্রহ ও চন্দ্রের প্রতিষ্ঠার হেতু সূর্য্য মণ্ডল; সূর্য্য হইতেই নক্ষত্র, চন্দ্র ও গ্রহের উৎপত্তি হইয়াছে; অগ্নিই সূর্য্য; কার্ত্তিক মঙ্গল গ্রহ; নারায়ণ বুধ গ্রহ; এই ত্রিলোক সমস্তই সূর্য্যমূলক; কি দেবতা কি অসুর ও কি মানব, সকলের সহিত সমুদায় জগৎই সূর্য্যের; সূর্য্য হইতেই সকলের উৎপত্তি হইয়াছে এবং সূর্য্যেই সকলের প্রলয় হইবে; চন্দ্রের বিস্তার সূর্য্যের বিস্তার হইতে দ্বিগুণ; রাহু, চন্দ্র ও সূর্য্যের তুল্য হইয়া তাঁহাদের নিম্নে ভ্রমণ করিতেছেন; রাহুর তমোময় যে বৃহৎ স্থান নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা পর্ব্ব দিবসে সূর্য্য হইতে নির্গত হইয়া চন্দ্রে উপগত হয়, আবার চন্দ্র হইতে বহির্গত হইয়া সূর্য্যে উপগত হয়; সূর্য্য দক্ষিণায়নে সকল গ্রহের নিম্নে বিচরণ করেন; তখন চন্দ্র বিস্তীর্ণ মণ্ডল করিয়া সূর্য্যের ঊর্দ্ধভাগে পরিভ্রমণ করেন; নক্ষত্র মণ্ডল আবার চন্দ্রের ও উপরে বিচরণ করেন; নক্ষত্র মণ্ডলের উপর বুধগ্রহ, বুধগ্রহের উপর বৃহস্পতিগ্রহ, বৃহস্পতিগ্রহের উপর শনিগ্রহ, ও শনিগ্রহের উপর সপ্তর্ষি মণ্ডল বিচরণ করিতেছেন; সপ্তর্ষি মণ্ডলের উপর ধ্রুব ব্যবস্থিত আছে; সূর্য্য অদিতির ঔরসে বিশাখা তারার গর্ভে সমুৎপন্ন। এইরূপ নানা কথা বলিয়া পরিশেষে লোমহর্ষণ উপসংহার করিয়াছেন।

* * * * * * * * জ্যোতিষাত্মকঃ

বিশ্বরূপঃ প্রধানস্য পরিণামোঽয়মদ্ভুতঃ ॥ ১২০ ॥

নৈব শক্যং প্রসংখ্যাতুং যাথাতথ্যেন কেনচিৎ।

গতাগতং মনুষ্যেষু জ্যোতিষাং মাংসচক্ষুষা ॥ ১২১ ॥ ১ ॥

আগমাদনুমানাচ্চ প্রত্যক্ষাদুপপত্তিতঃ।

পরীক্ষ্য নিপুণং ভক্ত্যা শ্রদ্ধাতব্যং বিপশ্চিতা ॥ ১২২ ॥ ২ ॥

চক্ষুঃ শাস্ত্রং জলং লেখ্যং গণিতং বুদ্ধিসত্তমাঃ।

পঞ্চৈতে হেতবো জ্ঞেয়াঃ জ্যোতির্গণবিচিন্তনে॥ ১২৩ ॥ ৩ ॥

এক্ষণে পাঠকমহাশয়রা দেখুন, উপরি উক্ত জ্যোতির্বিবরণ জ্যোতিঃশাস্ত্র বিরুদ্ধ কি না? যদি বিরুদ্ধই হয়, তাহা হইলে যখন এ অধ্যায়ে জ্যোতিঃ-

শাস্ত্রের বিরুদ্ধ নানা কথা রহিয়াছে, তখন গ্রহদের গতায়াত দেখা যায় না। রূপ আরও না হয় একটী জ্যোতিঃশাস্ত্র বিরুদ্ধ কথা আছে স্বীকার করা গেল, তাহাতে দোষ কি হইল? পুরাণ অনুসারে জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত—শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না বলিয়া, যেরূপ অন্যান্য জ্যোতিঃসিদ্ধান্তের কোন পরিবর্ত্তন হইতেছে না, সেইরূপ এ স্থলেও পরিবর্ত্তন হইবে না। সুতরাং জ্যোতির্বিষয়ের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পুরাণবচন (বিশেষতঃ বায়ুপুরাণ বচন, যাহার প্রামাণ্য বিষয়ে অনেকেই সন্দেহ করিয়া থাকেন) প্রমাণ রূপে উদ্ধৃত করাই ভুল হইয়াছে।

৪। উদ্ধৃত বচন তিনটী দৃক্‌সিদ্ধিবাদের প্রতিকূল নহে, বরং অনুকূল। ঐ তিনটী বচনের অবিকল অনুবাদ করিয়া দিতেছি, পাঠকমহাশয়রা দেখুন অনুকূল কিনা।

এই তিনটী বচনের অব্যবহিত পূর্ব্বে কি বলা আছে, দেখিলে অর্থ পরিস্ফুট রূপে বুঝা যাইবে, একারণ, ঐ অংশটুকুর অনুবাদ প্রথমেই দিতেছি,—
প্রকৃতির এই জ্যোতিষরূপ পরিণাম নানাপ্রকার ও অদ্ভুত ॥ ১২০ ॥

অতএব মনুষ্য লোকে কেহই মাংস চক্ষু দ্বারা জ্যোতিঃ-সকলের গতাগত (যাওয়া আসা কিংবা ভূত ও ভবিষ্য) যথাযথরূপে (ঠিক ঠিক বা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে) প্রসংখ্যান (গণনা, ইয়ত্তা, পরিচ্ছেদ) করিতে পারেনা ॥ ১২২ ॥ ১ ॥

(তাই) বিদ্বানের উচিত;—আগম [শাস্ত্র], অনুমান, প্রত্যক্ষ ও উপপত্তি* হইতে নিপুণ ভাবে ভক্তি পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া শ্রদ্ধা করা ॥ ১২২ ॥ ২ ॥

হে বুদ্ধিশ্রেষ্ঠ মহাশয়রা, জ্যোতির্গণবিবেচনায় চক্ষু, শাস্ত্র, জল†, লেখ্য ও গণিত—এই পাঁচটী কারণ জানিবে ॥ ১১৩ ॥ ৩ ॥

প্রথম বচনটীর আমরা যেরূপ অনুবাদ করিলাম, উত্তরদাতা মহাশয়ও প্রায় সেইরূপই করিয়াছেন (৩০ পৃঃ দেখুন) বস্তুগত বিশেষ ভেদ নাই, বিশেষের মধ্যে 'প্রসংখ্যান' অর্থ আমরা 'গণনা' করিয়াছি, তিনি 'নির্ণয়'

---

*'উপপত্তি' একটি জ্যোতিষশাস্ত্রের সংজ্ঞাশব্দ, কোন একটী সিদ্ধান্তের সত্যতার প্রমাণার্থ হেতুবাদ বিশেষের নাম 'উপপত্তি'। একটী সিদ্ধান্ত করিয়া সেই সিদ্ধান্তের উপপাদন করা জ্যোতিঃশাস্ত্রের রীতি। সুতরাং জ্যোতিষশাস্ত্রের কথায় উপপত্তির অর্থান্তর করা যাইতে পারে না, করিলে অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয়।

† গ্রহদের জলে পরীক্ষাপ্রণালী জ্যোতিঃশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে।

করিয়াছেন। তাঁহার কৃত অর্থ লইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলে আর কোন আপত্তিই হইবে না ভাবিয়া আমরা 'নির্ণয়' অর্থই লইলাম।

গ্রহদের গতি কেবল চর্ম্মচক্ষু দ্বারা যথাযথরূপে নির্ণীত হইতে পারে না, —ইহা দৃক্‌সিদ্ধিবাদীরাও স্বীকার করেন্। সুতরাং বায়ুপুরাণে ঐ কথা থাকাতে দৃক্‌সিদ্ধিবাদের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইতেছে না। 'দৃক্‌সিদ্ধি' শব্দে 'কেবল (উপায়ান্তররহিত) চর্ম্মচক্ষু দ্বারা স্থিরীকরণ' অর্থ কেহই করেন্ না।

উপায়ান্তর সহকারেও চর্ম্মচক্ষু দ্বারা গ্রহদের গতি যথাযথরূপে নির্ণীত হইতে পারে না,—ইহা বায়ুদেবের অভিপ্রায়, একথা বলাই যাইতে পারে না, যে হেতু, তাহা বলিলে পূর্ব্বাপর গ্রন্থের বিরোধ হয়।

কারণ (ক) বায়ুদেবই বলুন আর লোমহর্ষণই বলুন, ঐ অধ্যায়ে (৫৩ অং) বলিয়াছেন, নীচ উচ্চ ও মৃদু ভাবে অবস্থিত গ্রহ নক্ষত্র ও সূর্য্যকে সম্মিলন ও ভেদ যোগ অবস্থায়, প্রজারা সকলে যুগপৎ (এককালে) দেখিয়া থাকেন। ১০০। ইহারা (গ্রহ নক্ষত্র ও সূর্য্য) পরস্পর মিলিত হয় ও বিযুক্ত হয়, অতএব পণ্ডিতেরা ইহাদের যোগ অসঙ্কীর্ণ রূপে জানিবেন্। ১০১। বায়ুপুরাণের বচন এই,—

গ্রহনক্ষত্রসূর্য্যাস্তু নীচোচ্চমৃদ্ববস্থিতাঃ।
সমাগমে চ ভেদে চ পশ্যন্তি যুগপৎ প্রজাঃ॥ ১০০॥
পরস্পরস্থিতা হ্যেতে যুজ্যন্তে চ পরস্পরম্।
অসঙ্করেণ বিজ্ঞেয়স্তেষাং যোগস্তু বৈ বুধৈঃ॥ ১০১॥

(খ) উত্তর দাতা মহাশয়ের উদ্ধৃত দ্বিতীয় বচনে জ্যোতির্গণের 'গতাগত' যথাযথরূপে জানিবার নিমিত্ত যে পরীক্ষা করিবার উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ একটী উপায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

(গ) এবং তৃতীয় বচনে 'জ্যোতির্গণ বিচিন্তনের যে পাঁচটী হেতু উল্লিখিত আছে, তাহার অন্যতম হেতু চক্ষুঃ বলা আছে*। সুতরাং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া

---

* এস্থলে বলা উচিত, ঐ পাঁচটীই স্বতন্ত্র হেতু, সর্ব্বত্রই পাঁচটীর আবশ্যক হয় না, ইহা উত্তরবাদীমহাশয় কাব্যপ্রকাশ হইতে প্রমাণ তুলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন্। তবে তিনি যে, বিষয়বিভাগ করিয়া দিয়াছেন, তাহা তাঁহার কল্পনাসম্ভূত ও প্রমাণশূন্য। বায়ুর উক্তিতে তিনি যা তা বলিতে পারেন কিন্তু সাধারণে তাহাতে উপহাস ভিন্ন আর কি করিতে পারেন।

অন্ধপরম্পরাগত মত অবলম্বন করিতে বলা যে বায়ুদেবের অভিপ্রেত ছিল না তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

৬। গণিতদ্বারা 'জ্যোতির্গণবিচিন্তনে' যে মনুষ্যের চর্ম্মচক্ষুদ্বারা দর্শনের আবশ্যক, এবং দর্শনে অন্তর উপলব্ধ হইলে যে বীজ সংস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা উত্তরবাদী ও তন্মতাবলম্বী মহাশয়দের শ্রদ্ধাস্পদ কমলাকরভট্টের বাবা ও শিক্ষাগুরু দাদা পর্য্যন্ত স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন। কমলাকরের বাবা নৃসিংহদৈবজ্ঞের উক্তি এই,—

অতএব আর্য্যভটব্রহ্মগুপ্তাদিভিঃ স্বসত্তাকালে অন্তরম্ উপলভ্য মুনিকৃত-গ্রন্থেষু নিক্ষিপ্য গ্রন্থা রচিতাঃ। ননু কালবশেন যদনন্তরং পততি, তৎকথম্ অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানবদ্ভির্নোপলক্ষিতং, কথং চর্ম্মচক্ষুষ্মদ্ভির্ব্রহ্মগুপ্তাদ্যৈশ্চোপ-লক্ষিতম্ ইতি। উচ্যতে,—মুনিভিরুক্তং যৎ, তৎ তাদৃশমেব, কিন্তু কালবশেন যদন্তরং পততি, পুনস্তস্যাভাবঃ কিয়তা কালেন ভবতি; পুনরপি কিয়তা কালেন কিয়দন্তরং পততি। তৎপূর্ব্বাপেক্ষয়া বিলক্ষণমেব ভবতি। কদাচিদন্তরাভাব এব। ইত্যেবং চাঞ্চল্যাৎ গ্রন্থবাহুল্যভয়াচ্চ নোক্তবন্তোঽপি ইদমুচুঃ,—যদন্তরং, তদ্ উপলভ্য দেয়মিতি। আচার্য্যৈঃ স্বসত্তাকালে লক্ষয়িত্বা দীয়তে ইতি।

কমলাকরের শিক্ষাগুরু দাদা দিবাকর দৈবজ্ঞ বলিয়াছেন,—

তদন্তরং বীজসংজ্ঞং ব্রহ্মগুপ্তাদিভির্মানুষৈঃ স্বসত্তাকালে লক্ষয়িত্বা মুনি-শাস্ত্রেষু নিক্ষিপ্য তাদৃশনিক্ষেপযুক্তাঃ স্বগ্রন্থা রচিতাঃ, তদযুক্তমেব। তদন্তরমতীন্দ্রিয়জ্ঞৈর্মুনিভিশ্চঞ্চলত্বাৎ গ্রন্থবাহুল্যভয়াচ্চ নোক্তমপি দেয়-মিত্যুক্তমেব।

কেবল কমলাকরের আত্মীয়ের কথাই বা কেন, দেব, ঋষি, ও অন্যান্য জ্যোতির্বিদ্দিগকেও সাক্ষ্যস্থলে আনা যাউক।

(১) (ক) তত্তদ্গতিবশান্নিত্যং যথা দৃক্তুল্যতাং গ্রহাঃ।
প্রযান্তি তৎ প্রবক্ষ্যামি স্ফুটীকরণমাদরাৎ॥
(খ) স্ফুটং দৃক্তুল্যতাং গচ্ছেদয়নে বিষুবদ্বয়ে।
(গ) ৮ স্বশঙ্কুমূর্দ্ধগৌ ব্যোম্নি গ্রহৌ দৃক্তুল্যতামিতৌ॥

সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

(২) যস্মিন্ পক্ষে যত্র কালে যেন দিগ্‌গণিতৈক্যকম্।
দৃশ্যতে, তেন পক্ষেণ কুর্য্যাৎ তিথ্যাদিনির্ণয়ম্॥
বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত।

(৩) সংসাধ্য স্পষ্টতরং বীজং নলিকাদিযন্ত্রেভ্যঃ।
তৎসংস্কৃতগ্রহেভ্যঃ কর্ত্তব্যৌ নির্ণয়াদেশৌ॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় ব্রহ্মসিদ্ধান্ত।

(৪) উক্তাভাবে বিকৃতিঃ প্রত্যক্ষপরীক্ষণৈর্ব্যক্তিঃ।
বরাহসংহিতা।

(৫) (ক) স্যাৎ প্রোচ্যতে তেন নভশ্চরাণাম্।
স্ফুটক্রিয়া দৃগ্‌গণিতৈক্যকৃদ্ যা॥

(খ) গোলযন্ত্রং সম্যগ্ ধ্রুবাভিমুখযষ্টিকং জলসমক্ষিতিজঞ্চ যথা ভবতি, তথা স্থিরং কৃত্বা রাত্রৌ গোলমধ্যচিহ্নগতয়া দৃষ্ট্যা রেবতীতারাং বিলোক্য, ক্রান্তিবৃত্তে যো মীনান্তস্তং রেবতীতারায়াং নিবেশ্য মধ্যগতয়ৈব দৃষ্ট্যা চন্দ্রং বিলোক্য তদ্বেধবলয়ং চন্দ্রোপরি নিবেশ্যম্। এবং কৃতে সতি বেধবৃত্তস্য ক্রান্তিবৃত্তস্য চ যঃ সম্পাতঃ, তস্য মীনান্তস্যচ যাবদন্তরং, তস্মিন্ কালে তাবান্ স্ফুটচন্দ্রো বেদিতব্যঃ। ক্রান্তিবৃত্তস্য চন্দ্রবিম্বমধ্যস্য চ বেধবৃত্তে যাবদন্তরং তাবাংস্তস্য বিক্ষেপঃ। সিদ্ধান্তশিরোমণি*।

(৬) ব্রহ্মোক্তং গ্রহগণিতং মহতা কালেন যৎখিলীভূতম্।
অভিধীয়তে স্ফুটং তজ্ জিষ্ণুসুতব্রহ্মগুপ্তেন॥
ব্রহ্মগুপ্ত-সিদ্ধান্ত।

(৭) কেন্দ্রার্দ্ধযষ্টিবেধাদর্কেন্দ্বোরন্তরাংশকার্কাংশঃ।
স্ফুটনষ্টতিথির্জ্ঞেয়া তস্মাৎ কার্য্যা তথা চান্যা॥ ১২।

---

*হেমাদ্রি, মাধবাচার্য্য ও রঘুনন্দন প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র নিবন্ধকারগণ জ্যোতিষবিষয়ে সিদ্ধান্ত শিরোমণিকেই প্রমাণরূপে গণ্য করিয়া গিয়াছেন। আবশ্যক হইলে সিদ্ধান্ত শিরোমণির বচন উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। উত্তরদাতা মহাশয় যেন এ বিষয়টি একবার ভাবেন।

দত্ত্বাংশকেষু তেম্বেব ভাস্করং ছেদ্যকেন বিজ্ঞাতম্।
স ভবতি হি তস্মিন্ কালে নিশাকরশ্ছেদ্যকেনৈব ॥ ১৩॥
১৪ অধ্যায়। বরাহমিহিরকৃত পঞ্চসিদ্ধান্তিকা।

পঞ্চসিদ্ধান্তিকার অনেক টীকা আছে। তন্মধ্যে দৃষ্টিবিসংবাদী মহাশয়দের সন্তোষার্থ শ্রীযুক্ত সুধাকর দ্বীবেদী মহাশয়ের কৃত টীকা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

১২—১৩ ইদানীং বেধেন তিথ্যাদিজ্ঞানমাহ। 'কেন্দ্রার্দ্ধযষ্টি' ইত্যাদি। কেন্দ্রে স্থাপিতযোরর্দ্ধযষ্ট্যোস্ত্রিজ্যাসময়ষ্ট্যোর্বেধাদ্রবিচন্দ্রয়োরন্তরাংশা য আয়ান্তি, তদর্কাংশস্তদ্দ্বাদশাংশঃ স্ফুটা যা নষ্টাহজ্ঞাতা তিথিঃ সা জ্ঞেয়া। যথা কেন্দ্রস্থত্রিজ্যাসময়ষ্ট্যোঃ কে র—কে চ সংজ্ঞযোর্বেধাৎ র চ—রবিচন্দ্রয়োরন্তরাংশাঃ র চ—চাপাংশা জ্ঞাতাস্তস্তিথ্যানয়নোক্তবর্দেষাং দ্বাদশাংশস্তিথিঃ স্যাৎ। এবমস্মাদন্তরাৎ পুনর্দ্বিতীয়দিনে চান্দ্রা তিথির্জ্ঞেয়া। এবমেষু রবিচন্দ্রান্তরাংশেষু ছেদ্যকেন যন্ত্রেণ পূর্ব্বমপমবেধেন বিজ্ঞাতং ভাস্করং রবিং দত্ত্বা সংযোজ্য ছেদ্যকেনৈব যন্ত্রেণৈব তস্মিন্ কালে নিশাকরশ্চন্দ্রো ভবতীতি। অত্র চোপপত্তিরতিসুগমা। যতো রবিচন্দ্রয়োরন্তরাংশা যদি রবৌ ক্ষিপ্যন্তে তদা চন্দ্রো ভবতি, যদি শশিনঃ শোধ্যন্তে তদা রবিরিতি।
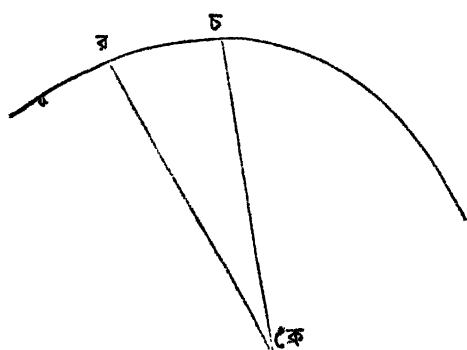
(৮) সংসাধ্য স্পষ্টতরং বীজং নলিকাদিযন্ত্রেভ্যঃ।
তৎসংস্কৃতাস্ত সর্ব্বে পক্ষাঃ সাম্যং ভজন্তোব ॥
জ্যোতির্ম্মহানিবন্ধধৃত সৌর ভাষ্য।

(৯) তস্মাদ্ গণিতদৃক্তুল্যাৎ স্বতন্ত্রাৎ সাধয়েৎ গ্রহান্।
জাতকসার।

(১০) তদ্ অন্তরং বীজসংজ্ঞং ব্রহ্মগুপ্তমকরন্দমিশ্রাদিভিঃ।
নলিকাবেধেন স্বসত্তাকালে লক্ষয়িত্বা মুনিশাস্ত্রজেষু গ্রহেষু
সংস্কৃতং তদ্ যুক্তমেব। হোরারত্ন।

(১১) পৈতামহাদয়ঃ পুণ্যাঃ ক্রিয়াকালবিনির্ণয়ে।
সদযন্ত্রৈর্জনুষঃ কালে দৃক্‌তুল্যগণিতাৎ খগাঃ ॥
কিং তেনাপি সুবর্ণেন কর্ণঘাতং করোতি যঃ।
তথা কিং তেন শাস্ত্রেণ যন্ন প্রত্যক্ষতঃ স্ফুটম্।
জ্যোতির্বিবরণ।

(১২) ইমে যান্তি দৃক্‌তুল্যতাম্।
সিদ্ধৈস্তৈরিহ পর্ব্বধর্ম্মনয়সংকার্য্যাদিকস্থাদিশেৎ।
গ্রহলাঘব।

(১৩) (ক) এবং বহ্বন্তরে ভবিষ্যদ্‌ভির্গণকৈর্নক্ষত্রগ্রহযোরুদযাস্তাদিভির্বর্ত্তমানঘটনামবলোক্য ন্যূনাধিকভগণাদ্যৈগ্রহগণিতান্যপি কার্য্যাণি।
(খ) এষা তিথির্যতো দৃক্‌সমা গ্রহাদিপ্রত্যক্ষানুকূলা অতো মঙ্গলানি বিবাহাদীনি ধর্ম্মা একদশ্যাদিব্রতাদয়স্তেষাং নির্ণয়বিধৌ গ্রাহ্যা। এতৎতিথ্যনুসারেণ ধর্ম্মশাস্ত্রাদিবিচারো বুধৈঃ কার্য্যঃ। বৃহত্তিথিচিন্তামণিটীকা।

(১৪) যান্তি যৎসাধিতাঃ খেটা যেন দৃগ্‌গণিতৈক্যতাম্।
তেন পক্ষেণ তে কার্য্যা স্পষ্টাস্তৎসময়োদ্ভবাঃ ॥
দামোদরপদ্ধতি।

(১৫) জাতকাদিষু সর্ব্বত্র গ্রহৈর্জ্ঞানং প্রজায়তে।
তস্মাদ্ গণিতদৃক্‌তুল্যাৎ স্বতন্ত্রাৎ সাধয়েদ্‌গ্রহান্ ॥
বিবাহে বিগ্রহে যাত্রা-প্রশ্নকাল-ব্রতাদিষু।
জ্যোতিঃশাস্ত্রাৎ ফলং সর্ব্বং প্রস্ফুট-দ্যুচরাশ্রয়ম্ ॥
জাতকসার।

(১৬) স্বকালে যৎসংস্কারেণ গণিতাগতঃ গ্রহঃ আকাশে প্রমাণীভূতো ভবতি, তৎ বীজম্। মরীচি।

(১৭) যুগমধ্যেঽপি অবান্তরকালে গ্রহচারেষু অন্তরদর্শনে তত্তৎ-

কালে তদন্তরং প্রসাধ্য গ্রন্থাংস্তৎকালবর্ত্তমানাভিযুক্তাঃ কুর্ব্বন্তি, তদিদমন্তরং পূর্ব্বগ্রন্থে বীজমিত্যামনন্তি। গূঢ়ার্থ প্রকাশ।

(১৮) জ্ঞাত্বৈবং চন্দ্রসূর্য্যাভ্যাং তিথিং স্ফুটতরাম্ ব্রতী।
একাদশীং তৃতীয়াঞ্চ ষষ্ঠীঞ্চোপবসেৎ সদা॥
সৌরপুরাণ।

(১৯) গণেশ দৈবজ্ঞ বলিয়াছেন, যে, আর্য্যভট গণনায় কিছু অন্তর দেখিয়া সংস্কারবিশেষদ্বারা গণনাকে প্রস্ফুট করিয়াছেন। তৎপরে আর্য্যভটের গণিতে পুনরায় অন্তর হওয়ায় দুর্গসিংহ ও মিহির প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদ্গণ গণনায় সংস্কার দিয়া স্ফুট করিয়াছেন। কালবশতঃ তাহাও শিথিল হইলে ব্রহ্মগুপ্ত বেধ (গ্রহদৃষ্টি) করিয়া আবশ্যকমত সংস্কার দিয়াছেন। তাহার পর আবার কিছুদিন বাদে আবশ্যক হওয়ায় কেশব দৈবজ্ঞ গণিতকে সংস্কার দিয়া স্ফুট করিয়াছেন। তৎপরে ৬০ বৎসর বাদে পুনরায় সংস্কার দেওয়ার আবশ্যক হওয়ায় গণেশ দৈবজ্ঞ দৃগ্‌গণিতে ঐক্য করিয়া স্পষ্ট করিলেন। গণেশ দৈবজ্ঞের বচন এই,—

"তজ্জ্ঞাত্বার্য্যভটঃ খিলং বহুতিথে কালেঽকরোৎ প্রস্ফুটং॥
তৎ ভ্রষ্টং কিল দুর্গসিংহ-মিহিরাদ্যৈস্তন্নিবদ্ধং স্ফুটম।
তচ্চাভূৎ শিথিলঞ্চ জিষ্ণুতনয়েনাকারি বেধাৎ স্ফুটম্॥
শ্রীকেশবঃ স্ফুটতরং কৃতবান্ হি সৌরার্য্যাসন্নমেতদপি ষষ্টিমিতে গতেঽব্দে।
দৃষ্ট্বা শ্লথং কিমপি তত্তনয়ো গণেশঃ স্পষ্টং যথা স্বকৃতদৃগ্‌গণিতৈক্যমত্র॥
বৃহত্তিথি চিন্তামণি।

গণেশদৈবজ্ঞের উপরি উক্ত উক্তিদ্বারা দুইটি কথা বিশদরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে,—প্রথম, গণিতের সংস্কার দেওয়া প্রথা ও দৃগ্‌গণিতের ঐক্য করা প্রথা বহু কাল হইতেই প্রচলিত আছে; এবং ঐ ঐ প্রথা বিভিন্ন সময়ে প্রামাণিক জ্যোতির্ব্বিদ্গণ কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইয়া আসিয়াছে।

দ্বিতীয়,—৬০।৬২ বৎসরের মধ্যেই গ্রহদের অবস্থার অন্তর হইতে পারে।

(২০) এবমগ্রেঽপি যো দেশাধিপতির্ভবিষ্যতি, তেনাপ্যেবমেব দেশে যন্ত্রাণি কারয়িত্বা বেধেন নিশ্চয়ঃ কার্য্যঃ। তদা যো গ্রহো নক্ষত্রঞ্চ যাদৃশং

বেধেনায়াব্যত্তি, স এব প্রমাণং। কালভেদেন চাকাশগোলস্থ গতাবনেক-রূপতয়া অন্তরং পততি, তস্ত নিশ্চয়ঃ কার্য্যঃ। সম্রাট্-সিদ্ধান্ত।

১৭০০ শতাব্দীতে জয়পুরের মহারাজ জয়সিংহ বাহাদুর দৃক্‌সিদ্ধি করিয়া 'সাম্রাট্-সিদ্ধান্ত' গ্রন্থ প্রস্তুত ও পঞ্জিকা গণনোপযোগী 'জয়বিনোদ' নামক একখানি সারণী প্রস্তুত করান এবং গ্রহদর্শনোপযোগী মানযন্ত্র অনেক নির্ম্মাণ করান। জয়পুরে 'জয়বিনোদ' সারণী অনুসারে অনেকে এক্ষণেও পঞ্জিকা প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

তাহাতেই বলি, পঞ্জিকা গণনায় সংস্কার দেওয়ার প্রস্তাব নূতন নহে। সময়ে সময়ে স্বাধীন রাজারাও পঞ্জিকার সংস্কার দিয়া গিয়াছেন।

(২১) ১৯২৯ সংবতে কাশ্মীরাধিপতি মহারাজ রণবীরসিংহ বাহাদুর 'জ্যোতির্ম্মহানিবন্ধ' নামক একখানি জ্যোতিষগ্রন্থ প্রস্তুত করান ; তাহাতেও বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত প্রভৃতি হইতে প্রমাণ তুলিয়া দৃগ্‌গণিতৈক্য বাদ সমর্থন করা হইয়াছে (৪৩ পৃষ্ঠা দেখুন)।

প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলিতে হইতেছে, যে, যখন ৬০।৬২ বৎসরেই গ্রহদের অবস্থার অন্তর হয় জানা যাইতেছে ; তখন ন্যূনাধিক ২০০ শত বৎসরের অধিককাল পূর্ব্ব প্রস্তুত দিনচন্দ্রিকার সময় যে গ্রহ যে অবস্থায় ছিল, এক্ষণেও সেই গ্রহ সেই অবস্থাতেই আছে, একথা তত্ত্বানুসন্ধান ব্যতিরেকে সর্ব্বজ্ঞ ভিন্ন কে বলিতে পারে ? তাই অনুরোধ করি একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া উপযুক্ত উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক দেখুন, অন্তর হইয়াছে কি না।

৬। উত্তরদাতা মহাশয় স্বীকার করেন, যে, গ্রহণে দৃগ্‌গণিতৈক্যের আবশ্যকতা আছে, এবং গ্রহণে গ্রহদের গতি যন্ত্রাদি সহকারে চক্ষুদ্বারা নির্ণীত হইতে পারে। যদি তাহাই হইল, তবে গ্রহদের গমনাগমন ('জ্যোতিষাং গতাগতম্') মাংসচক্ষু দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে না,—এ সিদ্ধান্ত আর কোথায় রহিল ?

৭। গ্রহগণকে প্রত্যক্ষ দেখিলে, বোধ হয়, আর কাহার কোন কথাই থাকিবে না, অতএব অনুরোধ করি, উত্তরদাতা ও তন্মতাবলম্বী মহাশয়রা একবার একটু পরিশ্রম করিয়া আলিপুরের অব্‌জারভেটরী অফিসে গিয়া দেখিয়া আসুন।

৮। দৃগ্‌গণিতৈক্য ও তদনুসারে বীজসংস্কার বিষয়ে ছোট খাট ২২।২৩টী স্পষ্ট প্রমাণ প্রদর্শিত হইল। তিথি নক্ষত্রাদির গণনাতে দৃগ্‌গণিতের ঐক্য করিবে না, তিথি পারিভাষিক এ বিষয়ে একটীও স্পষ্ট প্রমাণ উত্তরদাতা বা তাঁহার পক্ষপাতী অন্য কোন মহাত্মা উদ্ধৃত করিতে পারেন না, অথচ অস্পষ্ট বায়ুপুরাণের একটী বচন লইয়া বশিষ্ঠাদি ঋষির স্পষ্ট বচন সকলের অর্থান্তর কল্পনা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না ইহা, কি কম পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

এক সময় একজন বিদ্যার্থী উত্তরদাতা মহাশয়ের কল্পনা শুনিয়া দায়-ভাগের নিম্ন লিখিত সন্দর্ভ দুইটি পাঠ করিলেন।

(ক) "বচনন্যায়ানভিজ্ঞঃ সর্ব্বপ্রৈজ্ঞেরবজ্ঞেয় এব কিঞ্চিদ্‌জ্ঞঃ।"

(খ) "পরমপ্রেক্ষাবন্মনুগোতমদক্ষাদিপ্রযুক্তপদানাং, প্রতিক্ষণমবিক্ষামা-চক্ষাণঃ স্বস্যৈবাবিবক্ষিততাং খ্যাপয়তি।"

(৯) উত্তরদাতা মহাশয় সাধারণের অনালোচিতপূর্ব্ব বায়ুপুরাণের বচন তিন্‌টী তুলিয়া নিজের কোন সময়ে কোন কারণে বায়ুপুরাণের আলোচনা ছিল জানাইয়াছেন্। দ্বিতীয় বচনটী ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আবার নিজের অনুমান খণ্ডে অসাধারণ বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন্। আমরা সমালোচনা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, নিতান্ত চুপ করিয়া গেলে চলিবে কেন, তাই ভয়ে ভয়ে দুই একটী কথা বলি। পাঠকমহাশয়দের সুবিধার জন্য উত্তরদাতা মহাশয়ের এক একটী কথা ধরিয়া, তাহাতে যাহা বলিবার আছে বলিতেছি।

(ক) "দ্বিতীয় বচনে যে উপপত্তি শব্দ আছে, তাহার আগমাদির সহিত অন্বয়"। ইহাতে একটী গল্প মনে পড়িল, "কোন সময়ে কোন এক জন ছাত্র তাঁহার একটী সহাধ্যায়ীকে সম্বোধন করিয়া বলেন্, 'ভাই আমাদের ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের মাঠাকুরুণ বিশেষ সম্মান করেন।' ছি ভাই, ও কি! ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের সহধর্ম্মিণীকে তাঁহার মাঠাকুরণ বলিতে আছে! সহা-ধ্যায়ী এই বলিয়া প্রতিবাদ করিলে, ছাত্রটী উত্তর দেন্, 'আরে মূর্খ, মা ঠাকুরুণের অন্বয় আমাদের সহিত, আর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অন্বয় সম্মানের সহিত। তাহাতে অর্থ হইল যে আমাদের মাঠাকুরুণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্মান করেন। এই মোটা কথাটী বুঝ না আর ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আসিয়াছ।

বচনে "আগমাদনুমানাচ্চ প্রত্যক্ষাদুপপত্তিতঃ" পাঠ আছে ; কিন্তু অন্বয় করা হইল, 'আগমাৎ' 'অনুমানাৎ' 'উপপত্তিতঃ'। 'আগমাৎ' ও 'অনুমানাৎ' এই দুইটী পদ, লম্ফ দিয়া 'প্রত্যক্ষাৎ' শব্দকে ডিঙ্গিয়া 'উপপত্তিতঃ' শব্দে অন্বিত হইল—একথাটী নৈয়ায়িকের বলা ভাল দেখায় না ; আগম ও অনুমান কি প্রত্যক্ষকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে ?

(খ) "গ্রহাদির সূক্ষ্মগতি বিষয়ে আগম ও অনুমান এই উভয় জন্য যে উপপত্তি তাহাই প্রমাণ"। বচনে 'পরীক্ষ্য' বলা আছে, অতএব পরীক্ষার উপায় এস্থলে বলা হইতেছে; সূক্ষ্মগতি কি স্থূলগতির নাম গন্ধও নাই, এবং সে বিষয়ে কি প্রমাণ আর কি অপ্রমাণ তাহারও কোন কথাই নাই ; এ সকল ন্যায়বাগীশ * মহাশয়ের উদ্ভাবনী শক্তির ফল; সুতরাং প্রশংসা করিতে হয়। ন্যায়বাগীশ মহাশয় 'উপপত্তি' শব্দের অর্থ কি, কিছুই বলেন নাই জ্যোতিঃশাস্ত্রে উপপত্তি শব্দের অর্থ যাহা হইয়া থাকে, তাহা আমি পূর্ব্বে (৩৩ পৃষ্ঠার টীকাতে) লিখিয়াছি ; সে অর্থ এরূপ ব্যাখ্যায় সংলগ্ন হয় না। ন্যায়বাগীশ মহাশয় উপপত্তি শব্দের যাহাই অর্থ করুন, তাহা প্রমাণ হইতে পারে না। আমরা জানি, আগম ও অনুমানই প্রমাণ,—ন্যায়শাস্ত্রে বলা আছে। "আগমও অনুমান এই উভয় জন্য যে উপপত্তি তাহাই প্রমাণ",—ইহা কোন্ ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, তাহা আমরা জানি না।

(গ) "আগমদ্বারা গণিতরূপ নিয়ম স্থিরীকৃত হয় যাহাকে ন্যায় দর্শনে ব্যাপ্তি বলে, সেই ব্যাপ্তি দ্বারা অনুমান হয়"। আমরা যত দূর জানি, তাহাতে বলিতে পারি, গণিতকে বা গণিতের স্থিরীকরণকে ন্যায়দর্শনে 'ব্যাপ্তি' বলে না। তবে যদি ন্যায়বাগীশ মহাশয় নূতন ন্যায়দর্শন পাইয়া থাকেন, ত বলিতে পারি না। এস্থানে গণিতকে ব্যাপ্তি বলা হইল, আবার পরক্ষণেই বলা হইয়াছে "গণিত শাস্ত্র দ্বারা ব্যাপ্তি স্থিরীকৃত হয়, ব্যাপ্তিদ্বারা অনুমান হয়, গণিত বিভাগটী অনুমান"। ন্যায়বাগীশ মহাশয় ত গণিতকে, একস্থানে ব্যাপ্তি বলিলেন, অপর স্থানে ব্যাপ্তিগ্রহের উপায়

---

* উত্তরদাতা মহাশয় এস্থলে তর্ক বিদ্যার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে তদ্রূপ পদে উল্লেখ করা উচিত তাই ন্যায়বাগীশ বলা হইল।

বলিলেন, অন্য স্থানে আবার অনুমান বলিলেন। আমরা এখন কি স্থির করি, ভাবিয়াই অস্থির। "ব্যাপ্তিদ্বারা অনুমান হয়" আমাদের জানা নাই, আমরা জানি, অনুমানের দ্বার 'পরামর্শ', ব্যাপ্তি নহে।

(ঘ) "অনুমানের রীতি এইরূপ, (অমুকগ্রহঃ অস্মিন্ সময়ে অমুক-রাশেঃ অমুকে অংশে গতিমান্, আগমোক্তরীত্যা গণিতেন তথৈবোপলভ্য-মানত্বাৎ)" গণিত হইতে অনুমান হয়,—আমরা জানি, কিন্তু অনুমানের এরূপ রীতি আমরা ত জানিই না, আমাদের কথা দূরে থাকুক, সূর্য্যদেব ও গোতম জানিতেন কি না সন্দেহ। যাহা হউক অনুমানের ছটা দেখিয়া আমরা ছাড়িব না, উহার ভিতরে কিছু আছে না আছে, পাঠক মহাশয়দের দেখাইব। তাই প্রথমতঃ পক্ষ সাধ্য ও হেতুর অনুবাদ করা যাইতেছে।

পক্ষ 'অমুকগ্রহ' (মনে কর বুধগ্রহ); সাধ্য এই সময়ে অমুক রাশির (মনে কর মেষ রাশির) অমুক অংশে (মনে কর প্রথম অংশে) গমন করিতেছেন। হেতু, "শাস্ত্রোক্ত রীতি অনুসারে গণনা করিলে সেই রূপই জানা যায় বা পাওয়া যায়"। পাঠকমহাশয়রা, বিরক্ত হইবেন না, উত্তর-দাতা মহাশয়, তর্ক শাস্ত্র অনুসারে বিচার অবতারণ করিয়াছেন, অগত্যা আমাকেও তর্ক শাস্ত্র অনুসারী দুই চারিটা শুষ্ক তর্ক করিতে হইতেছে; নচেৎ উত্তরদাতা মহাশয়ের মনস্তুষ্টি হইবে না।

তর্ক শাস্ত্রের রীতি এই, প্রথমতঃ, পক্ষ সাধ্য ও হেতুকে জানা, তাহার পর অনেক স্থানে সাধ্য ও হেতুর সহচার (একত্র থাকা) জানা। তাহার পর, (যদি সাধ্য ব্যতিরেকে কোন স্থানেই হেতুর থাকা না জানা থাকে, তাহা হইলে)'হেতু, সাধ্য ব্যতিরেকে কখনই কোন স্থানে থাকেনা'—এইরূপ ব্যাপ্তি নির্ণয় করা। তৎপরে, 'সেই হেতু পক্ষে আছে'—এইরূপ পরামর্শ করা। তাহার পর অনুমান করা।

উত্তরদাতা মহাশয়ের অনুমানে তাহার অধিকাংশেরই অপ্রতুল, 'অমুক সময়ে অমুক রাশির অমুক অংশে গতি' রূপ সাধ্যের জ্ঞান, অনুমানের পূর্ব্বে কোন্ প্রমাণ হইতে হইল? গ্রহদের সূক্ষ্মগতি উত্তরদাতা মহাশয়ের মতে প্রত্যক্ষ হয় না। শাস্ত্রেও এমন কোথায়ই লেখা নাই, অমুক সময় অমুক গ্রহ অমুক রাশির অমুক অংশে থাকিবে। সুতরাং প্রত্যক্ষ কি শব্দ প্রমাণ সাধ্য

জ্ঞানের কারণ বলা যায় না। অনুমান স্থলে সাধ্যের অনুমানকে ত সাধ্যের জ্ঞানে কারণ বলাই যায় না। আর এক কথা, যদি শাস্ত্রে এরূপ লেখা আছে স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ত অনুমানই অনাবশ্যক হয়; কেবল অনাবশ্যকই বা কেন, অনুমানই হইতে পারে না। সিদ্ধবিষয়ে বিবাদস্থলে অনুমান চলে না,—ইহাই তর্ক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। সুতরাং বলিতে হইল এরূপ সাধ্যের জ্ঞানের উপায় নাই।

হেতুটী ত আরও চমৎকার; "আগমোক্ত রীতি অনুসারে গণনা করিলে সেইরূপই জানা যায়" এই হেতুবাক্যের অন্তরে যে জ্ঞানটী (জানাটী) আছে, উটী কিরূপ জ্ঞান, প্রত্যক্ষ, অনুমান, না শাব্দবোধ? ইহার কোনটীই যে (উত্তরদাতা মহাশয়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে) হইতে পারে না; তাহা সাধ্য পরীক্ষায় এইমাত্র দেখাইয়া দিয়াছি, আর পুনরুক্তি করা অনাবশ্যক। যখন সাধ্য ও হেতুরই জ্ঞানের অভাব হইতেছে, তখন সহচার জ্ঞান ত সুদূরপরাহত। সুতরাং তন্মূলক ব্যাপ্তিজ্ঞান, পরামর্শ এবং অনুমান এ সকলই অসম্ভব।

(ঙ) "গণিত বিভাগটী অনুমান" প্রতিজ্ঞা করা হইল; কিন্তু উদাহরণ দ্বারা ঐ প্রতিজ্ঞা সমর্থন করিতে গিয়া উপসংহার করা হইল "এই গণিতদ্বারা যে নির্ণয় হইবে সে অনুমানের অন্তর্গত ভিন্ন আর কি হইবে"। প্রতিজ্ঞাতে গণিত বিভাগকে অনুমান বলা হইল, কিন্তু উদাহরণ দিয়া প্রতিপন্ন করা হইল 'গণিত দ্বারা যে নির্ণয় হইবে সে অনুমান'। এরূপ পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ কথা কি তার্কিকের মুখে শোভা পায়। যাঁহারা গৌতমসূত্রের নিগ্রহস্থান প্রকরণটী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, যে তর্ক করিতে গেলে কত সাবধান হইতে হয়। দুঃখের বিষয় আজ কাল পণ্ডিত মহাশয়রা গৌতমের উপদেশে অবহেলা করেন, বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া যা খুসি বকেন। ইহার ফল এই হইয়াছে, যে, সাধারণের মনে ধারণা জন্মিয়াছে, আমাদের শাস্ত্রে বিচারের প্রণালী কিছুই নাই।

(চ) "এই জন্যই বেদব্যাস অনুমান শব্দের উত্তর চকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি আগম অনুমান ও প্রত্যক্ষ এই ত্রিতয় জন্য উপপত্তি গ্রহদিগের সূক্ষ্মগতি নির্ণয় বিষয়ে প্রমাণ হইত, তাহা হইলে (আগমাৎ অনুমানাৎ প্রত্যক্ষাচ্চ) এইরূপ নির্দ্দেশ করিতেন (!)"।

'আগম অনুমান ও প্রত্যক্ষ এই ত্রিতয় জন্য উপপত্তি গ্রহদের সূক্ষ্ম গতি নির্ণয় বিষয়ে প্রমাণ' হয়,—একথা কেহই বলে না, সুতরাং উহা খণ্ডন করিতে গিয়া ন্যায়বাগীশ মহাশয় সিদ্ধসাধন দোষে লিপ্ত হইয়াছেন। যে বিষয় সর্ব্বসম্মত, সেই বিষয়ের সিদ্ধি করিতে চেষ্টা করার নাম সিদ্ধসাধন।

এস্থানে "যদি আগম অনুমান ও প্রত্যক্ষ এই ত্রিতয় জন্য উপপত্তি"—এই সন্দর্ভ দ্বারা 'প্রত্যক্ষাৎ' এই পদটীর সহিত উপপত্তির অন্বয় নাই স্থির করা হইল; এবং পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে "যে উপপত্তি শব্দ আছে তাহার আগমাদির সহিত অন্বয়, গ্রহাদির সূক্ষ্মগতি নির্ণয় বিষয়ে আগম ও অনুমান এই উভয় জন্য যে উপপত্তি তাহাই প্রমাণ''। কিন্তু উপসংহারে বলা হইয়াছে "যে স্থলে অর্থাৎ গ্রহণাদিস্থলে প্রত্যক্ষের সম্ভাবনা, সে স্থলে প্রত্যক্ষাধীন উপপত্তিই প্রমাণ।" ইহাতেই ত বলা হইল 'প্রত্যক্ষাৎ' এই পদের সহিতও 'উপপত্তিতঃ' পদের অন্বয় আছে। যদি তাহাই হইল, তবে, আগম, অনুমান ও প্রত্যক্ষ—এই তিনের অধীন যে উপপত্তি, এইরূপ সোজাসুজী অর্থ করিতে দোষ কি ছিল, যে এত বাগাড়ম্বর করা হইল। বচনের এইরূপ অর্থ করিয়া বলিলেই ত হইত, যে এই তিনের মধ্যে কোন কোন স্থলে আগম ও অনুমান এই উভয়াধীন উপপত্তি প্রমাণ হয়, আর কোন কোন স্থলে কেবল প্রত্যক্ষাধীন উপপত্তিই প্রমাণ হয়। 'প্রত্যক্ষাৎ' পদের পর চকার না দিয়া 'অনুমানাৎ' পদের পর চকার দেওয়ার যে মহিমা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বুঝা আমাদের স্বল্প বুদ্ধিতে ঘটে না।

বায়ুপুরাণের কয়েকটি বচনের উপর নির্ভর করিয়া উত্তরদাতা মহাশয় আরও অনেক কল্পনা করিয়াছেন; সে সকল কল্পনা তুলিয়া সমালোচনা করিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। উত্তরদাতা মহাশয়কেই জিজ্ঞাসা করি,—বায়ুপুরাণের তিনটি বচন অবলম্বন করিয়া যে সকল সিদ্ধান্ত কল্পনা করিয়াছেন, ঐ বচনের দ্বারা ঐ সিদ্ধান্তগুলি প্রকৃতরূপে হইতে পারে কিনা এ বিষয়ে তাঁহার কি বিশ্বাস? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে লজ্জা হয়, নাই বা দিলেন। কিন্তু অনুরোধ করি, ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি করিয়া, জিগীষা ও বিতণ্ডাবাদ পরিত্যাগ করিয়া, বিশুদ্ধচিত্তে একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, যে, তাঁহার তুল্য বুদ্ধিমান্, সূক্ষ্মদর্শী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, ধার্ম্মিক ও সাধারণের বিশ্বাসভাজন

লোকের এরূপ কার্য্য করা কতদূর ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত হইয়াছে, সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্মকার্য্যের মূলীভূত কাল নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে বদ্ধ করিবার জন্য এরূপ বাগ্‌জাল বিস্তার করা কি ভাল হইয়াছে? আমরা যেন বদ্ধ হইলাম ও নি-জবাব হইলাম, কিন্তু তিনি কি জবাব দিয়া কিরূপে ঈশ্বরের নিকট মুক্ত হইবেন? আবার বলি, যেন একবার ভাবিয়া দেখেন*।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বাবুর তৃতীয় প্রশ্নের সংক্ষেপ এই। "প্রচলিত পঞ্জিকা-কারগণ বলেন তিথির হ্রাস বৃদ্ধির নিয়ম চরম বৃদ্ধি ৫ দণ্ড চরম ক্ষয় ৬ দণ্ড অভিনব পঞ্জিকাকারগণ * * * বলেন চরম বৃদ্ধি ৭ দণ্ড ও চরম ক্ষয় ১০ দণ্ড এইরূপ বাক্যের মধ্যে কোন একটী বাক্যের উল্লেখ স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে আছে কিনা?"

এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর,—স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে এইরূপ বাক্যের মধ্যে কোন একটী বাক্যের উল্লেখ থাকিলে, 'হাঁ' বলিয়া সেই গ্রন্থের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক সন্দর্ভ উদ্ধৃত করা, আর না থাকিলে, 'না' মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া। কিন্তু উত্তর-দাতা মহাশয় সে প্রকৃতির লোক নন, তিনি ছাড়িবেন কেন, উত্তর দিবার সুবিধা পাইয়া, 'কোন্ নিয়মের প্রামাণ্য আছে কোন্ নিয়মের প্রামাণ্য নাই; কোন্ পঞ্জিকা ধর্ম্মকার্য্যে আদরণীয়, কোন্ পঞ্জিকা নয়; কোন্ পঞ্জিকা অনুসারে কার্য্য করিলে কার্য্য সিদ্ধ হয় না' ইত্যাদি নানা বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার বুঝা উচিত ছিল,—শাস্ত্রে এরূপ অসঙ্গত-বাদীর নিগ্রহ বিধান আছে।

উত্তরটী সংস্কৃতে লিখিত, তাহার অবিকল অনুবাদ এই '৫ দণ্ড বৃদ্ধি আর ৬ দণ্ড ক্ষয় তিথির হ্রাস বৃদ্ধির এই নিয়ম অনুসারে মাধবাচার্য্য, নির্ণয়-সিন্ধুকার কমলাকর, ও হেমাদ্রি প্রভৃতি ঋষি-বচনের মীমাংসা করিয়া গিয়া-ছেন। অতএব তিথির হ্রাস বৃদ্ধি বিষয়ে তাদৃশ নিয়ম প্রমাণ। ৭ দণ্ড বৃদ্ধি ১০ দণ্ড ক্ষয় এরূপ তিথির হ্রাস বৃদ্ধির নিয়ম কোন নিবন্ধকারই উল্লেখ করেন নাই, অতএব উহা সর্ব্বতোভাবে অপ্রমাণ, অতএব যাদৃশ পঞ্জিকায় ৫ দণ্ড

---

* দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরদাতা যিনিই হউন, তাহার উত্তর পাঠ করিয়া আমার মনে যেরূপ ভাব উদয় হইয়াছে, তাহার কিছুমাত্র গোপন না করিয়া যথাযথরূপে বর্ণন করিলাম। হইতে পারে আমারই বুঝিবার ভুল। যাহা হউক এ বিষয়ে আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকে ক্ষমা করিবেন,—উত্তরদাতা মহাশয়ের নিকট এই সানুনয় প্রার্থনা।

বৃদ্ধি ও ৬ দণ্ড ক্ষয় একরূপ তিথি হ্রাস বৃদ্ধি নিয়মের অন্যথা ভাব নাই, তাদৃশ পঞ্জিকারই আদর করা কর্ত্তব্য। আর যাদৃশ পঞ্জিকায় ধর্ম্মকার্য্যে ধার্ম্মিকদের তাদৃশ নিয়মের অন্যথাভাব আছে, তাদৃশ পঞ্জিকার ধর্ম্ম কার্য্যে কখনই আদর করা উচিত নয়। তাদৃশ পঞ্জিকা অনুসারে যে কার্য্য কলাপ নির্ব্বাহিত হয়, সে সব অসিদ্ধ হয়,—এবিষয়ে কোন পণ্ডিতেরই অণুমাত্র সন্দেহ নাই (! ! !) ইহা পণ্ডিতদের পরামর্শ'।

এই প্রশ্ন ও উত্তরের ভাষা যেরূপই হউক, প্রশ্নকর্ত্তা ও উত্তরদাতার অভিপ্রায় এই—

'দৃক্‌সিদ্ধি অনুসারে পঞ্জিকা গণনা করিলে সকল স্মৃতিনিবন্ধকারদের অঙ্গীকৃত 'বাণবৃদ্ধি ও রসক্ষয়' এই নিয়মের ব্যাঘাত হয়। অতএব দৃক্‌-সিদ্ধি অনুসারে গণনা নিবন্ধকারদের অনুমোদিত নহে,—ইহাই সিদ্ধান্ত স্থির হইয়েছে।'

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতিপন্ন হইবে,যে, এই সিদ্ধান্তটী অপ-সিদ্ধান্ত ও দৃগ্‌বিসংবাদীদের দৃষ্টিদোষমূলক। ইহা প্রতিপন্ন করিয়া দিবার পূর্ব্বে উত্তর দাতা মহাশয়কে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, 'এবিষয়ে কোন পণ্ডিতেরই অণুমাত্র সন্দেহ নাই' কিরূপে জানিলেন? অনুসন্ধানবলে, না যোগবলে? আমরা ত জানি অনেক পণ্ডিতেরই মহাসন্দেহ আছে। তবে যদি উত্তরদাতা মহাশয় তাঁহার মতাবলম্বী বই অন্যকে পণ্ডিত বলিতে না চায়, তাহা হইলে আমার কোন কথাই নাই।

এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যাউক। উত্তরদাতা মহাশয়ের সিদ্ধান্তকে অপসিদ্ধান্ত বলিবার কয়েকটী কারণ আছে।

১। 'বাণবৃদ্ধীরসক্ষয়ঃ' এই পরিভাষাটী কোন দেবতা বা ঋষি প্রণীত গ্রন্থে পাওয়া যায় না; সম্ভবতঃ কোন একজন নিবন্ধকার এই পরিভাষা করিয়াছেন। এই বাক্যে আবার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দৃক্‌সিদ্ধি বা গণিতে সংস্কার দেওয়ার নিষেধ নাই, তবে, দৃক্‌সিদ্ধি মত অবলম্বন করিয়া গণনা করিলে 'বাণ-বৃদ্ধীরসক্ষয়ঃ'—পরিভাষার অন্যথা হয়, অতএব 'বাণবৃদ্ধীরসক্ষয়ঃ' এই পরি-ভাষার দ্বারা দৃক্‌সিদ্ধ গণনার বাধা হইতেছে,-এই এক অনুমান হইতে পারে। কি দার্শনিক, কি স্মার্ত্ত, কি জ্যোতিষী, শাস্ত্রব্যবসায়ী মাত্রেই মীমাংসা-দর্শনের

পশ্চাৎ লিখিত নিয়মটী অবিবাদে অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন ও করেন ;—শ্রুতির (স্পষ্ট বিধানের) সহিত লিঙ্গের (অনুমানের) বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতিই প্রবল হয়, অর্থাৎ শ্রুতি অনুসারেই মীমাংসা করিতে হয়, অনুমানের সঙ্কোচ বা অর্থান্তর কল্পনা করিতে হয় *।

ইতি পূর্ব্বে (৩৫—৪০ পৃষ্ঠায়) দেখান হইয়াছে, যে, দেবতা ঋষি ও প্রমাণিক জ্যোতিঃশাস্ত্রসিদ্ধান্তপারদর্শী গ্রন্থকারগণ দৃক্‌সিদ্ধি করিতে, ও গণনায় সংস্কার দিতে স্পষ্ট বিধান দিয়াছেন, সেই স্পষ্টবিধিরূপ শ্রুতির বিপক্ষে, নিবন্ধকারবিশেষের 'বাণবৃদ্ধীরসক্ষয়ঃ' পরিভাষারূপ অনুমান কথনই দণ্ডায়মান হইতে পারে না।

২। প্রাচীনসময়ে গ্রহদের অবস্থা যেরূপ ছিল, এক্ষণে তাহার অন্যথা হইয়াছে। চন্দ্র ও সূর্য্যের যে অন্তর অবলম্বন করিয়া প্রাচীন সিদ্ধান্তকারেরা 'সারণী' প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে সে অন্তর আর নাই, তাহার অন্যথাভাব হইয়াছে। অতএব চন্দ্র সূর্য্যের বর্ত্তমান অন্তর অনুসারে সংস্কার দিয়া বর্ত্তমান সময়োপযোগী নূতন সারণী প্রস্তুত করিতে যাঁহারা উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদের বিপক্ষে 'বাণবৃদ্ধীরসক্ষয়ঃ' এই নিয়মের ভঙ্গ হইল—এ আপত্তিই উত্থাপিত হইতে পারে না ; দৃক্‌সিদ্ধিবাদীরা অম্লান-বদনে বলিবেন, 'বাণবৃদ্ধীরসক্ষয়ঃ'-এনিয়ম ভঙ্গ হওয়াই আমাদের অভীষ্ট, যখন গণনায় মূলনিয়মই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তখন তাহার ফলেরও যে অন্যথাভাব হইবে, তাহাতে আর কথা কি ? তাহা না হওয়াই দোষ। অতএব 'বাণবৃদ্ধীরসক্ষয়ঃ' নিয়মের ভঙ্গ হওয়া দৃক্‌সিদ্ধি অনুসারী গণনার অনুকূল বই প্রতিকূল নহে।

৩। পূর্ব্বেই এক প্রকার বলা হইয়াছে 'বাণবৃদ্ধীরসক্ষয়ঃ' এ পরিভাষা কোন দেববচন বা ঋষিবচন কিনা তাহার কোন প্রমাণ নাই, এবং প্রামাণিক জ্যোতিষসিদ্ধান্ত গ্রন্থেও পাওয়া যায় নাই ; বরং দুই একটী বিপক্ষেই প্রমাণ পাইয়াছি। জ্যোতির্বিদাভরণগ্রন্থে কালিদাস লিখিয়াছেন,

---

* শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ ।৩।১৪।
৩ পাদ ৩ অধ্যায় মীমাংসাদর্শন।

তিথির চরম বৃদ্ধি ৫ দণ্ড ৩০ পল হয়, ও চরম হ্রাস ৬ দণ্ড ১৫ পল হয়। তাঁহার গ্রন্থ এই,—

"বৃদ্ধিক্ষয়ৌ স্তঃ পরমৌ তিথৌ সদা ব্যর্দ্ধা রসাঃ সাঙ্ঘ্রিরসাশ্চ নাড়িকাঃ।"

"তিথৌ তিথিক্ষয়বিষয়ে সদা ব্যর্দ্ধা রসাঃ বিগতং অর্দ্ধং যেভ্যস্তে এব ব্যর্দ্ধাঃ, রসাঃ ষড়্ঘটিকাঃ,—সার্দ্ধপঞ্চ ঘটিকাঃ। 'চ' পুনঃ সাঙ্ঘ্রিরসাঃ চরণসহিত-ষড়্ঘটিকাঃ সপাদষড়্ঘটিকাঃ ক্রমেণ বৃদ্ধিক্ষয়ৌ পরমৌ উৎকৃষ্টৌ ভবতঃ।"

জ্যোতির্বিদাভরণ টীকা

শ্রীনিবাসযজ্বা, তিথিনির্ণয়কারিকা গ্রন্থে বলিয়াছেন, যে, তৎকালের বীজসংস্কার অনুসারে তিথির বাণ (৫ দণ্ড)বৃদ্ধি ও রস (৬ দণ্ড) ক্ষয় হয়।

সুতরাং তিথির 'বাণবৃদ্ধীরসক্ষয়ঃ'নিয়ম সার্ব্বকালিক সাধারণ নিয়ম নহে। অন্য কালের বীজ সংস্কারের ফল অনুসারে বৃদ্ধি ও ক্ষয় অন্যরূপই হইবে।

শ্রীনিবাসযজ্বার কারিকা এই,—

রবীন্দুমন্দসংসিদ্ধ-তত্তিথ্যাদিভোগতঃ।

স্যাতাং তৎকালবীজোত্থৌ বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়ৌ॥

চন্দ্রশেখর বাচস্পতি দুর্গভঞ্জনগ্রন্থে, তিথিনির্ণয় প্রস্তাবে তিথি সাধনের মূল নিয়ম হইতে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন—তিথিক্ষয় ৬ দণ্ডের ও অধিক হয়। চন্দ্রশেখর বাচস্পতি, যে হেতুবাদে তিথিক্ষয় ৬ দণ্ডেরও অধিক হইতে পারে বলিয়াছেন, সেই হেতুবাদেই তিথির বৃদ্ধিও ৫ দণ্ডের অধিক হইতে পারে প্রতিপন্ন হয়।

বাচস্পতি মহাশয় প্রথমতঃ সরলমতি সাম্প্রদায়িকদের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ মত এই,—রাশির ত্রিশ অংশের এক অংশের নাম ভাগ। সূর্য্য হইতে চন্দ্রের বার ভাগ অন্তর হইতে যত টুকু কাল লাগে, ঐ কালের নাম তিথি, ইহা সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বচন অনুসারে পাওয়া যায়, যদিও ইহাতে তিথির পরিমাণ ৫৪ দণ্ড বই হইতে পারে না। কারণ, এক রাশি ৯ পাদ নক্ষত্রে হয়। ৯ পাদ নক্ষত্রের ভোগ কাল ১৩৫ দণ্ড। ১৩৫ দণ্ডকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে এক এক ভাগ ৪ দণ্ড ৩০ পল হয়। ঐ ৪ দণ্ড ৩০ পলকে ১২ দিয়া গুণ করিলে ৫৪ দণ্ড বই হয় না। অতএব তিথির ৬০ দণ্ড পরিমাণ হওয়াই অসম্ভব।

এই আপত্তির উত্তর এই, অভিযুক্তরা স্মরণ করিয়া থাকেন যে 'বাণ বৃদ্ধি রস ক্ষয়' হয়। তদনুসারে এই বলা যায়, যে তিথি যে ১২ ভাগে হওয়ার কথা সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বচনে বলা আছে, উহা ন্যূনসংখ্যা ব্যবচ্ছেদের নিমিত্ত, অর্থাৎ তিথি ৫৪ দণ্ডের কম হয় না,- ইহা বলাই ঐ ঐ বচনের উদ্দেশ্য"।

এই মত চন্দ্রশেখর বাচস্পতি এইরূপে খণ্ডন করিয়াছেন,—"একথা অসৎ, কারণ, ন্যূনসংখ্যার ব্যবচ্ছেদই আদৌ অসম্ভব, যেহেতু, প্রদর্শিত তিথি গণনায় নক্ষত্রের পরিমাণ ৬০দণ্ড হয় ধরা হইয়াছে ; তাহাতেই তিথি ৫৪দণ্ড হইয়াছে ; কিন্তু নক্ষত্র যখন ৬০ দণ্ডের কম হইবে তখন তিথিও ৫৪ দণ্ডের কম হইবে। নক্ষত্রের ৬০দণ্ডের কম হওয়াও অসম্ভব নয়।" বাচস্পতির সন্দর্ভ এই—

"ঋজুসাম্প্রদায়িকাস্তু তিথিস্তু দ্বাদশভির্ভাগৈশ্চন্দ্রক্রিয়োপলক্ষিতঃ কালবিশেষঃ, অর্কাদিত্যাদিসূর্য্যসিদ্ধান্তোক্তেঃ, ত্রিংশাংশকস্তথা রাশেরিত্যাদিবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্তত্বাচ্চ। তত্র যদ্যপি চন্দ্রস্য পঞ্চত্রিংশদধিকশতদণ্ডাত্মকনবপাদভোগকালাত্মকো রাশিস্তস্য ত্রিংশাংশকঃ সার্দ্ধচতুর্দণ্ডাত্মকঃ কালস্তস্য দ্বাদশভির্ভাগৈঃ চতুঃপঞ্চাশদ্দণ্ডা ভবন্তি,—ইতি তিথেঃ ষষ্টিদণ্ডাত্মকত্বমনুপপন্নমিতি ; তথাপি ন্যূনসংখ্যাব্যবচ্ছেদার্থমিদমুক্তং, 'বাণবৃদ্ধীরসক্ষয়ঃ' ইত্যভিযুক্তস্মরণাদিতি ব্যাচক্ষতে। তদসৎ, ন্যূনসংখ্যাব্যবচ্ছেদাসম্ভবাৎ। তথাহি নক্ষত্রাণাং ষষ্টিদণ্ডন্যূনকালত্বস্যাপি সম্ভবাৎ। তন্নবপাদাত্মকরাশিত্রিংশাংশকস্য সার্দ্ধচতুর্দণ্ডন্যূনত্বেন চতুঃপঞ্চাশদ্দণ্ডন্যূনকালত্বস্যাপি সম্ভবাৎ।

কাশীরাম বাচস্পতিও তিথ্যাদিতত্ত্ববিবৃতিগ্রন্থে ঠিক্ এই ভাবেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পাঠকমহাশয়রা শুনিয়া চমৎকৃত হইবেন, উত্তরদাতা মহাশয় প্রমাণ স্থলে (৬ পৃঃ) "তিথিতত্ত্বটীকাকৃৎকাশীরামবাচস্পতিঃ॥"—এইরূপে উপক্রম করিয়া কাশীরামবাচস্পতির মত তুলিয়াছেন। আমি এখনি দেখাইয়া দিব, যে, উহা কাশীরাম বাচস্পতির মত নয় ; কাশীরাম বাচস্পতি ঐ মত তুলিয়া উহাতে অনাস্থা ও অসম্মতি প্রদর্শন করিয়া নিজের মত দেখাইয়াছেন। উত্তরদাতা মহাশয়, তাহা উদ্ধৃত করা দূরে থাকুক, তাহার উল্লেখ পর্য্যন্তও করেন নাই, কাশীরামের অনভিমত মতই কাশীরামের মত বলিয়া আমাদের

নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কাশীরাম প্রথমতঃ 'ইত্যাধুনিকাঃ' বলিয়া উত্তরদাতা মহাশয়ের উদ্ধৃত মতে অনাস্থা ও অসম্মতি দেখাইয়া, তিথির পরিমাণ ৬০ দণ্ড হইবার পক্ষে কোন কোন ব্যক্তি যাহা বলিয়া থাকেন, সেই মত "কেচিত্তু" বলিয়া তুলিয়াছেন। তৎপরে "বস্তুতস্তু" বলিয়া নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহার নিজের মতের মর্ম্মার্থ এই,—'ভাগৈর্দ্ব্বাদশভিঃ' এই বচনের তাৎপর্য্য,—চন্দ্রের সম্পূর্ণরূপে দ্বাদশ ভাগ যাইতে যত ক্রিয়া হয়, ঐ ক্রিয়া সমুদায়ই তিথি। চন্দ্রের ঐ গমনক্রিয়া, সমগতিতে হইলে ৬০ দণ্ডে, মন্দগতিতে কিছু অধিক ৬০ দণ্ডে, শীঘ্র গতিতে কিঞ্চিৎ ন্যূন ৬০ দণ্ডে নিষ্পন্ন হয়। এই হেতু তিথিরও ন্যূন বা অধিক পরিমাণ হয়, ইহা বিবেচনা করা উচিত। সংবৎসরকৌমুদীতে এই কথাই বলা আছে,—এই কথা বলিয়া, কাশীরাম সংবৎসরকৌমুদীর সন্দর্ভ তুলিয়াছেন। কাশীরামের সন্দর্ভ এই,—

অত্রেদং বিভাবনীয়ং, রাশিঃ নক্ষত্রনবকপাদঘটিতঃ। নক্ষত্রমানঞ্চ ষষ্টির্দণ্ডাঃ। এবঞ্চ রাশিমানং পঞ্চত্রিংশদধিকশতং দণ্ডাঃ। রাশেস্ত্রিংশাংশশ্চ ত্রিংশৎপলাধিকদণ্ডচতুষ্টয়ং। তস্যৈব চ ভাগসংজ্ঞা। ভাগে চ দ্বাদশভির্গুণিতে চতুরধিকপঞ্চাশদ্দণ্ডা ভবন্তি। তদেব চ তিথিমানং। এবঞ্চ ন্যূনসঙ্খ্যাব্যবচ্ছেদঃ কৃতঃ। তথাচ তিথিঃ চতুঃপঞ্চাশদ্দণ্ডন্যূনা ন ভবতীত্যর্থ ইত্যাধুনিকাঃ। * * * * * * *

বস্তুতস্তু ভাগৈর্দ্ব্বাদশভিরিতি চন্দ্রস্য দ্বাদশভাগাবচ্ছেদেন যদ্ যানং,—যঃ ক্রিয়াকূটঃ, সএব তিথিরিত্যর্থঃ। তদ্ যানঞ্চ চন্দ্রস্য সমগত্যা ষষ্টিদণ্ডৈঃ, মন্দগত্যা কিঞ্চিদধিকষষ্ট্যা, শীঘ্রগত্যা দণ্ডষষ্টিন্যূনকালেন ভবতীত্যতঃ তিথেরপি ন্যূনাধিকপরিমাণত্বং ভবতীত্যবধেয়ম্।

তথাচ সংবৎসরকৌমুদ্যামুক্তম্, "অমাবস্যান্তক্ষণে সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ সহাবস্থাননিয়মঃ, প্রতিপদারম্ভেঽর্কাদ্বিনিঃসৃতঃ সন্ শশী প্রত্যহমর্কাৎ প্রাচীং দিশং প্রয়াতি তৎ প্রত্যহং চন্দ্রস্য প্রযাণং দ্বাদশভিরংশৈঃ পরিমিতং তিথিরেকা জ্ঞেয়া। যাবতা কালেনার্কমবধিং কৃত্বা দ্বাদশাংশপর্য্যন্তং চন্দ্রস্য প্রয়াণং স্যাৎ স কালস্তিথিঃ স্যাদিত্যর্থঃ। তচ্চ চন্দ্রস্য দ্বাদশাংশপ্রয়াণম্ কদাচিৎ সমগত্যা ষষ্টিদণ্ডৈঃ, কদাচিন্মন্দগত্যা কিঞ্চিদধিকৈঃ, কদাচিৎ শীঘ্রগত্যা

কিঞ্চিন্ন্যূনৈর্ভবতি। এবং ত্রিংশদ্দ্বাদশাংশপ্রমাণে ত্রিংশত্তিথয়ঃ স্যুঃ, পুনরপি দর্শান্তে সহাবস্থানমিতি। তাসাং ত্রিংশত্তিথীনাং যথাক্রমং প্রতিপদাদয়ঃ সংজ্ঞাঃ। প্রথমপঞ্চদশদ্বাদশাংশৈঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ যদ্রাশ্যন্তরং ভবতি সচ প্রতিপদাদিপৌর্ণমাস্যন্তঃ শুক্লঃ পক্ষঃ। শেষৈস্তু প্রতিপদাদিদর্শান্তঃ কৃষ্ণঃ পক্ষঃ॥”

এক্ষণে দেখুন কাশীরাম “ইত্যাধুনিকাঃ” বলিয়া যে মতটীতে অনাস্থা ও অসম্মতি দেখাইয়াছেন, ঐ মতটাই কাশীরামের মত বলিয়া উত্তরদাতা মহাশয় তুলিয়াছেন কি না? ঐ মতে অনাস্থা ও অসম্মতি পূর্ব্বক ‘আধুনিকাঃ’ পদটী পরিত্যাগ করিয়াছেন কি না? এবং কাশীরামের নিজের মত (যাহা ‘বস্তুতস্ত’ বলিয়া দেখান আছে) গোপন করিয়াছেন কি না? *

সে যাহা হউক, এখন উপর উক্ত সন্দর্ভে স্পষ্ট পাওয়া যাইতেছে, যে, তিথির পরিমাণ চন্দ্রের গতির উপর নির্ভর করে, চন্দ্রের গতি সমভাবে হইলে তিথির পরিমাণ ৬০ দণ্ড হয়, শীঘ্র হইলে ৬০ দণ্ডের কম হয়, আর মন্দ হইলে ৬০ দণ্ডের অধিক হয়, তখন তিথির চরম হ্রাস বা চরম বৃদ্ধির পরিমাণ ঠিক থাকিবে কেন, চন্দ্রের গতি ত সকল সময়ে সমান থাকে না, কাল ভেদে ইতর বিশেষ হয়; সুতরাং তিথির চরম বৃদ্ধির বা চরম হ্রাসের পরিমাণেরও সময়ে সময়ে ইতর বিশেষ হয়। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌গণ তৎকালের চন্দ্র

---

* এস্থানে একটী কথা দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে,—সকল স্মার্ত্তের, কাশীরাম বাচস্পতির গ্রন্থ দেখা নাই, যাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্র পাঠনায়, স্বতঃ বা পরতঃ নিযুক্ত আছেন, কিংবা যাঁহারা সটীক স্মার্ত্তগ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া থাকেন, অথ চ স্মৃতিশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, তাঁহারাই কাশীরামের টীকা দেখিয়াছেন্। তাহাতেই অনুমান হয়, ঐরূপ লোকের মধ্যে একজন, এই উত্তরটী লিখিয়াছেন, বা কাশীরামের সন্দর্ভ দিয়া উত্তরদাতা মহাশয়ের সাহায্য করিয়াছেন। ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতে সাহায্য করা বা যুগল মূর্ত্তিতে বাটী বাটী ঘুরিয়া সাধারণকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করা ভাল, তাহাতে ত কোন দোষই নাই, ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয়ের নিমিত্ত এইরূপ করাই ত ধার্ম্মিকের উচিত, কিন্তু তাহাতে আত্মগোপন ও শাস্ত্রগোপন করা কেন? যাঁহারা এরূপ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদেরই অনুরোধ করি, তাঁহারা একবার প্রশান্ত অন্তঃকরণে ভাবিয়া দেখুন,—তাঁহাদের এরূপ করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করাতে নিজের ধর্ম্ম নষ্ট হইতেছে কিনা? হা ধর্ম্ম, তোমার কি নামের গুণ! তোমার নামের দোহাই দিয়া, যে, সকল কর্ম্মই করা যায়, এবং সকল পাপ হইতেই তরা যায়,—ইহা আমি ইতিপূর্ব্বে জানিতাম না। যাহা হউক উত্তরদাতা মহাশয়ের ভাবা উচিত ছিল, কাশীরাম এখন গুপ্ত নাই ছাপা হইয়াছে, বিশেষ কাশীরামের এ সিদ্ধান্তটী একটী স্মৃতির বস্তু ছাপাইতে চেষ্টা করিলেও ছাপা থাকিবে কেন।

গতির অনুসারে 'বাণ বৃদ্ধি রস ক্ষয়' পরিভাষা স্থির করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণকার জ্যোতির্বিদ্‌গণ আবার চন্দ্রের গতি নির্ণয় পূর্ব্বক তিথির চরম বৃদ্ধি ৭দণ্ড ও চরম হ্রাস ১০দণ্ড স্থির করিতেছেন। ভবিষ্যতে, হয় ত, আবার চন্দ্রের গতির পরিবর্ত্তনের সহিত ইহার ও পরিবর্ত্তন হইবে। অতএব ইহা লইয়া দৃক্‌সিদ্ধিবাদের খণ্ডন বা মুণ্ডন কিছুই হইতে পারে না।

ফল কথা, বর্ত্তমান সময়ের চন্দ্র ও সূর্য্যের গতি অনুসারে তিথির যে ৭ দণ্ড বৃদ্ধি ও ১০ দণ্ড ক্ষয় হয়, ইহা বম্বে, মান্দ্রাজ, জয়পুর, কাশ্মীর, কাশী* বেহার ও উড়িষ্যা প্রভৃতি নানা স্থানের জ্যোতিস্তত্ত্বানুসন্ধানশীল সিদ্ধান্ত-জ্যোতির্বিদ্‌ পণ্ডিত গণ বলিতেছেন, ও চন্দ্রের গতি বেধ যন্ত্র দ্বারা পরিদর্শন করিয়া ইহা স্থির করিতেছেন্। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যে প্রকৃত ও সত্য, তদ্বিষয়ে ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদ্‌গণের পরিদর্শন ও গণনা সাক্ষ্য দিতেছে। এগত অবস্থায় তাহার বিপক্ষে প্রমাণ ও যুক্তি শূন্য "বটে বটে যক্ষঃ" (প্রত্যেক বট গাছেই ভূত থাকে) এই প্রবাদের ন্যায় বৃদ্ধ পরম্পরাগত "বাণ-বৃদ্ধীরসক্ষয়ঃ" প্রবাদ লইয়া চীৎকার করিলে চলিবে কেন, "বাণবৃদ্ধীরসক্ষয়ঃ" বই অন্যরূপ হইতে পারে না, এবিষয়ে শাস্ত্রীয় বচন ও উপপত্তি যতক্ষণ না দেখাইতে পারিবেন, ততক্ষণ কেবল কথায় পক্ষ সমর্থন কিছুতেই হইবে না। অধিক কি 'বাণবৃদ্ধীরসক্ষয়ঃ' এটী শাস্ত্রীয় বচন হইলেও উপপত্তি ব্যতিরেকে উহা দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থির করা উচিত নহে।

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

'বাণ বৃদ্ধি রস ক্ষয়' সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা প্রমাণপরতন্ত্র যুক্তি-পরায়ণ লোকের নিকট যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বোধ হয়, উহাতে সম্প্রদায় বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন্ না। দেখা যায়, এক সম্প্রদায় লোক আছেন, তাঁহাদের শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মের মূল শাস্ত্রের উপর ততটা আস্থা নাই, প্রচলিত স্মৃতিনিবন্ধ বা সংগ্রহগ্রন্থই তাঁহাদের একমাত্র প্রমাণ ও অবলম্বনীয়। শ্রীযুক্ত

---

* শ্রীযুক্ত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়েরও মতে দৃক্‌সিদ্ধি করিয়া গণনা করিলে তিথির পরিমাণ এইরূপই হইতে পারে।

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রভৃতি ঐ সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া মনে হয়। প্রশ্নের উপক্রমে (১—পৃঃ) স্পষ্টই লেখা আছে, "এতদ্দেশে রঘুনন্দন ও শূলপাণি প্রভৃতি সংগ্রহকারের সংগ্রহ অনুসারে ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ হয়। হেমাদ্রি অতিপ্রাচীন বলিয়া উভয়প্রদেশীয় নিবন্ধকারেরই বিশেষ মাননীয়*, এই সকল প্রামাণিক সংগ্রহে তিথি নক্ষত্রাদির কোন উল্লেখ আছে কিনা? যদি থাকে, তাহা হইলে তদনুসারেই আমাদের পঞ্জিকা সংশয় নিবৃত্তির চেষ্টা করা বিধেয়। যদি একান্ত না হয়, তাহা হইলেই আমাদের জ্যোতিঃশাস্ত্রের মীমাংসা অপেক্ষণীয় হইবে †।"

অতএব এ সংপ্রদায়ের লোককে সন্তুষ্ট করিতে হইলে প্রামাণিক সংগ্রহ গ্রন্থ হইতে কতকগুলি প্রমাণ তোলা আবশ্যক। প্রমাণ তুলিতে হইলে, উত্তরদাতা মহাশয় প্রমাণ প্রসঙ্গে যে সকল গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন ঐ সকল গ্রন্থ হইতেই প্রমাণ তোলা উচিত। তাই ঐ সকল গ্রন্থে কি বলা আছে দেখাইয়া দিতেছি। প্রথমতঃ মাধবাচার্য্য কি বলিয়াছেন্ দেখুন্,—

(১) পূর্ব্বেদ্যুরামধ্যাহ্নাবসানমমাবাস্যা প্রবৃত্তা, ততোঽপরাহ্ণোপক্রমমারভ্য পরেদ্যুরপরাহ্নাবসানপর্য্যন্তত্বে সতি প্রতিপদো হ্যপরাহ্নব্যাপিত্বং ভবতি, তচ্চ ত্রিমুহূর্ত্তবৃদ্ধ্যা সম্পদ্যতে। প্রতিপদ্ পিত্র্য প্রকরণ। কালমাধব।

(২) যদা পূর্ব্বেদ্যুরুদয়মারভ্য পরেদ্যুরুদয়াদূর্দ্ধং মুহূর্ত্তত্রয়ং বর্দ্ধতে।

প্রতিপদ্দানব্রতনির্ণয়।

---

* একথাটা কত দূর সত্য বলা যায় না, উভয় প্রদেশীয় নিবন্ধকারগণই যখন হেমাদ্রির মত মধ্যে মধ্যে অগ্রাহ্য করিয়াছেন তখন আর মান কোথা রহিল, নির্ণয়সিন্ধু খুলিলে দেখিতে পাইবেন "হেমাদ্রিমাধবাদয়োব্যবস্থামাহুঃ, তন্ন"। তিথিতত্ত্বে লেখা আছে,—হেমাদ্রিস্তু যদা পরদিনেঽর্দ্ধরাত্রাদুপরি ভাস্তিথ্যন্তো বা ভবতি, তদা অর্দ্ধরাত্রে পারণং কুর্য্যাদিত্যাহ, তন্ন"। এইরূপ নানাস্থানে উত্তর প্রদেশীয় নিবন্ধকার হেমাদ্রির কথা খণ্ডন করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে আর এক কথা বলি, মহেন্দ্রবাবু বা তাঁহার প্রশ্নপত্র লেখক সংগ্রহ গ্রন্থের মত গ্রহণে আগ্রহ দেখাইয়াছেন, কিন্তু সংগ্রহকর্ত্তারা পরস্পর বিগ্রহ করিয়া বিভিন্ন ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন। এ অবস্থায় কার মত লওয়া যাইবে,—তাহা স্থির করাই এক নিগ্রহ।

† এটাও ঠিক সিদ্ধান্ত নয়। সময়নির্ণয় বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র নিবন্ধকার সকলেই জ্যোতিঃশাস্ত্রের অপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। পঞ্জিকা যখন সময়নির্ণায়কগ্রন্থ, তখন উহার সংশয় নিরাকরণ করিতে জ্যোতিঃশাস্ত্রেরই সম্পূর্ণ অপেক্ষা করিতে হইবেই হইবে।

(৩) উভয়ত্রাপি ত্রিমুহূর্ত্তব্যাপিনী, নোভয়ত্র ত্রিমুহূর্ত্তস্পর্শিনী, উভয়-ত্রাপি সাম্যেন বৈষম্যেণ বা ত্রিমুহূর্ত্তবর্ত্তিনী, একদেশবর্ত্তিনী বেতি।

প্রতিপদ্দানব্রতনির্ণয়।

'বাণ বৃদ্ধি' নিয়ম থাকিলে তিন মুহূর্ত্ত বৃদ্ধি কিছুতেই সম্ভবে না।

(৪) অপরাহ্নব্যাপিত্বং দ্বেধা ভিদ্যতে, একদেশেন, কার্ৎস্নেন চেতি। * * * কার্ৎস্নেন উভয়ত্রাপ্যপরাহ্নব্যাপ্তাবপি তিথিবৃদ্ধিত্বাত্ কুহূরেব গ্রাহ্যা। দ্বিতীয়াদিপ্রকরণ। কালমাধব।

সর্ব্বতোভাবে উভয়দিনে অপরাহ্ণ ব্যাপ্তিতে তিথির ৬৫ দণ্ডেরও অধিক পরিমাণ হওয়া আবশ্যক।

(৫) কাত্যায়নঃ, পরেঽহ্নি ঘটিকা ন্যূনাস্তথৈবাভ্যধিকাশ্চ যাঃ।

তদৰ্দ্ধং কৃত্যা পূর্ব্বস্মিন্ হ্রাসবৃদ্ধী প্রকল্পয়েৎ॥ ইতি।

*** *** *** ***

যদা প্রতিপদঃ ষট্ ঘটিকাঃ ক্ষীয়ন্তে, তদা ঘটিকাত্রয়হ্রাসোঽমাবাস্যায়াং যোজনীয়ঃ। তস্মিন্ যোজিতে দ্বাদশঘটিকাঽমাবাস্যা ভবতি। তদা আবর্ত্তনাৎ পূর্ব্বং সন্ধিঃ সম্পাদ্যতে। অনেনৈব ন্যায়েন ঘটিকাত্রয়বৃদ্ধৌ যোজিতায়াং অষ্টাদশঘটিকা অমাবাস্যা ভবতি। ইষ্টিপ্রকরণ। কালমাধব।

এস্থানে প্রতিপদের ৬ দণ্ড বৃদ্ধির অৰ্দ্ধেক ৩ দণ্ড অমাবস্যাতে যোগ করাতে অমাবস্যা ১৮ দণ্ড হইল স্পষ্ট বলা আছে।

(৬) যত্তু ঋষ্যশৃঙ্গেণোক্তং, অবিদ্ধানি নিষিদ্ধেশ্চেন্ন লভ্যন্তে দিনানি তু।

মুহূর্ত্তৈঃ পঞ্চভির্বিদ্ধা গ্রাহ্যৈবৈকাদশী তিথিঃ॥

অত্র নিষেধো যতিবিষয়ঃ। বেধবাহুল্যেন হেয়ত্বশঙ্কা মা ভূদিতি পঞ্চভি-র্মুহূর্ত্তৈরিত্যুক্তম্। একাদশীপ্রকরণ। কালমাধব।

পাঁচ মুহূর্ত্ত দশমীবেধ হইয়াছে, অথ চ পরদিন একাদশী নাই,—এ ঘটনা 'রস ক্ষয়' নিয়ম স্বীকার করিলে হইতে পারে না। মাধবাচার্য্য কিন্তু ৫ মুহূর্ত্তবেধ অম্লানবদনে অঙ্গীকার করিয়াছেন। তিনি ৫ মুহূর্ত্ত বেধ সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া অপর এক পূর্ব্বপক্ষ মনে মনে উদ্ভাবন করিয়াছেন,— 'অবিদ্ধ একাদশী না পাইলেই বিদ্ধ একাদশীতে উপবাস করিবে'—ইহা বলিলেই যথেষ্ট হয়, তবে আবার 'মুহূর্ত্তৈঃ পঞ্চভির্বিদ্ধা' (পাঁচ মুহূর্ত্ত বিদ্ধ)

বলার ফল কি? ইহার কম বিদ্ধ হইলে কি উপবাস করিবে না, না কি?

মাধবাচার্য্য এ পূর্ব্বপক্ষের এই উত্তর দিয়াছেন,—'এত অধিক বেধে একাদশী পরিত্যাজ্য হইবে কি না?' এরূপ আশঙ্কা কাহারও না হউক এই উদ্দেশে বলা যে পাঁচ মুহূর্ত্ত বেধেও উপবাস করিবে,"বেধবাহুল্যেন হেয়ত্বশঙ্কা মা ভূদিতি পঞ্চভির্মুহূর্ত্তৈরিত্যুক্তম্।"

মাধবাচার্য্য উহার পরেই লিখিয়াছেন,—"তদেবং নানাবিধবচনব্যবস্থাপনপ্রকারো ব্যুৎপাদিতঃ। অনয়া ব্যুৎপত্ত্যা মন্দবুদ্ধিরপি ব্যবস্থাপয়িতুং শক্নোত্যেব"।

মাধবাচার্য্য একজন অসাধারণ বিদ্বান্ ও মীমাংসক, তাঁহার উক্ত বাক্যে নির্ভর করিয়া, আমরা মন্দবুদ্ধি হইলেও তাঁহার প্রদর্শিত মীমাংসার অনুবর্ত্তী হইয়া ব্যবস্থা স্থির করিতে সাহসী হইতেছি, যে তিথির ১০ দণ্ড পর্য্যন্ত ক্ষয় হয়।

(৬) মাধবাচার্য্য, (ক) নক্তব্রত নিরূপণের প্রারম্ভে,অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের প্রতিপদে কর্ত্তব্য নক্তব্রতটী উদাহরণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(খ) দিবসে অনাহারে থাকিয়া রাত্রিকালে ভোজন করার নাম নক্তব্রত।

(গ) বিষ্ণুপূজা ও হোম করা নক্তব্রতের অঙ্গ। ঐ ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান, দিবসে করিবে।

(ঘ) গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে প্রদোষব্যাপী তিথিতে নক্তব্রতকরা কর্ত্তব্য। প্রদোষ সূর্য্যাস্তের পর তিন মুহূর্ত্ত।

(ঙ) একভক্তব্রতের ন্যায় নক্তব্রতেও ছয় প্রকার বিষয় ভেদে ব্যবস্থা কল্পনা করিতে হইবে, যথা,—তিথির প্রদোষ ব্যাপ্তি (১) কেবল পূর্ব্বদিন হইলে পূর্ব্বদিন, (২) কেবল পর দিন হইলে পরদিন, (৩) উভয় দিন হইলে পরদিন, (৪) উভয় দিন না হইলে পরদিন, এবং তিথির প্রদোষের এক দেশ ব্যাপ্তি (৫) উভয় দিন সমান হইলে পরদিন, ও (৬) বিষম হইলেও পরদিন নক্তব্রত করিবে। মাধবাচার্য্যের গ্রন্থ এই,—(ক) অথ নক্তং নির্ণীয়তে। তত্র বরাহ পুরাণে ধান্যব্রতে পঠ্যতে,—

মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে প্রতিপদ্যা তিথির্ভবেৎ।
তস্যাং নক্তং প্রকুর্ব্বীত রাত্রৌ বিষ্ণুং প্রপূজয়েৎ॥

(খ) অতো দিবা—ভোজনরহিতত্বে সতি রাত্রিভোজনং ব্রতস্য স্বরূপম্।

(গ) অস্য চ নক্তভোজনস্য বিষ্ণুপূজনমঙ্গং। * * * তথা হোমোঽপি তদঙ্গং। * * পূজাহোময়োরঙ্গয়োর্দিবানুষ্ঠানমুক্তং ভবতি।

(ঘ) নক্তং নিশায়াং কুর্ব্বীত গৃহস্থো বিধিসংযুতঃ।

* * * *

ত্রিমুহূর্ত্তং প্রদোষঃ স্যাদ্ ভানাবস্তংগতে সতি।
নক্তন্তু তত্র কর্ত্তব্যমিতি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ॥

* * *। তত্র নক্তং প্রদোষব্যাপিন্যাং তিথৌ কর্ত্তব্যম্।

(ঙ) অত্রাপ্যেকভক্তন্যায়েন ষোঢ়া বিষয়ভেদা উৎপ্রেক্ষণীয়াঃ। * * * পূর্ব্বেদ্যুরেব প্রদোষব্যাপ্তৌ পূর্ব্বতিথির্গ্রাহ্যা। পরেদ্যুরেব প্রদোষব্যাপ্তৌ পরতিথিঃ। উভয়ত্র প্রদোষব্যাপ্তৌ পরতিথিরেব। * * * উভয়ত্র প্রদোষব্যাপ্ত্যভাবেঽপি পরৈব। * * * * * *। অসৌরনংক্তেষু সাম্যেন বৈষম্যেণ বা দিনদ্বয়ে প্রদোষৈকদেশব্যাপ্তৌ পরেদ্যুরেব নক্তং কার্য্যম্।

পাঠক মহাশয়রা, মাধবাচার্য্য যে অগ্রাহয়ণ মাসের নক্তব্রত ধরিয়া ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন, আপনারাও সেই নক্তব্রত ধরিয়া দেখুন, যে অগ্রহায়ণ মাসের রাত্রির ত্রিমুহূর্ত্তাত্মক প্রদোষ দুই দিন ব্যাপিতে হইলে তিথির ৬ দণ্ড ৩০ পলের ও অধিক বৃদ্ধি আবশ্যক কি না? এবং তিথির দুইদিনেই ঐরূপ প্রদোষ ব্যাপ্তি না হওয়া অন্ততঃ ৬ দণ্ড ৩০ পল ক্ষয় ব্যতিরেকে সম্ভবে কি না।

মাধবাচার্য্য একদেশ ব্যাপ্তির পৃথক্ উল্লেখ করায় ব্যাপ্তিশব্দের অর্থ ভ্রান্তি করিয়া "এক কথায় খণ্ডন" করিয়া পলাইবার পথ রুদ্ধ হইয়াছে।

(৭) তিথির কর্ম্ম কালব্যাপ্তি ৬ প্রকারে বিভক্ত হয়—ইহা এক ভক্তের কাল নির্ণয় স্থলে মাধবাচার্য্য আরও বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। মাধবাচার্য্য তিথির উভয়দিন মধ্যাহ্ন ব্যাপ্তি হওয়ার কথা উল্লেখ করায় প্রতিপন্ন হইতেছে, যে, মাধবাচার্য্য পাঁচদণ্ড মাত্র তিথির চরম বৃদ্ধির পরিভাষা মানিতেন না। একভক্ত স্থলের গ্রন্থ এই,—"তস্মাদেবংবিষয়ে কর্ম্মকাল-

কর্ম্মকালব্যাপ্ত্যৈব নির্ণেতব্যং। তত্র নির্ণেতব্যো বিষয়ঃ ষোঢ়া ভিদ্যতে,— পূর্ব্বেদ্যুরেব মধ্যাহ্নব্যাপিত্বং, পরেদ্যুরেব তদ্ব্যাপিত্বম্, উভয়ত্র তদ্ব্যাপিত্বম্, উভয়ত্র তদব্যাপিত্বম্, উভয়ত্র সাম্যেন তদেকদেশব্যাপিত্বম্, উভয়ত্র বৈষম্যেণ তদেকদেশব্যাপিত্বঞ্চেতি।

তত্র প্রথমদ্বিতীয়য়োর্মধ্যাহ্নব্যাপিত্বস্য নির্ণায়কত্বম্। তৃতীয়ে পূর্ব্ববিদ্ধা গ্রাহ্যা, মুখ্যকালব্যাপ্তেঃ সমত্বেঽপি গৌণকালব্যাপ্তেরধিকত্বাৎ। অনেনৈব ন্যায়েন উভয়ত্র মুখ্যকালব্যাপ্ত্যভাবেঽপি গৌণকালব্যাপ্তিলাভাৎ পূর্ব্ববিদ্ধৈব গ্রাহ্যা। পঞ্চমেঽপ্যয়মেব ন্যায়ো যোজ্যঃ। ষষ্ঠে তু যদা পূর্ব্বেদ্যুর্মধ্যাহ্নৈক-দেশমধিকং ব্যাপ্নোতি, তদানীং তদাধিক্যাৎ গৌণকালব্যাপ্তেশ্চ পূর্ব্বেদ্যু-র্গ্রাহ্যা। যদা পরেদ্যুর্মধ্যাহ্নৈকদেশমধিকং ব্যাপ্নোতি, তদা গৌণকাল-ব্যাপ্ত্যভাবেঽপি মুখ্যকালব্যাপ্ত্যাধিক্যানুসারেণ পরেদ্যুর্গ্রাহ্যা।

মাধবাচার্য্য একভক্তে মধ্যাহ্নব্যাপী তিথি, আর নক্তে প্রদোষব্যাপী তিথি উপাদেয়,—স্থির করিয়া এক পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়াছেন,—

'একভক্ত মধ্যাহ্নে ভোজন করা, আর নক্ত সমস্ত দিন না খাইয়া সন্ধ্যার পর ভোজন করা; এই উভয় কার্য্যের যদি একদিনে প্রসক্তি হয়, তাহা হইলে কি করা কর্ত্তব্য,—নক্তের বাধ করিবে, না একভক্তের বাধ করিবে? এরূপ ঘটনা রথসপ্তমী ব্রতে হওয়া সম্ভব। (অরুণোদয় সপ্তমীর নাম রথসপ্তমী।) রথসপ্তমী ব্রতে তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী তিথিতে যথাক্রমে একভক্ত, নক্ত, অযাচিত, উপবাস ও পারণ করা বিধেয়। যদি কোন সময়, একদিন, তৃতীয়া তৃতীয়প্রহর বেলা পর্য্যন্ত থাকে, পরে চতুর্থী হয়, তাহা হইলে ঐ দিনই তৃতীয়া মধ্যাহ্ন-ব্যাপী হইয়াছে বলিয়া একভক্ত করিতে হয়। আবার চতুর্থী প্রদোষ ব্যাপী হইয়াছে বলিয়া ঐ দিনই নক্ত করিতে হয়—এই পরস্পর বিরোধ দুষ্পরিহার্য্য।'

তিনি ঐ পূর্ব্বপক্ষের এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন,—'একভক্ত প্রথমে উক্ত হইয়াছে বলিয়া উহা প্রবল, অতএব একভক্তেরই অনুষ্ঠান করিবে। নক্তের অনুকল্প করিবে। অনুকল্প দুই প্রকার,—দিনান্তরে অনুষ্ঠান করা আর প্রতিনিধি দ্বারা অনুষ্ঠান করা। যে বার পূর্ব্বোক্ত চতুর্থী, বৃদ্ধিবশতঃ, পরদিন সায়ংকাল-ব্যাপী হইবে, সে বার নক্তের গৌণকাল সায়াহ্ন ব্যাপিল

বলিয়া পরদিন নক্ত করিবে। যে বার চতুর্থী সমান বা ক্ষীণ হইবে, সে বার পূর্ব্বদিনেই নিজে একভক্ত করিবে; আর স্ত্রী পুত্র বা অন্য ঐরূপ এক জন উপযুক্ত প্রতিনিধি দ্বারা নক্ত করিবে।

পূর্ব্বদিন তিন প্রহরের পর চতুর্থী আরম্ভ হইয়া পরদিন সায়াহ্নব্যাপী হইলে, চতুর্থীর বৃদ্ধি এক প্রহর হইল, মাঘ মাসের এক প্রহর ৬ দণ্ড ৪৫ পলের কম নহে। মাধবাচার্য্যের গ্রন্থ এই,—

"যথোক্তলক্ষণলক্ষিতয়োরেকভক্ত-নক্তয়োরেকস্মিন্ দিনে যদা প্রসক্তিস্তদা কথং কর্ত্তব্যম্? নচৈতাদৃশী প্রসক্তিরেব নাস্তীতি শঙ্কনীয়ম্। ভবিষ্যোত্তর-পুরাণোক্তেরথসপ্তমী-ব্রতে কদাচিৎ তৎপ্রসক্তেঃ। তথাহি তত্র, তৃতীয়াদিষু সপ্তম্যন্তেষু পঞ্চসু দিনেষু ক্রমেণৈকভক্তনক্তায়াচিতোপবাসপারণানি বিহিতানি। তত্র যদা তৃতীয়া যামত্রয়পরিমিতা, ততঃ উর্দ্ধং চতুর্থী, তদা মধ্যাহ্নব্যাপিত্বাৎ তৃতীয়ৈকভক্তং তত্র প্রাপ্তং। প্রদোষব্যাপ্তিত্বাৎ চতুর্থী-নক্তমপি তত্রৈব। তথা সতি পরস্পরবিরোধো দুষ্পরিহরঃ।

অত্রোচ্যতে,—একভক্তস্য প্রাথম্যাৎ প্রবলত্বেন তস্মিন্ মুখ্যকল্প এবানু-ষ্ঠেয়স্তদ্বিরোধিনি তু নক্তেঽনুকল্পঃ। স চ দ্বিবিধঃ, দিনান্তরানুষ্ঠানাৎ, কর্ত্তৃন্তরানুষ্ঠানাচ্চ। যদা চতুর্থী পরেদ্যুর্বৃদ্ধ্যা সায়ংকালং ব্যাপ্নোতি, তদা তস্য গৌণকালব্যাপ্তিত্বাৎ এক এব কর্ত্তা দিনভেদেন ব্রতদ্বয়মনুতিষ্ঠেৎ। যদা চতুর্থী সমা ক্ষীণা বা, তদা গৌণকালস্যাপ্যসম্ভবেন পূর্ব্বেদ্যুরেব ভার্য্যাপুত্রাদিনা কর্ত্তৃন্তরেণ তন্নক্তং করণীয়ম্"।

প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে একটা কথা বলা উচিত, যখন মাধবাচার্য্য উপর উক্ত সন্দর্ভে পরস্পর বিরোধী দুইটী কার্য্যের একদিনে ঘটনা উপস্থিত হইলে একটী কার্য্য অনুকল্প দ্বারা করিবার বিধান দিয়াছেন, তখন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়ের পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনে প্রদর্শিত পশ্চাৎ লিখিত আপত্তি আর থাকিতেছে না "ক্যোঁ কি ইস গণনানুসার একাদশী ঔর প্রদোষ দোনোঁকা একহী দিন পড়্‌নাভী সংভব হৈ পরন্তু ইস প্রকারকা নির্ণয় কিসী ধর্ম্ম শাস্ত্রমেঁ নহীঁ মিলতা" অর্থাৎ কেননা এই গণনা অনুসারে একাদশী এবং প্রদোষ দুইই একদিনে পড়া সম্ভব হয়, পরন্তু এই প্রকারের নির্ণয় কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায় না।

মাধবাচার্য্যের গ্রন্থে অনেক স্থানেই 'বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়' পরিভাষার ব্যভিচার আছে; অনাবশ্যকবিধায় আর অধিক সন্দর্ভ তুলিলাম্ না। তবে উত্তরদাতা মহাশয় কালমাধবীয়ের বিনায়কব্রত প্রকরণ হইতে একটী সন্দর্ভ প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমারও কর্ত্তব্য, ঐ বিনায়কব্রত প্রকরণ হইতে একটী প্রমাণ তোলা, তাই আরও একটী সন্দর্ভ উদ্ধৃত করি।

(৫) তন্ন, তিথিক্ষয়বশাৎ যদা উভয়ত্র মধ্যাহ্নব্যাপ্তির্নাস্তি, যদা চ উভয়ত্র কৃৎস্নমধ্যাহ্নব্যাপিত্বং তদেকদেশব্যাপিত্বং বা সমানং, তত্র সর্ব্বত্র মধ্যাহ্ন-ব্যাপ্ত্যা নির্ণয়াভাবে সতি পূর্ব্ববিদ্ধত্বেনৈব নির্ণেতব্যত্বাত্।

উভয় দিবসে সম্পূর্ণরূপে চতুর্থীর মধ্যাহ্নব্যাপ্তি তিন মুহূর্ত্ত বৃদ্ধির কমে কোন মতেই হইতে পারে না। বিনায়ক ব্রত ভাদ্র মাসে কর্ত্তব্য। ভাদ্র মাসের ত্রিমুহূর্ত্ত ৬ দণ্ডের কম নহে।

উত্তরদাতা মহাশয় ইহারই পরে যে সন্দর্ভটি আছে, সেইটী তুলিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে '৬ দণ্ডের অধিক ক্ষয় হয় না' ইহা বলা নাই। মাধবাচার্য্য ঐ সন্দর্ভে কি বলিয়াছেন? কেন বলিয়াছেন? তাহা দেখাইয়া দেওয়া যাইতেছে। মাধবাচার্য্য প্রথমে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বিনায়কব্রতে চতুর্থী তিথির মধ্যাহ্নব্যাপ্তিই মুখ্য, অতএব প্রবল,—"অতো মুখ্যত্বাদপি মধ্যাহ্ন-ব্যাপিত্বং প্রবলমিতি"।

এই সিদ্ধান্তের উপর পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন, 'কোন স্মৃতিতে চতুর্থী তৃতীয়াবিদ্ধ হইলে মধ্যাহ্নব্যাপ্তির বাধ হইবে দেখা যাইতেছে। তবে আর মধ্যাহ্নব্যাপ্তি প্রবল হইল কই? ঐ স্মৃতি বচন এই,—যদি তৃতীয়া সম্পূর্ণা হয়, আর চতুর্থী ক্ষীণা হয়, তাহা হইলে তৃতীয়াই বিনায়ক ব্রতের কর্ত্তব্য তিথি, পঞ্চমীযুক্তা চতুর্থীকে বর্জ্জন করিবে'। "নম্নু কস্যাঞ্চিৎ স্মৃতৌ,

জয়া চ যদি সম্পূর্ণা চতুর্থী হ্রসতে যদি।
জয়া সৈব হি কর্ত্তব্যা নাগবিদ্ধাং ন কারয়েৎ॥

ইতি স্মরণাৎ পূর্ব্ববিদ্ধত্বেন মধ্যাহ্নব্যাপিত্ববাধ উপলভ্যতে"।

এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত এইরূপ করিয়াছেন,—পূর্ব্ববিদ্ধা চতুর্থীর উপাদেয়তা বোধক স্মৃতি বচনের বিষয় এই,—দিনদ্বয়ে মধ্যাহ্নে যদি চতুর্থীর স্পর্শ না

হয়, তবে পূর্ব্বদিন বিনায়ক ব্রত করিবে। "নৈবং, অস্ত বচনস্ত দিনদ্বয়ে মধ্যাহ্নস্পর্শাভাববিষয়ত্বেনাপ্যুপপত্তেঃ"।

দিনদ্বয়ে মধ্যাহ্ন স্পর্শ না হওয়া এইরূপে ঘটিতে পারে;—পূর্ব্বদিন মধ্যাহ্নে সম্পূর্ণ তৃতীয়া আছে, পরদিন চতুর্থীর তিন মুহূর্ত্ত ক্ষয় হওয়ায় মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই চতুর্থী সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এমত অবস্থায় দিন দ্বয়ে কর্ম্মকালে চতুর্থী তিথির অভাব হওয়ায় বিনায়কব্রত কোন্ দিন করিবে এই আশঙ্কায়, [উক্ত স্মৃতি] পূর্ব্ব দিন বিধান করিয়া পরদিনের নিষেধ করিয়াছেন। "তথাহি। পূর্ব্বদিনে বিনায়কব্রতপ্রয়োজকে মধ্যাহ্নে তৃতীয়া সম্পূর্ণা পরেদ্যুর্ম্মুহূর্ত্তত্রয়ক্ষয়বশান্ মধ্যাহ্নাদর্বাগেব চতুর্থী সমাপ্তা, তদা দিনদ্বয়ে কর্ম্মকালে প্রাপ্তিতিথেশ্চতুর্থ্যা অভাবাদ্ বিনায়কব্রতে কিং দিন-মুপাদেয়মিতি বীক্ষায়াং পূর্ব্বদিনং বিধায় পরদিনং প্রতিষেধতি।"

উভয় দিন চতুর্থীর মধ্যাহ্ন স্পর্শ না হওয়া ত্রিমুহূর্ত্ত ক্ষয় হইলেই হইতে পারে, তাই মাধবাচার্য্য "ত্রিমুহূর্ত্তক্ষয়বশাৎ" (তিন মুহূর্ত্তের ক্ষয় হেতু) এই কথা লিখিয়াছেন। ইহাতে, মাধবাচার্য্যের মতে 'তিন মুহূর্ত্তের অধিক ক্ষয় হয় না' এ সিদ্ধান্তে উত্তরদাতা মহাশয় কিরূপে উপনীত হইলেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে আসে না। যে মাধবাচার্য্য যে প্রকরণের প্রারম্ভে তিন মুহূর্ত্ত বৃদ্ধির কথা বলিয়া "বাণবৃদ্ধীরসক্ষয়ঃ" পরিভাষার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন, সেই মাধবাচার্য্যই সেই প্রকরণের মধ্যেই আবার "বাণবৃদ্ধীরসক্ষয়ঃ" পরিভাষার সমর্থন করিবেন, ইহা কি কখন সম্ভব হয়, না বলা যায়। "মুহূর্ত্তত্রয়ক্ষয়বশাৎ" এই হেতুবাদটী মাত্র দেখিয়াই উত্তর-দাতা মহাশয়ের কৃতকার্য্য হওয়া মনে করা ভাল হয় না, কালমাধবীয় গ্রন্থের অন্ততঃ এই প্রকরণটী মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করা উচিত ছিল, তাহা না করাতেই তাঁহাকে ভ্রমে পতিত হইতে হইয়াছে*।

---

* মাধবাচার্য্য যে "বাণবৃদ্ধীরসক্ষয়ঃ" নিয়ম মানিতেন না, তাহা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কৃত কালমাধবের টিপ্পণেও পাওয়া যায়। তর্কা-লঙ্কার মহাশয় সাংবৎসরিক মৃতাহশ্রাদ্ধকালনির্ণয়ে (১২ পৃঃ) লিখিয়াছেন "উভয়দিনে কুৎপাপরাহ্নব্যাপ্তৌ অর্জিমতায়াস্তিথের্দ্বিতীয়দিনে প্রাপ্তিতিথিক্ষয়াসম্ভবাদাহ 'ন প্রাগ-

উত্তরদাতা মহাশয় যাহাই বলুন, হেমাদ্রিও তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন নাই, চতুর্বর্গ চিন্তামণি হইতে তাঁহার মত যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা দেখান যাইতেছে।

হেমাদ্রি "বাণবৃদ্ধীরসক্ষয়:" পরিভাষাটী কোন স্থানেই উদ্ধৃত করেন নাই (করিলেও অন্ততঃ আমরা দেখিতে পাই নাই); এবং তাঁহার গ্রন্থে এমন কথাও কোন স্থানেই লেখা নাই, যে, তাহা দ্বারা ঐরূপ পরিভাষা তিনি মানিতেন সুন্দররূপে সপ্রমাণ হয়। বরং তাঁহার গ্রন্থ একটু মনোযোগ করিয়া দেখিলে প্রতিপন্ন হয়, যে তিনি ঐ নিয়ম মানিতেন না। হেমাদ্রি পাঁচ দণ্ডের অধিক তিথি বৃদ্ধির এবং ছয় দণ্ডের অধিক তিথি ক্ষয়ের উপর নির্ভর করিয়া অনেক স্থলে অনেক ব্যবস্থা স্থির করিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার গ্রন্থ হইতে একথা প্রতিপন্ন হয়, যে, কোন কোন গ্রন্থকার (যেমন হরিহর) '৬ দণ্ডের অধিক তিথিক্ষয় হয় না' এনিয়ম টুকু মানিতেন।

এই কথার পোষকতায় চতুর্বর্গ চিন্তামণি গ্রন্থ হইতে কতক গুলি সন্দর্ভ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

১। যদা তু নোত্তরেদ্যুরুদয়ব্যাপিনী, কিন্তু পূর্ব্বেদ্যুর্নির্বিদ্ধতিথিবিদ্ধৈব, তদা আহ ঋষ্যশৃঙ্গঃ,—

অবিদ্ধানি নির্বিদ্ধৈশ্চেন্ন লভ্যন্তে দিনানি তু।
মুহূর্ত্তৈঃ পঞ্চভির্বিদ্ধা গ্রাহ্যৈবৈকাদশী তিথিঃ ॥
তদর্দ্ধবিদ্ধান্যন্যানি দিনান্যুপবসেন্নরঃ ॥ ইতি।

নির্বিদ্ধৈর্দিনৈরবিদ্ধানি দিনানি যদি ন লভ্যন্তে, তদা উক্তলক্ষণানি গ্রাহ্যাণীত্যর্থঃ। মুহূর্ত্তৈঃ পঞ্চভির্বিদ্ধেতি অরুণোদয়ঘটিকাচতুষ্টয়ান্তর্ভাবেণ।

অস্মাদধিকবেধো যদা ভবতি, দিনান্তরেচ শুদ্ধতিথ্যভাবঃ,

তিথিগাবিতি।" তিনি আবার ঐ উপোদ্ঘাত প্রকরণে (১৮ পৃঃ) মাধবাচার্য্যের মতসিদ্ধ রামনবমীর ব্যবস্থা এইরূপ স্থির করিয়াছেন,—'মধ্যাহ্নোহত্র পঞ্চধা বিভাগেন। * * দিনদ্বয়ে মধ্যাহ্নব্যাপ্তৌ তদব্যাপ্তৌ তদেকদেশব্যাপ্তৌ বা পূর্ব্বৈবযুতা গ্রাহ্যা। * ০ * ইতি টীকাসম্মতা ব্যবস্থা"। রামনবমীর সময় দিনমান ৩০ দণ্ড বা কিছু অধিক ৩০ দণ্ড হইবেই হইবে। অতএব উভয় দিন মধ্যাহ্ন ব্যাপিতে হইলে তিথির অন্ততঃ ৬ দণ্ড বৃদ্ধি আবশ্যক। তর্কালঙ্কার মহাশয় "টীকাসম্মতা ব্যবস্থা" এইকথা লিখিয়া টীকাকারের ও ইহাতে সম্মতি আছে জানাইয়াছেন।

তদাপি স এবাহ,—

অবিদ্ধানামলাভে তু পয়োদধিফলানি চ।

সকৃদেবাল্পমশ্নীয়াদ্ উপবাসস্ততোভবেৎ॥ ইতি।

পরিশেষখণ্ড। তিথিনির্ণয় প্রকরণ।

যদি একাদশী পরদিন না থাকে, এবং পূর্ব্বদিন দশমীবিদ্ধ হয়, তাহা হইলে হেমাদ্রি, ঋষ্যশৃঙ্গবচন অনুসারে এই ব্যবস্থা করিয়াছেন,—'যদি অরুণোদয় হইতে পাঁচ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দশমী-বেধ হয় (অর্থাৎ দশমী থাকে তাহার পর একাদশী হয়) তাহা হইলে ঐ দিনই একাদশীর উপবাস করিবে। আর যদি পাঁচ মুহূর্ত্তের অধিক বেধ হয়, তাহা হইলে উপবাস করিবে না; একবার মাত্র, অল্প পরিমাণে কিছু দুগ্ধ দধি এবং ফল খাইবে, তাহাতেই উপবাস সিদ্ধ হইবে'।

হেমাদ্রি এস্থলে অরুণোদয়ের পরিমাণ চারি দণ্ড বলিয়াছেন; পাঁচ মুহূর্ত্তের পরিমাণ কত, তাহা বলেন নাই বটে, কিন্তু ঐ প্রকরণের শেষেই পাঁচ মুহূর্ত্ত শব্দের অর্থ দশ দণ্ড বলিয়াছেন। তথাকার সন্দর্ভ এই,—

অবিদ্ধানি নিবিদ্ধেশ্চেন্ন লভ্যন্তে দিনানি তু।

মুহূর্ত্তৈঃ পঞ্চভির্বিদ্ধা গ্রাহ্যৈবৈকাদশী তিথিঃ॥

—ইতি অবিদ্ধালাভনিমিত্তবিদ্ধানুজ্ঞাস্মৃত্যুক্ত—ঘটিকাদশকাপেক্ষয়া অভ্যধিকবিদ্ধাপি তিথির্বর্জ্জনীয়েত্যর্থঃ।

'হেমাদ্রি এস্থলে দশ দণ্ড কালের অধিক কাল বেধ হইবার কথা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন।

এক্ষণে দেখুন, যে একাদশী অরুণোদয় হইতে দশ দণ্ডের অধিক কাল পরে প্রবৃত্ত হয় এবং পরদিন কিছু মাত্র না থাকে, ঐ একাদশীর ক্ষয় যে ছয় দণ্ডের অধিক হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, এবং ঐ রূপ তিথিক্ষয় যে হেমাদ্রির অভিমত ছিল, তাহাও সিদ্ধ হইতেছে, নচেৎ তাঁহার উপর উক্ত সিদ্ধান্ত' উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় অসঙ্গত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে বলিতে হইতেছে যে, "অবিদ্ধানি নিবিদ্ধেশ্চেৎ" এই বচনের ব্যক্তি বিশেষের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে হেমাদ্রি যে সন্দর্ভটী লিখিয়াছেন, উত্তরদাতা মহাশয় তাহা প্রমাণরূপে (৪ পৃঃ) উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু

ঐ সন্দর্ভ দ্বারা তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন হয় নাই, হইবার সম্ভবনাই বা কি? যে হেমাদ্রি ঐ বচনের নিজব্যাখ্যায় ছয় দণ্ডের অধিক তিথিক্ষয় হয় স্বীকার করিয়াছেন, সেই হেমাদ্রিই পুনরায় কি সেই বচনের অপরের কৃত ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিবেন, যে 'ছয় দণ্ডের অধিক তিথি ক্ষয় হয় না'। হেমাদ্রির যে সন্দর্ভটী উত্তরদাতা মহাশয় তুলিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্মার্থ এই,—'(এই বচনের) কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, নিষিদ্ধ মুহূর্ত্ত দ্বারা অবিদ্ধদিন যদি না পাওয়া যায়, তা হলে তিন কিংবা দুই মুহূর্ত্ত বিদ্ধ একাদশী ও (উপবাসে) গ্রাহ্য। এই কথা সংক্ষেপে বলিবার অভিপ্রায়ে এক 'পঞ্চ' শব্দ দ্বারা তিন আর দুই এই দুইটী বিভিন্ন সংখ্যা বলা হইয়াছে। নতুবা 'পঞ্চ মুহূর্ত্ত বিদ্ধ' ("মুহূর্ত্তৈঃ পঞ্চভির্বিদ্ধা") একথা কোন মতেই সঙ্গত হয় না ("নহ্যেতদুপপদ্যতে"), যে হেতু, যদি একাদশীর দিন দশমী পাঁচ মুহূর্ত্তই থাকে, তা হলে ত তার পর দ্বাদশীর দিন একাদশী থাকিবেই থাকিবে। পরদিন একাদশী থাকিলেও দশমীবিদ্ধা একাদশী গ্রাহ্য হইবে এরূপ বিধান কোন স্মৃতিতেই নাই'।

হেমাদ্রি এই মতের খণ্ডন এইরূপে করিয়াছেন,—'সেই মত যুক্তিযুক্ত নহে, দশমীর দিন অরুণোদয় হইতে পঞ্চ মুহূর্ত্ত বেধ এবং তিথির ৬ দণ্ড ক্ষয় হলে দ্বাদশীর দিন একাদশীর অভাব ও ত্রয়োদশীর দিন দ্বাদশীর অভাব হইতে পারে, অতএব উক্ত ও বক্ষ্যমাণ বচন সকলের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে দশমীবিদ্ধা ও একাদশী গ্রাহ্য। সেই হেতু ক্লিষ্টব্যাখ্যা আশ্রয় করা উচিত নহে। সেই সন্দর্ভটী এই,—

"কেচিদেবং ব্যাচক্ষতে,—'নিষিদ্ধৈর্ম্মুহূর্ত্তৈরবিদ্ধানি দিনানি যদি ন লভ্যন্তে তদৈকাদশী ত্রিভির্দ্বাভ্যাং বা মুহূর্ত্তাভ্যাং বিদ্ধা গ্রাহ্যৈব। ব্যস্তয়োরপি সংখ্যয়োর্লাঘবার্থং পঞ্চশব্দেনাভিধানং। নহ্যেতদুপপদ্যতে, এবংবিধবিষয়ে দ্বাদশ্যামেকাদশীলাভাৎ। ন চ, তস্যাং লভ্যমানায়ামপি দশমীবিদ্ধা গ্রাহ্যেতি কচিৎ স্মর্য্যতে ইতি'। তদযুক্তং দশম্যামরুণোদয়বেধান্তর্ভাবেণ মুহূর্ত্তপঞ্চকবেধে ষড়্ঘটিকাত্মকে চ ক্ষয়ে দ্বাদশ্যামেকাদশ্যভাবেন ত্রয়োদশ্যাঞ্চ দ্বাদশ্যভাবে-নোক্তবক্ষ্যমাণবাক্যপর্য্যালোচনয়া দশমীযুতায়া অপি গ্রহণোপপত্তেঃ।

তস্মান্ন ক্লিষ্টব্যাখ্যা আশ্রয়ণীয়েতি"। ৬ অং পরিশেষখণ্ড।

এই সন্দর্ভে, "নক্ষেত্তদুপপদ্যতে, এবংবিধবিষয়ে দ্বাদশ্যামেকাদশীলাভাৎ" এই সন্দর্ভে যখন পাঁচ মুহূর্ত্ত বেধে পরদিন একাদশী থাকার কথা বলা আছে, তখন অনুমান করা যাইতে পারে যে পাঁচ মুহূর্ত্ত ক্ষয় হয় না; কিন্তু এটী অনুমান, স্পষ্ট উক্তি নহে, তাহাও আবার পরের মত, হেমাদ্রি উদ্ধৃত করিয়াছেন মাত্র, হেমাদ্রির এই মত কি না? তাহার প্রমাণ এখানে নাই।

এই সন্দর্ভের আর এক স্থানে লেখা আছে "ষড়্ঘটিকাত্মকে চ ক্ষয়ে" (ছয় দণ্ড ক্ষয় হইলে); ইহা দ্বারাও এমন্ বুঝায় না, যে ছয় দণ্ডের অধিক ক্ষয় হয় না। এই স্থানে ছয় দণ্ড ক্ষয় হইলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হয় বলিয়া ঐ রূপ বলিয়াছেন।

সুতরাং উপর উক্ত সন্দর্ভদ্বারা হেমাদ্রিও 'ছয় দণ্ডের অধিক তিথিক্ষয় মানিতেন্ না' প্রমাণ হয় না। উত্তরদাতা মহাশয় এ সন্দর্ভটীর পূর্ব্বাপর না দেখিয়া ও তাৎপর্য্যার্থ কি? তাহার অনুসন্ধান না করিয়াই তুলিয়া বসিয়াছেন, মনে হয়।

২। (ক) তত্র যদ্যপি পরস্মিন্নপি দিনে কর্ম্মকালব্যাপ্তিসম্ভবঃ, তথাপি প্রথমাতিক্রমে প্রমাণাভাবাৎ পূর্ব্বস্মিন্নেবাহনি শ্রাদ্ধম্।

(খ) আপরাহ্ণিকাস্তথা জ্ঞেয়া পিত্রর্থে চ শুভাবহাঃ॥

অত্রাপরাহ্ণঃ সূক্ষ্মকালঃ বক্ষ্যমাণেষু অপরাহ্ণেষু অন্ততমো বেদিতব্যঃ। অতঃ পূর্ব্বদিনসংবন্ধিনী মৃতাহতিথিঃ সাংবৎসরিকেঽভ্যুপেয়া। সা চ যদ্যপরাহ্ণে ত্রিমুহূর্ত্তা ভবেৎ তদৈব গ্রাহ্যা, নতু ত্রিমুহূর্ত্তন্যূনা।

(গ) তদেবমস্তময়াৎ পূর্ব্বং ত্রিমুহূর্ত্তা গ্রাহেতি। পরিশেষ খণ্ড, শ্রাদ্ধকল্প।

উপর উক্ত তিন্টী সন্দর্ভ দ্বারা হেমাদ্রি, মৃতাহশ্রাদ্ধকাল নির্ণয় বিষয়ে তিনটী সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়াছেন,—(ক) যদি উভয় দিন কর্ম্মকাল ব্যাপ্তি হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্বদিন শ্রাদ্ধ করিবে। (খ) শ্রাদ্ধকর্ম্মের কাল অপরাহ্ণ। যত প্রকার অপরাহ্ণ বলা হইবে, তাহার মধ্যে যে অপরাহ্ণটীর কাল সূক্ষ্ম সেই অপরাহ্ণই (পঞ্চধা বিভক্ত) এস্থলে গ্রাহ্য। অতএব যদি পূর্ব্ব দিনের মৃতাহ তিথি অপরাহ্ণে ত্রিমুহূর্ত্ত হয়, তবেই সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধে উপাদেয় হইবে। ত্রিমুহূর্ত্তন্যূন হইলে উপাদেয় হইবে না। (গ) অতএব অস্তময়ের পূর্ব্ব ত্রিমুহূর্ত্ত তিথিই গ্রাহ্য।

উভয়দিন পঞ্চধা বিভক্ত অপরাহ্নে তিন মুহূর্ত্ত মৃতাহ তিথির থাকা স্বীকার করাতেই তিথির তিন মুহূর্ত্ত বৃদ্ধি স্বীকার করা হইয়াছে। তিন মুহূর্ত্তের পরিমাণ সকল অবস্থাতেই পাঁচ দণ্ডের অধিক।

৩। যদা তু গ্রীষ্মদিনাস্তাঘটিকায়াং পর্ব্বসন্ধিঃ, মুহূর্ত্তত্রয়হ্রাসাচ্চ প্রাতঃ পর্ব্বদ্বিতীয়াংশঃ, পরেদ্যুস্ত্রিমুহূর্ত্তা দ্বিতীয়া, তদা পর্ব্বদ্বিতীয়াংশে যাগঃ। * * *

যদা তু মুহূর্ত্তত্রয়াদূর্দ্ধং পূর্ব্বেদ্যুঃ পর্ব্বচতুর্থাংশস্য প্রবেশঃ পরেদ্যুশ্চ মুহূর্ত্তষট্‌কাদূর্দ্ধং প্রতিপচ্চতুর্থাংশঃ স্যাৎ, তদা পরেদ্যুর্যাগঃ মুহূর্ত্তষট্‌কাৎ প্রাক্ প্রবেশে তু পূর্ব্বেদ্যুঃ। ৮ অং। পরিশেষ খণ্ড।

এস্থলে হেমাদ্রির গ্রীষ্মকালে তিথির তিন মুহূর্ত্ত হ্রাস স্বীকার করাতেই ছয় দণ্ডের অধিক হ্রাস স্বীকার করা হইয়াছে। যেহেতু গ্রীষ্মকালের তিন মুহূর্ত্ত ছয় দণ্ডের অধিক হয়। এবং, পূর্ব্বদিন পর্ব্ব তিথির চতুর্থাংশ তিন মুহূর্ত্তের পর হয়, আর পর দিন প্রতিপদের চতুর্থাংশ ছয় মুহূর্ত্তের পর হয়,— এই কথা বলাতেই তিথির বৃদ্ধি পাঁচ দণ্ডের অধিক হয় বলা হইয়াছে।

৪। বৃদ্ধগৌতমঃ,—মধ্যাহ্নব্যাপিনী যা স্যাৎ সৈকোদ্দিষ্টে তিথির্ভবেৎ।
অপরাহ্নব্যাপিনী যা পার্ব্বণে সা তিথির্ভবেৎ॥

যদাপি তিথিবৃদ্ধিবশাৎ উভে অপি সমগ্রং কর্ম্মকালং ব্যাপ্নুতঃ, ক্ষয়বশাদ্বা কর্ম্মকালং ন স্পৃশতঃ তদাপ্যুত্তরৈব গ্রাহ্যা। ১১ অং। পরিশেষ খণ্ড।

হেমাদ্রি এখানে বৃদ্ধগৌতমের বচন অনুসারে মধ্যাহ্নব্যাপী তিথি একোদ্দিষ্টে ও অপরাহ্নব্যাপী তিথি পার্ব্বণে উপযুক্ত স্থির করিয়া তিথি বৃদ্ধি বশতঃ উভয় দিন তিথি সমগ্র কর্ম্মকাল ব্যাপিলে পরদিন শ্রাদ্ধের বিধান দিয়াছেন, তিথির উভয় দিন কর্ম্মকাল ব্যাপ্তি, তিন মুহূর্ত্ত বৃদ্ধি না হইলে, যে, হইতে পারে না, তাহা বার বার দেখান হইয়াছে।

৫। (ক) যদা হি তিথিবৃদ্ধিবশাৎ দ্বে অপি সমগ্রং অপরাহ্নং ব্যাপ্নুতঃ, তদা সাম্যবদ্বৃদ্ধাবপি * * * পূর্ব্বতিথিগ্রহণস্য যুক্তত্বাত্। তথা দিনদ্বয়ে অপরাহ্নৈকদেশব্যাপিত্বে সাম্যে পূর্ব্বেতি বক্ষ্যতে। তথা দিনদ্বয়ে সমগ্রাপরাহ্নব্যাপিত্বে বৃদ্ধাবপি পূর্ব্বেতি। তত্র সাম্যে তিথিঃ পূর্ব্বৈব গ্রাহ্যা।

(খ) তেন যদা তিথির্বৃদ্ধিবশাদ্ দিনদ্বয়েঽপি সমগ্রাপরাহ্নব্যাপিনী তদা পূর্ব্বৈব।

(গ) যদা তু পূর্ব্বদিনে অস্তময়াত্ পূর্ব্বক্ষণে তিথিযোগঃ উত্তরদিনে চ অস্তময়াদুপরি ত্রিমুহূর্ত্তযুক্তা, তদা উত্তরমহঃ শ্রাদ্ধকালঃ। * * * অনেন উত্তরদিনে অস্তময়াদুপরি ত্রিমুহূর্ত্তানুবৃত্ত্যভাবেঽস্তগামিনী পূর্ব্বতিথিরেব গ্রাহ্যেত্যর্থাদুক্তম্। ১১ অং। পরিশেষ খণ্ড।

হেমাদ্রির 'কালনির্ণয়সংক্ষেপ' গ্রন্থে হেমাদ্রির মত সংক্ষেপে স্পষ্টরূপে দেখান আছে। অতএব ঐ গ্রন্থ হইতেও একটী সন্দর্ভ তুলা যাইতেছে;— অথ শ্রাদ্ধতিথেঃ খণ্ডত্বে নির্ণয়ঃ। পার্ব্বণে বহ্বপরাহ্নগা তিথির্গ্রাহ্যা। দিনদ্বয়েঽপ্যপরাহ্নব্যাপ্তাবব্যাপ্তৌ বা তিথিক্ষয়ে পূর্ব্বা বৃদ্ধিসাম্যয়োশ্চোত্তরা। দিনদ্বয়েঽপি সাম্যেন অল্পকালসম্বন্ধে তু পরা।

এই সকল সন্দর্ভেই উভয় দিন কর্ম্মকাল বা তিন মুহূর্ত্ত ব্যাপ্তির কথার উল্লেখ থাকায় ৫ দণ্ডের ও অধিক তিথি বৃদ্ধি হয় পাওয়া যাইতেছে।

হেমাদ্রির গ্রন্থে আরও অনেক এরূপ সন্দর্ভ আছে, যাহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, যে, হেমাদ্রি 'বাণবৃদ্ধীরসক্ষয়ঃ' পরিভাষার খাতির করিতেন না; তিনি ৫দণ্ডেরও অধিক বৃদ্ধি হয়, এবং ৬ দণ্ডেরও অধিক ক্ষয় হয় অঙ্গীকার করিয়া, অনেক স্থলে অনেক ব্যবস্থা স্থির করিয়া গিয়াছেন; অনাবশ্যক বিধায় ঐ সকল সন্দর্ভ উদ্ধৃত করা গেল না।

অতঃ পর উত্তরদাতা মহাশয় (৪—৫ পৃষ্ঠাতে) হেমাদ্রি হইতে যে কএকটী সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঐ কএকটী সন্দর্ভ দ্বারা তাঁহার কোন উপকার হইয়াছে কি না দেখান যাইতেছে।

প্রথম সন্দর্ভটী পরিশেষ খণ্ডের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের একাদশী প্রকরণ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সন্দর্ভেরই শেষ অংশ টুকু ('ষড়্ঘটিকান্তক্ষয়স্য জ্যোতিঃ-শাস্ত্রপ্রসিদ্ধত্বাৎ') আবার ১১শ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়া এক দীর্ঘচ্ছন্দে বক্তৃতা করা হইয়াছে। এবং "শ্রীমহেন্দ্রনাথ শর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত প্রাচীন মতানুসারিণী সন্ধিপূজা ব্যবস্থা" পুস্তকে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বাবু তাঁহার হেতুবাদের মধ্যে (৪ পৃঃ) ঐ বচনাংশ টুকু তুলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। এবং উহা হইতে এক সিদ্ধান্ত উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁহার লেখা এই,—"ধর্ম্মকার্য্যের উপযোগী যে তিথি তাহার চরমক্ষয় ৬ দণ্ড ইহার প্রমাণ মুখে হেমাদ্রি বলিয়াছেন "ষড়্ঘটিকান্তক্ষয়স্য জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রসিদ্ধত্বাৎ" ৬ দণ্ড পর্য্যন্ত ক্ষয়

জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনা প্রক্রিয়া সিদ্ধ, ইহাতেই বিবেচনা করিয়া দেখুন, জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা প্রণালী দুইরূপ, একরূপ বীজ সংস্কার দিয়া আর একরূপ বীজ সংস্কার না দিয়া, বীজ সংস্কার দিয়া গণনা করিলে তিথির ক্ষয় ১০ দণ্ড পর্য্যন্ত হইবে।"

মহেন্দ্র বাবু "নিজের মতের উপর কিছুমাত্র নির্ভর" করেন নাই; তিনি "বহুতর প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিত ও জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিতের সহিত মিলিত হইয়া যাহা উত্তর স্থির" করিয়াছেন, "এবং যাহাঁদের ব্যবস্থানুসারে এই প্রদেশে ধর্ম্ম কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, সেই সকল পণ্ডিত মহাশয়গণ যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাই প্রকাশ" করিয়াছেন।

এমত অবস্থায় সধারণে সহজেই বুঝিবেন যে, হেমাদ্রির পূর্ব্ব উল্লিখিত সন্দর্ভটী "রসক্ষয়ঃ" পরিভাষার পক্ষে রক্ষাকবচ বা ব্রহ্মাস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে। শুনিতে পাই, কোন কোন মহাত্মা, না কি, ঐ কথাই বলিয়া থাকেন।

আমাদের সন্ধিপূজার ব্যবস্থাপক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বাবু, যেরূপ স্মার্ত্ত, জ্যোতির্ব্বিদ ও ব্যবস্থাপক পণ্ডিত মহাশয়দের দোহাই দিয়াছেন, তাহাতে উহার বিপক্ষে মাদৃশ লোকের কোন কথা বলাই দায়; বলিলে হয় ত, সাধারণে অমাকেই গর্ব্বিত বলিবেন, বা পাগল বলিয়া গাএ ধূল দিবেন। এ দিকে আবার চুপ করে গেলে, উত্তরদাতা মহাশয় জ্ঞানতঃই হউক আর অজ্ঞানতঃই হউক আমাদের চক্ষে যে 'ধূলীমুষ্টি প্রক্ষেপ' করিয়াছেন, তাহা বাহির করা হয় না। সুতরাং আমার ধূল এড়াইবার উপায় নাই। যখন উপায়ই নাই, তখন গাএর ধূল স্বীকার করিয়া চক্ষুর ধূল বাহির করিয়া দেওয়াই ভাল। উহাতে, আমার চক্ষুর ধূল যাইবে কিন্তু সাধারণের চক্ষু ফুটিবে, এবং উত্তরদাতা মহাশয় ও তন্মতাবলম্বী মহাত্মাদের চক্ষুর্দান দেওয়া হইবে।

বলিলে বড়ই ধৃষ্টতা হয়, না বলিলেও সত্যের অপলাপ হয়। তাই অত্যন্ত সঙ্কুচিত চিত্তে বলিতে বাধ্য হইতেছি,—উত্তরদাতা মহাশয় ও তন্মতাবলম্বী মহাত্মারা, হয়, হেমাদ্রির ঐ দুরূহ সন্দর্ভটীর প্রকৃত অর্থ উদ্ভাবন করিবার কষ্ট টুকু লন নাই, সুতরাং ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, না হয়, সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার খাতিরে, হেমাদ্রির পরিশেষ খণ্ড দেখাইয়া আমাদের ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ভুলাইবার চেষ্টা নহে, ভ্রমেই

পড়িয়াছেন, তাহাতে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ"। আমার এইরূপ বলিবার বিশিষ্ট কারণ আছে। তাহা প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে হেমাদ্রির গ্রন্থের অভিপ্রেত অর্থ সংক্ষেপে বলা যাইতেছে,—

উদয়াত্ প্রাগ্ যদা বিপ্র মুহূর্ত্তদ্বয়সংযুতা।
সম্পূর্ণৈকাদশী নাম, তত্রৈবোপবসেদ্গৃহী ॥১॥
পুনঃ প্রভাতসময়ে ঘটিকৈকা যদা ভবেত্।
তত্রোপবাসো বিহিতশ্চতুর্থাশ্রমবাসিনাম্ ॥২॥
বিধবাপি চ তত্রৈব পরতো দ্বাদশী নচেৎ।

এই গরুড় পুরাণের প্রথম বচনে, সম্পূর্ণা একাদশীর আরম্ভ অরুণোদয় হইতে ধরিতে হইবে বুঝাইতেছে, কিন্তু উহার শেষসীমা কখন,—পরদিনের অরুণোদয়, না পরদিনের সূর্য্যোদয়? এ বচনে তাহার কোন উল্লেখ নাই; এবং দ্বিতীয় বচনের প্রভাত শব্দের অর্থ কি,—অরুণোদয় না সূর্য্যোদয়?

হেমাদ্রি, এই দুই প্রশ্নের এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন,—

'প্রথম দিন যদি অহোরাত্রব্যাপী সম্পূর্ণা একাদশী হয়, এবং ঐ একাদশী দ্বাদশীর দিন একদণ্ডও থাকে, তা হলে গৃহস্থ ও যতি পূর্ব্বদিন আর মোক্ষার্থী পরদিন উপবাস করিবে।'

এই স্কন্দ পুরাণ বচনে একাদশী অহোরাত্রব্যাপী হইলে সম্পূর্ণা হয় বুঝা যাইতেছে। অতএব স্কন্দ পুরাণ বচন পর্য্যালোচনা করিয়া জানা যাই-তেছে, যে গরুড় পুরাণের 'পুনঃ প্রভাতসময়ে' এই দ্বিতীয় বচনে এই ব্যবস্থা উক্ত হইয়াছে,—'অহোরাত্র ব্যাপী একাদশীর নাম সংপূর্ণা একাদশী; সংপূর্ণা একাদশীর পরদিন একাদশী এক দণ্ড থাকিলে তাহাতে * * *' ইত্যাদি। নচেৎ, গরুড় পুরাণের 'উদয়াত্ প্রাক্' এই প্রথম বচনে, অরুণোদয় হইতে অরুণোদয় পর্য্যন্ত স্থিত একাদশীকে সম্পূর্ণা বলা অভিপ্রেত নহে। এবং গরুড় পুরাণের 'পুনঃ প্রভাতসময়ে' এই দ্বিতীয় বচনে, (প্রভাতশব্দে অরুণোদয় ধরিয়া লইয়া) অরুণোদয় কালে পরদিন একাদশী একদণ্ড থাকিলে তাহাতে * * * ইত্যাদি ব্যবস্থাও উক্ত হয় না।

হেমাদ্রি এইরূপে নিজের সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়া, তাহার উপর অরুণো-দয়ান্তিথির সংপূর্ণতা-বাদীদের দুইটী আপত্তি তুলিয়াছেন,—

প্রথম,—'যদি সংপূর্ণা একাদশীর শেষ সীমা সূর্য্যোদয় হয়, তা হলে 'পুনঃ-প্রভাতসময়ে' এই বচনে 'প্রভাত' শব্দ অসঙ্গত হয়, যে হেতু, অমরসিংহ-প্রভৃতি বলিয়াছেন 'প্রত্যূষ ও প্রভাত একপর্য্যায়(একার্থক) শব্দ। 'প্রত্যূষ' শব্দে অরুণোদয় বুঝায়। নারদীয় পদ্ম ও ভবিষ্যপুরাণ বচন অনুসারেও প্রতীত হয়, যে, প্রভাত শব্দ অরুণোদয় বাচক।'

দ্বিতীয়,—'যদি অরুণোদয় হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত থাকিলে একাদশী সম্পূর্ণা হয়, এবং ঐ একাদশী পরদিন সূর্য্যোদয়ের পর এক দণ্ড থাকে,—এই রূপ অর্থ গরুড় পুরাণ বচনের অভিপ্রেত হয়, তা হলে "পরতো দ্বাদশী নচেৎ" একথা উপপন্ন হয় না, যে হেতু পরম বৃদ্ধিই বলুন আর চরম বৃদ্ধিই বলুন, তাহার পর এককালে ছয় দণ্ড পর্য্যন্ত ক্ষয় হওয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ নহে।

হেমাদ্রি, এই আপত্তির এই উত্তর দিয়াছেন,—'পুনঃ প্রভাতসময়ে'-এই গরুড় পুরাণের দ্বিতীয় বচনটী যদি 'প্রথমেঽহ্নি তু সম্পূর্ণা' এই-স্কন্দপুরাণ বচনের সহিত একার্থক বলা যায় তা হলে উভয়ের মূল একটী শ্রুতি কল্পনা করিলেই হয়, দ্বিতীয় শ্রুতি আর কল্পনা করিতে হয় না; আপত্তিকারীর মতে দ্বিতীয় শ্রুতি কল্পনা আবশ্যক। আর এক কথা, 'প্রভাত' শব্দের অর্থ অরুণোদয় কাল কেবল অরুণোদয় নহে, সুতরাং প্রভাত শব্দে 'অরুণোদয় কাল' অর্থ করিলে কালবোধক সময়শব্দ আর আবশ্যক হয় না, অনর্থক হয়। পক্ষান্তরে প্রভাত শব্দে 'সূর্য্যোদয়' অর্থ হইলে, সূর্য্যোদয়ের সময় অনা-য়াসেই বলা যাইতে পারে।

এইরূপ নানা যুক্তি দ্বারা আপত্তি খণ্ডন করিয়া উপসংহারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—'উদয়াৎ প্রাগ্‌যদা বিপ্র মুহূর্ত্তদ্বয়সংযুতা।' গরুড় পুরাণের এই প্রথম বচনের অর্থ,—('উদয়াৎ প্রাক্', অর্থাৎ 'উভয়দিবসে') উভয় দিন যদি উদয়ের পূর্ব্ব দুই মুহূর্ত্ত একাদশী থাকে, তবে ঐ একাদশীকেও সম্পূর্ণা বলা যায়। অতএব 'সংপূর্ণা একাদশী দুই প্রকার, অহোরাত্রব্যাপী এবং অরুণোদয় হইতে পরদিনের সূর্য্যোদয়পর্য্যন্তস্থায়ী। তন্মধ্যে অহোরাত্রব্যাপী তিথিতে সংপূর্ণা শব্দপ্রয়োগ মুখ্য; অরুণোদয় হইতে আরব্ধ একাদশীতে সংপূর্ণা শব্দ প্রয়োগ গৌণ। তথাপি উহাকে সংপূর্ণা বলার তাৎপর্য্য, এই যে, যদিও অরুণোদয়কাল পূর্ব্বরাত্রের শেষাংশ, তথাপি তৎকালে দশমী থাকিলেও

তৎপর দিনের একাদশীকে দশমীবিদ্ধা বলিয়া গণ্য করিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। "হরিবাসরবর্জিতা" এই স্কন্দপুরাণ বচনে যে উদয়াদি উদয়ান্ত একাদশীর সংপূর্ণতা নিষেধ করা হইয়াছে, তাহারও এই অভিপ্রায়।'

হেমাদ্রির সন্দর্ভ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"স্কন্দপুরাণেঽপি,—প্রথমেঽহ্নি তু সম্পূর্ণা ব্যাপ্যাহোরাত্রমাশ্রিতা।
দ্বাদশ্যাঞ্চ তথা তাত দৃশ্যতে পুনরেব চ ॥১॥
ঘটিকা চ প্রদৃশ্যেত দ্বাদশ্যাং শিখিবাহন।
পূর্ব্বা কার্য্যা গৃহস্থৈস্তু যতিভিশ্চ তথা বিভো ॥২॥
দ্বাদশীসংযুতা কার্য্যা সদা বৈ মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।

এতদ্‌বচনপর্য্যালোচনয়া "পুনঃ প্রভাতসময়ে" ইতি বচনে অহোরাত্র-ব্যাপিন্যাং সংপূর্ণায়াং দ্বিতীয়দিনবিদ্যমানৈকঘটিকায়াং ইত্যাদি ব্যবস্থোক্তা ইতি প্রতীয়তে; ন তু অরুণোদয়াদারভ্যারুণোদয়ং যাবদবস্থিতা 'উদয়াৎ প্রাগ্‌'ইতি বাক্যে সংপূর্ণা বিবক্ষিতা; 'পুনঃ প্রভাতসময় ইতি' চ অরুণোদয়ে বিদ্যমানৈকঘটিকায়ামিত্যাদি—ব্যবস্থা উক্তা।

যদি সূর্য্যোদয় উত্তরাবধিঃ তদা অরুণোদয়বাচী প্রভাতশব্দো নোপ-পদ্যতে, তথা হি "প্রত্যুষোঽহর্মুখং কল্যমুষঃপ্রত্যূষসী অপি প্রভাতঞ্চ" ইত্যাদিনা অমরসিংহাদিভিঃ প্রত্যূষপর্য্যায়ঃ প্রভাতশব্দোঽভিহিতঃ, স চারুণোদয়বাচী; "অম্লায়ামথ"ইতি দ্বাদশীনিয়মদর্শনাবসরপঠিতে নারদীয়-বাক্যে চ 'অরুণোদয়ে' স্নানাদি অভিধায় 'প্রত্যূষে স্নানমাচরেদ্‌' ইত্যুপ-সংহারাৎ। তথা "যদা ভবতি" ইতি তত্রৈব পঠিতে পাদ্মবচনে 'উষঃকালে' স্নানাদি কার্য্যমিত্যভিহিতং। "অম্লায়ামথ" ইতি ভবিষ্যপুরাণবাক্যে 'অরুণোদয়ে' ইতি। তেন অরুণোদয়বাচ্যুষঃশব্দপর্য্যায়ঃ প্রভাতশব্দ-স্তদ্‌বচনঃ। তথা 'পরতো দ্বাদশী ন চেৎ'ইতি নোপপদ্যেত, পরমবৃদ্ধের-নন্তরদিনে ষড়্‌ঘটিকান্তক্ষয়স্য জ্যোতিঃশাস্ত্রাপ্রসিদ্ধত্বাদিতি।

উচ্যতে, যদা 'পুনঃ প্রভাতসময়ে' ইতি বাক্যং 'প্রথমেঽহ্নি তু সংপূর্ণা' ইত্যেতদ্‌বচনসমানার্থং সম্ভবেৎ, তদৈতন্মূলভূতয়ৈব শ্রুত্যা উপপত্তের্ন মূলান্তরকল্পনা, অন্যথা সা স্যাদ্‌। ভবৎপক্ষে চ সময়শব্দবৈয়র্থ্যং, অস্মৎপক্ষে চ 'প্রভাতসময়' ইতি ষষ্ঠীসমাসাশ্রয়ণান্ন কশ্চিদ্দোষঃ। 'উদয়াৎ প্রাগ্‌' ইতি

'আদিত্যোদয়বেলায়াম্' ইতি বচনদ্বয়স্য, দিনদ্বয়েঽপি উদয়াৎ প্রাচীনমুহূর্ত্ত-দ্বয়ে বিদ্যমানা সংপূর্ণা'ইত্যত্তদর্থপরত্বেন ব্যাখ্যানোপপত্তেশ্চ * * * * * * তেন দ্বিবিধৈকাদশী সংপূর্ণা,—অহোরাত্রব্যাপিনী অরুণোদয়াদারভ্য দ্বিতীয়সূর্য্যোদয়পর্য্যন্তমবস্থিতা চ। তত্রাপি সর্ব্বতিথিসাধারণঃ পূর্ব্বস্যাং সম্পূর্ণাশব্দো মুখ্যঃ, ন দ্বিতীয়ায়াং; অনেকার্থত্বাপাতাৎ। উদয়াৎ প্রাগ্ ঘটিকাচতুষ্টয়েঽপি বিদ্যমানায়াঃ সংপূর্ণেত্যভিধানঞ্চ অরুণোদয়বেধ-নিবারণার্থং। 'হরিবাসরবর্জিতা চ' ?" ॥

যে যে কারণে, উত্তরদাতা মহাশয় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন্, ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, সে কারণ গুলি এই,——(১) প্রথমেই ত "বিস্ মিল্লায় গলদ্" করিয়া বসিয়াছেন্; তিনি 'সূর্য্যোদয়ঃ' এই প্রথমান্ত পদকে সপ্তম্যন্ত (সূর্য্যোদয়ে) করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'সূর্য্যোদয় যদি উত্তরাবধি হয়' এই অর্থ বুঝাইতে সূর্য্যোদয় পদে কথনই সপ্তমী হইতে পারে না। মুদ্রিত পুস্তকে "যদি সূর্য্যোদয় উত্তরাবধিঃ" এরূপ সন্ধি করা পাঠ আছে। উত্তরদাতা মহাশয় অভিসন্ধি করিয়া সূর্য্যোদয়ে সাহস পূর্ব্বক সন্ধিচ্ছেদ করিয়াছেন, কিন্তু অর্থ সঙ্গতি হইল না ইহাই দুঃখ। অথবা সূর্য্যোদয়ে সন্ধিচ্ছেদ করিলে অর্থ সঙ্গতির সম্ভাবনাই বা কি!

(২) উত্তরদাতা মহাশয়, "ল্যাজা মুড়া (প্রথম ও শেষ অংশ) বাদ" দিয়া হেমাদ্রির সন্দর্ভটী উদ্ধৃত করিয়াছেন,—হেমাদ্রি প্রথমতঃ নিজের মত তৎপরে উহাতে পরের দুইটি আপত্তি দেখাইয়া শেষে স্বমত সংস্থাপন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা এইমাত্র দেখাইয়া দিয়াছি। উত্তরদাতা মহাশয় হেমাদ্রির কথা এককালে ছাড়িয়া দিয়া অপরের আপত্তি ("যদি সূর্য্যোদয় উত্তরাবধি." ঐই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া "জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রসিদ্ধত্বাত্" পর্য্যন্ত) মাত্র তুলিয়াছেন ও তাহাই হেমাদ্রির বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। পূর্ব্বাপর অংশ না থাকায় উহার অর্থ বুঝা ভার। হেমাদ্রির প্রকৃত অর্থ আমরা গ্রহণ করিতে না পারি,—এই অভিপ্রায়ে যদি হেমাদ্রির সারাংশ গোপন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই বলিব,—উত্তরদাতা মহাশয়ের বুঝা ভুল হইয়াছে, হেমাদ্রিকে কি আর গোপন করা চলে, ইংরাজ রাজ প্রসাদে হেমাদ্রি যে এক্ষণে প্রকাশিত ও সুপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে।

প্রকৃত বিষয়ের সহিত যে অংশটুকুর সম্বন্ধ আছে ঐ অংশটুকু মাত্র তোলা অভিপ্রেত হইলে "পরমবৃদ্ধেরনন্তরদিনে ষড়্ঘটিকান্তক্ষযস্য জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রসিদ্ধত্বাৎ'' এই টুকু মাত্র তুলিলেই যথেষ্ট হইত। পবনতনয়ের গন্ধমাদন আনয়নের ন্যায় এত দীর্ঘ সন্দর্ভ তুলিয়া পাঠকগণকে বুঝিবার কষ্টে ফেলিবার কোন আবশ্যক ছিল না।

(৩) মুদ্রিত পুস্তকে যেরূপ পাঠ আছে, অবিকল সেইরূপ পাঠ ধরিয়া "যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং" কথাটী কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। মুদ্রিত পুস্তকে পাঠ আছে, 'অমরসিংহাদিভিঃ প্রভাতশব্দোঽভিহিতঃ, স চারুণোদয়বাচী প্রত্যুষ পর্য্যায়ঃ'। উত্তরদাতা মহাশয় 'মাছীমারা' গোচ করিয়া তাহাই তুলিয়াছেন্। উহার অর্থ এই হয়,—অমরসিংহ প্রভৃতি প্রভাত শব্দ বলিয়াছেন্, তাহা অরুণোদয়বাচী প্রত্যুষপর্য্যায়। অমরসিংহ প্রভৃতি 'প্রভাত শব্দ অরুণোদয় বাচী' বলিয়াছেন প্রমাণ করিতে গিয়া, 'অমরসিংহ প্রভৃতি প্রভাত শব্দ বলিয়াছেন্' এ কথা বলা নিতান্ত অসম্বদ্ধ হইয়া পড়ে।

এস্থানের হেমাদ্রি পুস্তক অশুদ্ধ বলিয়া অন্য স্থান হইতে বিশুদ্ধ পুস্তক আনিবার চেষ্টা করি। এক্ষণে যে যে পুস্তক সংগ্রহ হইয়াছে, সে সকলই অশুদ্ধ। তথাপি "অশুদ্ধমশুদ্ধেন শোধয়েৎ" এই প্রবাদের ফল পাইয়াছি। বিকেনিআর রাজবাটী হইতে যে পুস্তক আনাইয়াছি, উহাতে পাঠ আছে,—"অমরসিংহাদিভিঃ প্রত্যুষ পর্য্যায়ঃ প্রভাতশব্দোঽভিহিতঃ, স চ অরুণোদয়বাচী। ইহার অনুবাদ এই,—অমরসিংহ প্রভৃতি প্রভাতশব্দকে প্রত্যূষশব্দের সহিত একার্থক বলিয়াছেন্। প্রত্যুষশব্দ অরুণোদয়বাচী। এই পাঠ প্রকৃতের সহিত বিলক্ষণ সম্বন্ধ হইতেছে। উত্তরদাতা মহাশয়ের অর্থের দিকে দৃষ্টি থাকিলে আর পূর্ব্ব প্রদর্শিত অসংলগ্ন পাঠ তুলিতেন না, মনে হয়।

(৪) পূর্ব্বে দেখাইয়া দিয়াছি, যে সন্দর্ভটী উত্তর দাতা মহাশয় তুলিয়াছেন, উহাতে হেমাদ্রির মতের বিপক্ষের আপত্তিটী মাত্র উদ্ধৃত হইয়াছে; সুতরাং উহা হেমাদ্রির উক্তি বলিয়া প্রমাণ মধ্যে গণ্য হইতেই পারে না, অথচ গণ্য করা হইয়াছে, তাহাতেই বোধ হয়, উত্তরদাতা মহাশয় যথাযথরূপে উদ্ধৃত সন্দর্ভটীর মর্ম্মগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন নাই।

(৫) 'তিথির স্বাভাবিক পরিমাণ ষাট্ ৬০ দণ্ড, আর চরম ক্ষয় ৬ দণ্ড,

তিথির পরিমাণ কখনই ৫৪ দণ্ডের ন্যূন হয় না' এই মত সংস্থাপন করিতে উত্তরদাতা মহাশয় উপর উক্ত সন্দর্ভটী তুলিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে ওকথা কিছুই নাই,—ইহা উত্তরদাতা মহাশয়ের অভিমত পাঠ অনুসারেই দেখাইয়া দিতেছি, "পরমবৃদ্ধেরনন্তরদিনে ষড়্ঘটিকান্তক্ষয়স্য জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রসিদ্ধত্বাৎ" (যে হেতু তিথির চরম বৃদ্ধির পর দিন ৬ দণ্ড পর্য্যন্ত ক্ষয় হওয়া জ্যোতিঃ-শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে।) এই সন্দর্ভ হইতে এই মাত্র জানা যায়,—পূর্ব্ব দিনের তিথির যদি চরম বৃদ্ধি (উত্তরদাতার মতে ৫ দণ্ড পর্য্যন্ত) হয়, তাহা হইলে পরদিনের তিথির ৬ দণ্ড পর্য্যন্ত ক্ষয় হইতে পারে, যেমন পূর্ব্ব দিনের প্রতিপদ তিথির পরিমাণ যদি ৬৫ দণ্ড হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয়ার পরিমাণ ৫৯ দণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে। এবং পূর্ণিমার পরিমাণ ৫৭ দণ্ড ও প্রতিপদের পরিমাণ ৬২ দণ্ড হইলে দ্বিতীয়ার পরিমাণ ৫৬ দণ্ড হইতে পারে। ইহার সহিত 'তিথি ৫৪ দণ্ডের ন্যূন হয় না' এ কথার কি সম্বন্ধ আছে।

বিশেষ এ সন্দর্ভে তিথির পরম বৃদ্ধির পরে কিরূপ ক্ষয় হয় তাহারই মাত্র কথা আছে, পূর্ব্ব তিথির সমভাব, অল্প বৃদ্ধি বা অল্প হ্রাস হইলে পর তিথির কত পরিমাণে হ্রাস হইতে পারে, তাহার কোন কথারই এখানে উল্লেখ নাই। সুতরাং এই সন্দর্ভ হইতে 'তিথির চরম ক্ষয় ৬ দণ্ড' সিদ্ধান্ত করা 'ষড়্-ঘটিকান্তক্ষয়স্য' এই শব্দ দৃষ্টিমূলক, অর্থাবগমনিবন্ধন নহে,—ইহা অগত্যা বলিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে।

(৬) উত্তরদাতা মহাশয় প্রশ্নোত্তরে এবং মহেন্দ্র বাবু, প্রধান প্রধান স্মার্ত্ত জ্যোতির্বিদ্ ও ব্যবস্থাপক পণ্ডিতদের সহিত মিলিত হইয়া সন্ধি পূজার ব্যবস্থা পত্রে (৪ পৃঃ) "ষড়্ঘটিকান্তক্ষয়স্য জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রসিদ্ধত্বাত্"-"এই সন্দর্ভে জ্যোতিঃ শাস্ত্রের আকারচ্ছেদ করিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রের আকার চ্ছেদ করিয়াছেন, এবং হেমাদ্রিরই হউক আর পাঠকমহাশয়দের বিচারে যাহারই হউক মস্তকচ্ছেদ করিয়া বসিয়াছেন। এখানে 'জ্যোতিঃশাস্ত্র-প্রসিদ্ধত্বাত্' পাঠ নহে, "জ্যোতিঃশাস্ত্রাপ্রসিদ্ধত্বাত্" পাঠ।

"জ্যোতিঃশাস্ত্রাপ্রসিদ্ধত্বাত্" পাঠই যে প্রকৃত; তাহা নির্ণয় করিবার দুইটী প্রবল কারণ আছে, প্রথম কারণ,—এরূপ পাঠ না হইলে গ্রন্থ লাগে না,—স্থলের গ্রন্থ এই,—"তথা 'পরতো দ্বাদশী ন চেদ্' ইতি নোপপদ্যেত

পরমবৃদ্ধেরনন্তরদিনে ষড়্ঘটিকান্তক্ষয়স্য জ্যোতিঃশাস্ত্রাপ্রসিদ্ধত্বাত্" অর্থাৎ অরুণোদয় হইতে দ্বিতীয় দিনের সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত স্থায়ী একাদশীকে যদি সংপূর্ণা বলা হয়, এবং ঐরূপ সংপূর্ণা একাদশী পরদিন (দ্বিতীয় দিন) এক দণ্ড থাকে বলা বচনের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে 'পরদিন (তৃতীয় দিন) যদি দ্বাদশী না থাকে' বলা সংলগ্ন হইতে পারে না, যে হেতু পরমবৃদ্ধির পর ৬ দণ্ড পর্য্যন্ত ক্ষয় হওয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ নহে। অথচ ৬ দণ্ড ক্ষয় আবশ্যক। এক্ষণে দেখুন যদি 'জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রসিদ্ধত্বাৎ' এই রূপ পাঠই প্রকৃত হয়, তাহা হইলে ত তৃতীয় দিবসে দ্বাদশী না থাকাই সম্ভব, তবে আর 'লোপপদ্যত' কথাটি সংলগ্ন হয় কৈ? দ্বাদশীর তৃতীয় দিন থাকার অনুকূল হেতুকে তাহার প্রতিকূলে হেমাদ্রি প্রদর্শন করিয়াছেন্ বলা আর হেমাদ্রিকে কাণ্ড জ্ঞানশূন্য বলার বিশেষ তফাৎ নাই।

দ্বিতীয় কারণ, পূর্ব্বদিন একতিথি একবারে বাড়িয়া স্বর্গে উঠিয়া গেল, আর তাহার পরদিনই অপর তিথি একবারে ৬ দণ্ড কমিয়া পাতালে পড়িল একথা কোন জ্যোতিঃশাস্ত্রেই প্রসিদ্ধ নহে এবং ঘটনাতেও ঘটে না।

এবিষয়ে নিজের ভ্রম হইয়াছে কি না? জানিবার নিমিত্ত অপক্ষপাতী সত্যনিষ্ঠ নানাশাস্ত্রবিশারদ পঞ্জিকাপরিবর্ত্তনে সংদিহান কোন এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রথমশ্রেণীর অধ্যাপককে এই সন্দর্ভটী দেখাই। তিনি সন্দর্ভটী পাঠ করিবামাত্র বলিলেন,—এখানে 'জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রসিদ্ধত্বাৎ' পাঠ ভুল, 'জ্যোতিঃশাস্ত্রাপ্রসিদ্ধত্বাৎ' পাঠ হইবে, নচেৎ গ্রন্থ লাগে না। এবং চরম বৃদ্ধির পর ৬ দণ্ড পর্য্যন্ত ক্ষয় হওয়াও অসম্ভব বোধ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে, উত্তরদাতা মহাশয়, মহেন্দ্রবাবু ও তাঁহার প্রধান প্রধান স্মার্ত্ত জ্যোতির্ব্বিদ্ ও ব্যাবস্থাপক মহাশয়দের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ হয় নাই। যাহা হউক 'জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রসিদ্ধত্বাৎ'ই পাঠ হউক, আর 'জ্যোতিঃশাস্ত্রাপ্রসিদ্ধত্বাৎ'ই পাঠ হউক, উহা দ্বারা উত্তরদাতা মহাশয় কোন ফলই পাইতেছেন্ না, তাহা অগ্রে দেখাইয়া দিয়াছি।

হেমাদ্রির পরিশেষ খণ্ডের একাদশী প্রকরণ হইতে উত্তরদাতা মহাশয় যে দ্বিতীয় সন্দর্ভটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে মন্তব্য পূর্ব্বেই (৬৪ পৃঃ) প্রকাশ করা হইয়াছে।

হেমাদ্রির পরিশেষ খণ্ডের ৮ অধ্যায় পর্ব্বসন্ধি প্রকরণ হইতে যে সন্দর্ভটী তুলিয়াছেন, তাহার প্রথমাংশ এই "কিন্তু আদিত্যবারে ষষ্টিনাড়িকায়াং অমাবস্যায়াং সত্যাং প্রতিপদি ঘটিকাদ্বয়বৃদ্ধ্যা অথ সোমবারং ব্যাপ্য মঙ্গলবারে ঘটিকাদ্বয়মাত্রায়াং প্রতিপদি প্রতিপৎসংযুক্তা দ্বিতীয়া জাতেতি।" শেষাংশ এই "যদ্যপি অত্যন্তহ্রাসো ভবতি, তথাপি ত্রিমুহূর্ত্তাধিকহ্রাসাভাবাৎ সপ্তবিংশতিমুহূর্ত্তন্যূনা দ্বিতীয়া কদাচিৎ ন সম্ভবতি।"

শেষ সন্দর্ভ দ্বারা জানা যাইতেছে,—'তিথির হ্রাস কখনই তিন মুহূর্ত্তের বেশী হয় না, সুতরাং তিথির পরিমাণ ও কখনই ২৭ মুহূর্ত্তের কম হয় না *।

এই সন্দর্ভের উপর কোন মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্ব একটা কথা বলি। হেমাদ্রির কালনির্ণয় খণ্ডের কিয়দংশ কিংবা আমরা ও উত্তরদাতা মহাশয় যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি ও করিয়াছেন, অন্ততঃ ঐ সকল অংশ একটু মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলেই স্পষ্ট প্রতীত হয়, যে, হেমাদ্রি "বাণবৃদ্ধী-রসক্ষয়ঃ" এ নিয়ম মানিতেন্ না, এবং এ নিয়ম অনুসারে ব্যবস্থাও স্থির করেন নাই। তিনি "কি কর শ্বশুর কাটা কুট দিন তিন্ পল বাড়া তুট" গোচ তিথির চরম হ্রাস ও চরম বৃদ্ধির পরিমাণ তিন্ মুহূর্ত্ত মানিতেন। তবে তাঁহার পূর্ব্বকালিক হরিহর প্রভৃতি কোন কোন পণ্ডিত তিথির চরম ক্ষয় ৬ দণ্ড মাত্র মানিতেন,—তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে তিথির চরম হ্রাস ও বৃদ্ধির সহিত দণ্ডের কোন সম্পর্কই নাই, মুহূর্ত্তেরই সম্পর্ক; তাই তিনি, তিথির চরম বৃদ্ধির বা হ্রাসের যেখানে সম্বন্ধ আছে, সেখানে মুহূর্ত্ত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন্; আর যেখানে সে সম্বন্ধ নাই, সেখানে দণ্ড বাচক 'ঘটিকা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার উদাহরণের জন্য অন্য স্থানে যাইতে হইবে না। উত্তরদাতা মহাশয়ের উদ্ধৃত এই সন্দর্ভটীরই প্রতি দৃষ্টিপাত করুন্ দেখিতে পাইবেন,—শেষাংশে চরম হ্রাসের সহিত সম্পর্ক আছে বলিয়া মুহূর্ত্ত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু প্রথম অংশে তাহা নাই বলিয়া ঘটিকা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

---

* এস্থলে বলা আবশ্যক, যে সময় (গ্রীষ্ম বা শীত, দিবা বা রাত্রি) তিথিক্ষয় হয়, ঐ সময়ের মুহূর্ত্ত ধরিয়াই তিন মুহূর্ত্ত গণনা করিতে হইবে। এবং যে সময় (দিবা বা রাত্রি) হইতে তিথিক্ষয় আরম্ভ হইবে এবং যে সময় শেষ হইবে ঐ সময়ের মুহূর্ত্ত ধরিয়া ২৭ মুহূর্ত্ত স্থির করিতে হইবে।

৬ দণ্ড আর তিন্ মুহূর্ত্ত একই কথা নহে। দণ্ডের পরিমাণ সকল সময়েই এক রূপ, মুহূর্ত্তের পরিমাণ সময় বিশেষে বিভিন্ন। মুহূর্ত্ত দুই প্রকার দিবামুহূর্ত্ত আর রাত্রিমুহূর্ত্ত। দিবসের ১৫ ভাগের এক ভাগের নাম এক দিবামুহূর্ত্ত, আর রাত্রির ১৫ ভাগের এক ভাগের নাম এক রাত্রিমুহূর্ত্ত। অতএব যখন দিবস ৩০ দণ্ড হইবে তখন দিবসের এক মুহূর্ত্তের পরিমাণ ২ দণ্ড হইবে, আর দিবসের পরিমাণ ৩৩ দণ্ড বা ২৭ দণ্ড হইলে দিবামুহূর্ত্তের পরিমাণও যথাক্রমে ২ দণ্ড ১২ পল ও ১ দণ্ড ৪৮ পল হইবে। এইরূপে রাত্রি মুহূর্ত্তেরও পরিমাণ কখন ২ দণ্ড, কখন বা ততোঽধিক, কখন বা তাহার কম হইবে। ইহা হেমাদ্রি, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের বচন অনুসারে স্থির করিয়াছেন,—

"ত্রিংশন্মুহূর্ত্তাশ্চ তথা অহোরাত্রেণ কীর্ত্তিতাঃ।
তেঽত্র পঞ্চদশ প্রোক্তা রাম নিত্যং দিবাচরাঃ ॥৪॥
উত্তরান্তু যদা কাষ্ঠাং ক্রমাদাক্রমতে রবিঃ।
তথা তথা ভবেদ্বৃদ্ধির্দিবসস্য মহাভুজ ॥৫॥
দিবসশ্চ যথা রাম বৃদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।
তদাশ্রিতমুহূর্ত্তানাং তথা বৃদ্ধিঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥৬॥
দিনবৃদ্ধির্যথা রাম দোষাহানিস্তথা তথা।
তদাশ্রিতমুহূর্ত্তানাং হানির্জ্ঞেয়া তথা তথা ॥৭॥
দক্ষিণাঞ্চ যদা কাষ্ঠাং ক্রমাদাক্রমতে রবিঃ।
দিবসস্য তথা হানির্জ্ঞাতব্যা তাবদেব তু ॥৮॥
ক্ষীয়ন্তে তস্য হানৌ তু তন্মুহূর্ত্তাস্তথৈব চ।
রাত্র্যাশ্রিতাশ্চ বর্দ্ধন্তে রাত্রিবৃদ্ধিস্তথা তথা ॥৯॥

এক্ষণে দেখুন,—"ত্রিমুহূর্ত্তাধিকহ্রাসাসম্ভবাৎ" এবং "সপ্তবিংশতি-মুহূর্ত্তন্যূনা দ্বিতীয়া কদাচিৎ ন সম্ভবতি" এই লেখাতে ৬ দণ্ড ক্ষয়ের অধিক তিথির হ্রাস হয় না কিরূপে সিদ্ধ হইল? ইহাতে বরং প্রমাণ হইতেছে যে, আষাঢ় মাসে তিথির চরম ক্ষয় ৬ দণ্ডেরও অধিক হয়, যেহেতু আষাঢ় মাসের দিবা মুহূর্ত্ত ২ দণ্ড ১২ পল অপেক্ষা কম হয় না।

'তিথির পরিমাণ ৫৪ দণ্ডের ন্যূন হয় না' একথা না বলিয়া 'তিথির পরিমাণ ২৭ মুহূর্ত্তের ন্যূন হয় না।' এই কথা বলাতেই প্রমাণ হইতেছে,

যে তিথির পরিমাণ, মুহূর্ত্তের কম বেশীর উপর নির্ভর করে, দণ্ডের কম বেশীর উপর নহে, অতএব তিথি ৫৪ দণ্ডের ন্যূন হয় না, এ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। একটী উদাহরণ দ্বারা এই কথাটী বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। যদি ৯ই পৌষ প্রাতঃকালে প্রতিপদের আরম্ভ হয়, আর (তিন মুহূর্ত্ত ক্ষয় হওয়ায়) রাত্রি তিন মুহূর্ত্ত থাকিতেই ঐ প্রতিপদের শেষ হয়। তা হলে দিবা ১৫ মুহূর্ত্তে ২৬ দণ্ড ৩২ পল কএক বিপল ও রাত্রির ১২ মুহূর্ত্তে ২৬ দণ্ড ৪৬ পল কএক বিপল; সমুদায়ে ৫৩ দণ্ড ১৮ পল, ও কএক বিপল ঐ প্রতিপদের পরিমাণ হয়। অতএব উদ্ধৃত হেমাদ্রির সন্দর্ভ দ্বারাই প্রমাণ হইল, যে, হেমাদ্রি 'তিথির চরম ক্ষয় ৬ দণ্ডেরও অধিক মানিতেন।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য বলিতেছিলেন যে, উত্তরদাতা মহাত্মার উদ্ধৃত প্রমাণের উপর আপনার এই মন্তব্যটী পাঠ করিয়া একটী পুরাতন কিংবদন্তী আমার মনে পড়িল, "তোমার শিল তোমার নোড়া তোমারই ভাঙ্‌ব দাঁতের গোড়া।"

উত্তরদাতা মহাশয়, হেমাদ্রি হইতে যে চতুর্থ সন্দর্ভটী তুলিয়াছেন, ঐ সংক্রান্ত ইতিবৃত্ত অগ্রে দেওয়া যাইতেছে।

"পূর্ব্বাহ্নে চেদমাবস্যা অপরাহ্নে ন চেদ্ যদি।" বৌধায়নের এই একটী বচনার্দ্ধ আছে। আবার "প্রতিপদ্যপি কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং শ্রাদ্ধবিদো বিদুঃ।" এই একটী হারীতের বচনার্দ্ধ আছে। কোন কোন নিবন্ধকার এই উভয় বচনার্দ্ধকে একত্র করিয়া হারীতের বচন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে হরিহর পণ্ডিত বলেন,—'এ বচনের উদাহরণ নাই, এবং ইহা পরস্পর অসংলগ্ন পদ দ্বারা গঠিত' তিনি এরূপ কেন বলেন?—তাহার কারণও তিনি দেখাইযাছেন।

হেমাদ্রি, পরিশেষ খণ্ডের শ্রাদ্ধ কল্পে ৫ অধ্যায়ে, এবং কালনির্ণয়ে ১১ অধ্যায়ে হরিহরের মত তুলিয়া উপর উক্ত বচনের প্রকৃত অর্থ করিয়া দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে হরিহর এ বচনের মর্ম্মার্থ বুঝিতে না পারিয়া ঐরূপ বলিয়াছেন।

হরিহরের বাক্যের মর্ম্মার্থ এই,—'এই বচনের উদাহরণ নাই, এবং ইহা পরস্পর অসংলগ্ন পদে গঠিত, তাহা দেখান যাইতেছে, "পূর্ব্বাহ্নে চেদমাবাস্যা"

(পূর্ব্বাহ্নে যদি অমাবস্যা হয়) এই বচনে 'পূর্ব্বাহ্নে' শব্দে প্রতিপদ্ দিনের পূর্ব্বাহ্নে বলিতে হইবে। ঐ পূর্ব্বাহ্ন দিবসের প্রথম তৃতীয় অংশই হউক আর পূর্ব্ব অর্দ্ধই হউক। 'অমাবাস্যা' অপরাহ্নে ন চেদ্ যদি' ; অমাবাস্যা অপরাহ্নে যদি না থাকে),—একথা কিছুতেই সঙ্গত হয় না। যে হেতু প্রতিপদের দিন পূর্ব্বাহ্নে মাত্র যদি অমাবস্যা থাকে, তাহা হইলে চতুর্দ্দশীর দিন অপরাহ্নে অমাবস্যার সম্বন্ধ অবশ্যই থাকিবে, কারণ ৬ দণ্ডের অধিক তিথির হ্রাস হয় না। এ জন্য যদি বলা হয়, যে প্রতিপদের দিন অপরাহ্নে যদি অমাবস্যা না থাকে, তাহা হইলে 'পূর্ব্বাহ্নে যদি থাকে' একথা বলা অনর্থক হয়।'

হেমাদ্রি, হরিহরের এই সকল আপত্তি, ব্যাখ্যার একটু কৌশলে এক কথায় খণ্ডন করিয়াছেন, তিনি বলেন,—'অপরাহ্নে' এই শব্দের পূর্ব্ব একটী 'কৃৎস্নে' পদ আছে বুঝিতে হইবে, তাহা হইলে সন্দর্ভ এইরূপ দাঁড়াইল,— 'অমাবাস্যা কৃৎস্নে অপরাহ্নে যদি ন ভবেৎ', অর্থাৎ সমুদয় অপরাহ্নে যদি অমাবস্যা না থাকে। এক্ষণে অপরাহ্নে আংশিক সম্বন্ধ লইয়া উদাহরণ সম্ভব হইতে পারিল। এবং বচনেও আর কোন অসংলগ্ন পদ রহিল না। হেমাদ্রির গ্রন্থ এই—"বৌধায়নঃ,— * * * * * * * * * * * * * পূর্ব্বাহ্নে চেদমাবাস্যা অপরাহ্নে নচেদ্ যদি।

অত্রচ হারীতবচনং—প্রতিপদ্যাপি কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং শ্রাদ্ধবিদো বিদুঃ। ইতি*

'অত্রচ হরিহরেণোক্তং,—অনির্জ্ঞাতস্থলমিদং বচনং, পরস্পরব্যাহত-পদোপবন্ধঞ্চেতি ; তথাহি 'পূর্ব্বাহ্নে চেদিত্যেতাবত্ প্রতিপদ্দিনবিষয়ং। পূর্ব্বাহ্নশ্চ দিবসস্য তৃতীয়ভাগো বা পূর্ব্বার্দ্ধং বা ; এবঞ্চ সতি কস্মিংশ্চিদপ-রাহ্নে ন ভবেদিত্যেতৎ ন যুজ্যতে, প্রতিপদ্দিনে পূর্ব্বাহ্নমাত্রাবস্থিতায়াশ্চতু-র্দ্দশীদিনে অপরাহ্নসম্বন্ধস্যাবশ্যকত্বাৎ, ষড্ ঘটিকাধিকস্য তিথিহ্রাসস্যাভাবাৎ। অথ যদি প্রতিপদ্দিনাপরাহ্ন এব ন ভবেদিত্যুচ্যতে তর্হি 'পূর্ব্বাহ্নে চেদিত্য-নর্থকং স্যাদিতি'।

---

* এই সন্দর্ভটীর পরিবর্ত্তে শ্রাদ্ধকল্পে এইরূপ পাঠ আছে "অত্র কৈশ্চিৎ নিবন্ধকারৈর্হারীত-নাম্না বচনং লিখিতং,—

'পূর্ব্বাহ্ণে চেদমাবস্যাঽপরাহ্নে সা ন চেদ্যদি।
প্রতিপদ্যাপি কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং শ্রাদ্ধবিদো বিদুঃ। ইতি।

"তেনৈবং ব্যাখ্যেয়ং, তিথিবৃদ্ধৌ প্রতিপদ্যুক্তায়ামমাবাস্যায়ামেব শ্রাদ্ধবিধানং ; তচ্চ 'পিতৃযজ্ঞন্তু নির্ব্বর্ত্ত্য' ইত্যাদিনা পিণ্ডপিতৃযজ্ঞানন্তরমেব মনুনা বিহিতং। পিণ্ডপিতৃযজ্ঞশ্চ আহত্য শ্রুত্যা অপরাহ্নে বিহিতঃ নান্যথা কর্ত্তুং শক্যঃ। তস্য চ চিরকালত্বাৎ তেনৈব সকলাপরাহ্নব্যাপ্তৌ অমাবাস্যাশ্রাদ্ধস্য কা গতিঃ ?—ইত্যতঃ উক্তম্ 'পূর্ব্বাহ্নে' ইতি, নাপরাহ্নে কুৎস্নে ইত্যর্থঃ*।"

উত্তরদাতা মহাশয়, হেমাদ্রির গ্রন্থ হইতে হরিহরের মতটী মাত্র তুলিয়া আমাদিগে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—যে, ইহা হেমাদ্রির মত। কিন্তু হেমাদ্রি যে, "তেনৈবং ব্যাখ্যেয়ং" বলিয়া ঐ মত খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। এরূপ করা গুণই বলুন, আর দোষই বলুন, উহা উত্তরদাতা মহাশয়ের স্বভাব সিদ্ধ, বোধ হইতেছে, সুতরাং তাঁহার অপরাধ নাই, "স্বভাবো দুরতিক্রমঃ।

এক্ষণে পাঠক মহাশয়রা বুঝিলেন ত,—হেমাদ্রির গ্রন্থ হইতে উত্তরদাতা মহাশয়ের কোন উপকারই হয় নাই।

নির্ণয়সিন্ধুকার কমলাকরও 'বাণবৃদ্ধীরসক্ষয়ঃ'এই নিয়ম অতিক্রম করিয়া ব্যবস্থা স্থির করিয়া গিয়াছেন। তাহার উদাহরণ কএকটী দেওয়া যাইতেছে।

(১) (ক) একভক্ত † ব্রতে মধ্যাহ্ন ব্যাপী তিথি গ্রাহ্য। মধ্যাহ্ন পঞ্চধা বিভক্ত দিনের তৃতীয় অংশ। তন্মধ্যে তৃতীয় প্রহরগামী ১৬।১৭ দণ্ড প্রভৃতি মধ্যাহ্নের শেষাংশই মুখ্যকাল।

(খ) তন্মধ্যে একভক্তের কাল সম্বন্ধে ছয় প্রকার বিভাগ আছে,—(১) পূর্ব্বদিনে ব্যাপ্তি, (২) পরদিনে ব্যাপ্তি, (৩) উভয় দিন ব্যাপ্তি, (৪) উভয় দিনেই ব্যাপ্তির অভাব, (৫) সমান পরিমাণে, উভয় দিন অংশতঃ ব্যাপ্তি, ও (৬) অসমান পরিমাণে উভয় দিন অংশতঃ ব্যাপ্তি।

কমলাকরের সন্দর্ভ এই—

(ক) অথৈকভক্তং। তৎকালঃ পাদ্মে ;—

মধ্যাহ্নব্যাপিনী গ্রাহ্যা একভক্তে সদা তিথিঃ'। ইতি।

---

* উত্তরদাতা মহাশয় হরিহরেরমত কালনির্ণয় খণ্ড হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব আমিও ঐ কালনির্ণয় খণ্ড হইতেই এই সন্দর্ভটী তুলিলাম। মুদ্রিত পুস্তকের সর্ব্বতোভাবে অশুদ্ধি সংশোধন করিলে কোন আপত্তি হইতে পারে, তাই বিশেষ সংশোধন করিলাম না।

† নিয়মপূর্ব্বক মধ্যাহ্নে একবার মাত্র ভোজনের নাম একভক্ত।

মধ্যাহ্নস্তু পঞ্চধা-বিভক্তদিনতৃতীয়াংশঃ। * * * ষোড়শ-সপ্ত-দশাদিদণ্ডাঃ মুখ্যঃ কালঃ।

(খ) তত্র পূর্ব্বেদ্যুর্ব্যাপ্তিঃ, পরেদ্যুর্ব্যাপ্তিঃ উভয়েদ্যুর্ব্যাপ্তিস্তদভাবঃ, অংশব্যাপ্তিস্তত্রাপি সাম্যং বৈষম্যঞ্চেতি ষট্ পক্ষাঃ।

তিথির পরিমাণ ৬৫ দণ্ডের অধিক না হইলে, আর উভয় দিনে মধ্যাহ্ন-ব্যাপ্তি হইতে পারে না।

(২) (ক) দিবসে আহার না করিয়া রাত্রিতে ভোজন করার নাম নক্ত। নক্তব্রত প্রদোষব্যাপী তিথিতে করিতে হয়। প্রদোষ তিন মুহূর্ত্ত।

(খ) গৌড়দেশীয়রা বৎস বচন অনুসারে এস্থলে দুই মুহূর্ত্ত প্রদোষ বলেন, তাহা ঠিক নহে। তবে বৎসবচনে যে দুই মুহূর্ত্তকে প্রদোষ বলা আছে উহা সন্ধ্যাবন্দন ও অনধ্যায়াদি বিষয়ে উপযোগী।

(গ) তিথি প্রদোষব্যাপী না হইয়া উভয়দিন প্রদোষ স্পর্শ করিলে পরদিন সায়ংকালে দিবাতে নক্তব্রত করিবে।

(ঘ) তিথি দিনদ্বয়েই প্রদোষব্যাপী হইলে পরদিন নক্তব্রত হইবে। নির্ণয় সিন্ধুর সন্দর্ভ এই,—

(ক) অথ নক্তং। তচ্চ দিনানশনপূর্ব্বং রাত্রিভোজনং। তত্র প্রদোষ-ব্যাপিনী তিথির্গ্রাহ্যা।

প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্যা তিথির্নক্তব্রতে সদা ইতি বৎসোক্তেঃ।

ত্রিমুহূর্ত্তং প্রদোষঃ স্যাদ্ভানাবস্তংগতে সতি।

নক্তং তত্র তু কর্ত্তব্যমিতি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ॥ ইতি

মদনরত্নে ব্যাসোক্তেঃ।

(খ) গৌড়াস্তু প্রদোষোঽস্তময়াদূর্দ্ধং ঘটিকাদ্বয়মিষ্যতে ইতি বৎসোক্তঃ প্রদোষঃ * * * তন্ন, অস্য সন্ধ্যাবন্দনানধ্যায়াদিপরত্বাৎ।

(গ) সায়ংকালে নক্তং তু দিনদ্বয়ে প্রদোষস্পর্শে জ্ঞেয়ম্।

অতথাত্বে পরত্র স্যাদস্তাদর্ব্বাগ্ যতো হি সা। ইতি জাবালিবচনাৎ।

(ঘ) দিনদ্বয়ব্যাপ্তৌ পরা

উভয়োর্যদি বা তিথ্যোঃ প্রদোষব্যাপিনী তিথিঃ।

তত্রোত্তরত্র নক্তং স্যাদুভয়ত্রাপি সা যতঃ॥ ইতি।

কালাদর্শে জাবালিবচনাৎ। ১পরিং নির্ণয়সিন্ধু।

৩। ইয়মেব তৃতীয়া পরশুরামজয়ন্তী। সা প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্যা। * * * দিনদ্বয়ে তদ্ব্যাপ্ত্যাবংশতঃ সমব্যাপ্তৌ চ পরা অন্যথা পূর্ব্বৈব।

৪। বৈশাখশুক্লচতুর্দশী নৃসিংহজয়ন্তী, সা প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্যা। * * * দিনদ্বয়েঽপি তদ্ব্যাপ্ত্যাবংশতঃ সমব্যাপ্তৌ চ পরা, বিষমব্যাপ্তৌ ত্বধিকব্যাপ্তিমতী, দিনদ্বয়েঽপ্যব্যাপ্তৌ পরা।

৫। বৈশাখশুক্লসপ্তম্যাং গঙ্গোৎপত্তিঃ। * * * * * * অত্র শিষ্টাচারাৎ মধ্যাহ্নব্যাপিনী গ্রাহ্যা। দিনদ্বয়ে তদ্ব্যাপ্তাবব্যাপ্তাবেক-দেশব্যাপ্তৌ বা পূর্ব্বা।

নির্ণয়সিন্ধুকার একভক্ত স্থলে বলিয়াছেন,—"মধ্যাহ্নশ্চ পঞ্চধা-বিভক্তদিন-তৃতীয়াংশঃ" (পাঁচভাগে বিভক্ত দিনের তৃতীয়াংশের নাম মধ্যাহ্ন)। ইহা অপেক্ষা কম পরিমাণের মধ্যাহ্ন শাস্ত্রে লিখিত নাই। এক্ষণে দেখুন, বৈশাখ মাসে তিন মুহূর্ত্তের পরিমাণ ছয় দণ্ডের অধিক হয়। সুতরাং উভয় দিন শুক্ল সপ্তমীর মধ্যাহ্ন ব্যাপ্তিতে তিথির ৬৬ দণ্ডের অধিক হওয়া আবশ্যক। এবং দিনদ্বয়ে অব্যাপ্তিতেও ছয় দণ্ডের অধিক ক্ষয় হওয়া আবশ্যক।

(৬) এবং দিনদ্বয়ে প্রদোষব্যাপ্ত্যাভাবে নিশীথব্যাপ্তিসত্বাৎ পূর্ব্বৈব। * * * দিনদ্বয়ে প্রদোষব্যাপ্তৌ নিশীথেন নির্ণয়ঃ।

শিবরাত্রির প্রদোষ ৬দণ্ডের অধিক; সুতরাং তিথির উভয় দিনে প্রদোষ ব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তিতে ৫ দণ্ডেরও অধিক বৃদ্ধি ও ৬দণ্ডেরও অধিক ক্ষয় হইয়া থাকে পাওয়া যাইতেছে।

(৭) দিনদ্বয়ে প্রদোষব্যাপ্তৌ পরৈব * * * যদা তু পূর্ব্বদিনে চতুর্দ্দশী প্রদোষব্যাপিনী, পরদিনে চ ক্ষয়বশাৎ সায়াহ্লাৎ প্রাগেব পূর্ণিমা সমাপ্যতে, তদা পূর্ব্বদিনে সংপূর্ণরাত্রৌ ভদ্রাসত্বাৎ, তত্র চ তন্নিষেধাৎ পরেঽহনি প্রতিপদ্যেব কুর্য্যাৎ।

'সার্দ্ধযামত্রয়ং বা স্যাদ্ দ্বিতীয়া দিবসে যদা।
প্রতিপদ্ বর্দ্ধমানা তু তদা সা হোলিকা স্মৃতা॥

ইতি ভবিষ্যোত্তরবচনাদিতি নির্ণয়ামৃতকারঃ। মদনরত্নেঽপ্যেবম্।
এ স্থলে কমলাকর ভট্ট, নির্ণয়ামৃতকার ও মদনরত্নকারের সম্মতি জানাইয়া নিজের মত সমর্থন করিয়াছেন। সে যাহা হউক, ৬ মুহূর্ত্ত তিথির ক্ষয়

না হইলে আর পূর্ণিমার পূর্ব্বদিন প্রদোষের পর প্রবৃত্তি ও পরদিন সায়াহ্নের পূর্ব্বেই সমাপ্তি সম্ভবে না। তাই বলি, কমলাকর ভট্ট, এস্থলে পূর্ণিমা তিথির ৬ মুহূর্ত্ত ক্ষয় হয় অঙ্গীকার করিয়া বর্ত্তমান সময়ের মাধব-আচার্য্যকেও * পরাজয় করিয়াছেন। মাধব বাবুর পঞ্জিকায় দশ ক্ষয় পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, এখানে আবার দ্বাদশ ক্ষয় পর্য্যন্ত পাওয়া গেল। ইহাতে আমাদের কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, আমরা রস ক্ষয়ের ও কোন ধার ধারি না, আর দশ ক্ষয়েরও কোন এলাকা রাখি না। আমরা সত্যের দাস, যাহা সত্য বুঝিব, তাহাই শিরোধার্য্য করিব।

আর কত সন্দর্ভ তুলিব, একটা কথা বলিয়া দিই, যাঁহাদের ইহাতেও সন্দেহ না মিটিবে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া নির্ণয়সিন্ধুর তিথি ও তিথিকৃত্য নির্ণয় পরিচ্ছেদ (২য় পরিচ্ছেদ) দেখিবেন। ঐ পরিচ্ছেদে পদে পদে 'বাণ-বৃদ্ধি' ও 'রসক্ষয়' নিয়মের ব্যভিচার আছে। তাই অগত্যা বলিতে বাধ্য হই-তেছি, যে, উত্তরদাতা মহাশয়ের পশ্চাৎ লিখিত সিদ্ধান্তটী ঠিক নহে,—"বাণ-বৃদ্ধীরসক্ষয়ঃ ইতি তিথিহ্রাসবৃদ্ধিনিয়মমনুস্মৃত্য মাধবাচার্য্যেণ নির্ণয়সিন্ধু-কারেণ চতুর্বর্গচিন্তামণিকৃদ্‌হেমাদ্রিপ্রভৃতিনা চ ঋষিবচনানাং মীমাংসিতত্বাৎ তিথেঃ হ্রাসে বৃদ্ধৌ চ তাদৃশনিয়মস্যৈব প্রামাণ্যম্"।

উপর উক্ত সিদ্ধান্তের পোষকতায় উত্তরদাতা মহাশয় নির্ণয়সিন্ধুর একা-দশীপ্রকরণ হইতে যে একটী সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা দ্বারা 'বাণবৃদ্ধি' ও 'রসক্ষয়' নিয়মের সমর্থন হইতে পারে না। ঐ সন্দর্ভটি এই,—

"অবিদ্ধানি নিষিদ্ধৈশ্চেন্ন লভ্যন্তে দিনানি তু।

মুহূর্ত্তৈঃ পঞ্চভির্বিদ্ধা গ্রাহ্যৈবৈকাদশী তিথিঃ॥ ইতি ঋষ্যশৃঙ্গোক্তেশ্চ।

মুহূর্ত্তপঞ্চকমরুণোদয়মারভ্য জ্ঞেয়ম্, অন্যথা উত্তরেঽহ্নি একাদশ্যভাবাসম্ভবাৎ।"

উত্তরদাতা মহাশয় এস্থলেও 'ছাড় ছুড়' দিয়া পাঠ তুলিয়াছেন; গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বা নির্ণেয় বিষয় না তুলিয়া একটি হেতুবাক্য মাত্র উদ্ধৃত

---

* পূর্ব্বকালে বঙ্গদেশে পঞ্জিকাপ্রণয়ন ও প্রচার কার্য্য আচার্য্যরাই করিতেন। তাহা-তেই অনেকের বিশ্বাস হইয়া গিয়াছে, যে, আচার্য্য পঞ্জিকাকারের একটী নামান্তর।

করিয়াছেন; সুতরাং অর্থ প্রতীতি হওয়া দুরূহ। কমলাকর ভট্ট এস্থলে ব্যবস্থা করিতেছেন,—“বিদ্ধৈকাদশ্যাং দ্বাদশীমাত্রবৃদ্ধৌ চ সর্ব্বেষাং পরৈব; তত্রৈব একাদশীমাত্রবৃদ্ধৌ গৃহিণঃ পরা যতেঃ পূর্ব্বা।” অর্থাৎ দশমীবিদ্ধ একাদশী স্থলে যদি কেবল দ্বাদশীর বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে সকলেই পরদিন উপবাস করিবে। আর সেই দশমীবিদ্ধ একাদশী স্থলে যদি কেবল একাদশীর বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে গৃহস্থেরা পূর্ব্ব দিন আর যতিরা পর দিন উপবাস করিবে।

কমলাকর ভট্ট এই ব্যবস্থার প্রমাণ স্বরূপে চারিটী বচনের উল্লেখ করিয়াছেন, (১) পদ্মপুরাণের বচন (“পূর্ব্বোক্তপাদ্মোক্তেঃ)”, (২) মহর্ষি প্রচেতার বচন (“* * * ইতি প্রাচেতসোক্তেঃ”) (৩) স্কন্দপুরাণ বচন (“* * * ইতি স্কান্দাত্”), আর (৪) ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির বচন (“* * * ইতি ঋষ্যশৃঙ্গোক্তেশ্চ”)।

উত্তরদাতা মহাশয় শেষোক্ত হেতুবাদটীমাত্র তুলিয়াছেন এবং উহার অন্তর্গত ‘মুহূর্ত্তৈঃ পঞ্চভিঃ” শব্দের কমলাকরকৃত ব্যাখ্যাটুকুও তুলিয়াছেন। ঐ ব্যাখ্যাটুকু এই,—“মুহূর্ত্তপঞ্চকং অরুণোদয়মারভ্য জ্ঞেয়ম্, অন্যথা উত্তরেদ্যু একাদশ্যভাবাসম্ভবাৎ”।

কমলাকরের অভিপ্রায় এই,—ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি বলিয়াছেন পরদিন একাদশী না থাকিলে পূর্ব্বদিন দশমী ৫ মুহূর্ত্ত থাকিলেও পূর্ব্বদিনই একাদশীর উপবাস করিবে। এই ৫ মুহূর্ত্ত সূর্য্যোদয় হইতে ধরিলে পরদিন একাদশী না থাকা অসম্ভব হয়, অতএব অরুণোদয় হইতে ৫ মুহূর্ত্ত ধরিতে হইবে।

সূর্য্যোদয় হইতে ৫ মুহূর্ত্ত ধরিলে ‘পরদিন একাদশী না থাকা’ কেন অসম্ভব হয়? তাহার কোন কারণই কমলাকর উল্লেখ করেন না। আমাদিগে তাঁহার মনের ভাব টানিয়া আনিতে হইবে। উত্তরদাতা মহাশয়, কমলাকরের মনের ভাব ‘ছয় দণ্ডের অধিক তিথিক্ষয় হয় না’ স্থির করিয়াছেন, কিন্তু উহা সঙ্গত হইতে পারে না; যেহেতু সাত দণ্ড বা আট দণ্ড বা আর কিছু অধিক পর্য্যন্ত তিথি ক্ষয় হয় স্বীকার করিলেও ত ‘পরদিনে একাদশ্যভাবাসম্ভবাৎ’ পাঠ সংলগ্ন হইতে পারে, তবে, ছয় দণ্ড ক্ষয়ই যে কমলাকর মানিতেন, তাহা প্রমাণ হইল কৈ? বিশেষতঃ পূর্ব্বে উদ্ধৃত কয়েকটী সন্দর্ভে দেখান হইয়াছে, যে, কমলাকর ৬ দণ্ডেরও অধিক তিথি ক্ষয় হয় মানিতেন। যে কমলাকর ৬ দণ্ডেরও অধিক তিথিক্ষয় হয় বিবেচনা করিয়া বারংবার

ব্যবস্থা স্থির করিয়া গিয়াছেন ; এক্ষণে আবার সেই কমলাকরই কি '৬দণ্ডের অধিক তিথি ক্ষয় হয় না' নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া 'পরদিনে একাদশ্যভাবাসম্ভবাৎ' বলিতে পারেন। স্মরণশক্তিহীনের বা উন্মত্তের লেখনী ভিন্ন মেধাবী ও সচেতার লেখনী হইতে কখনই এরূপ পূর্ব্বাপর অসম্বদ্ধ কথা বাহির হইতে পারে না। উত্তরদাতা মহাশয় কমলাকরকে উহার মধ্যে কি বলিতে চান্?

আমরা মনে করি, কমলাকর এস্থলে একাদশী বৃদ্ধি হইলে ব্যবস্থা স্থির করিতেছেন, ('একাদশীমাত্রবৃদ্ধৌ গৃহিণঃ পরা')। একাদশী পূর্ব্ব তিথি হইতে বাড়িবে অথচ একাদশীর ৫ মুহূর্ত্ত ক্ষয় হইবে ইহাই অসম্ভব। এই ধারণায় কমলাকর লিখিয়াছেন 'পরদিনে একাদশ্যভাবাসম্ভবাৎ'।

কিন্তু উত্তরদাতা মহাশয়েরই বলুন, আর আমাদেরই বলুন, এ সকল কল্পনামাত্র ; কমলাকর যে কি কারণে ওরূপ লিখিয়াছিলেন, তাহা কমলাকর ভিন্ন আর কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। এমত অবস্থায় কমলাকরের অভিপ্রায় কল্পনা করিয়া লওয়া ও তাহা প্রমাণ মধ্যে গণ্য করা (!) উত্তরদাতা মহাশয়ের কত দূর সঙ্গত হইয়াছে, তাহা,বিবেচক পাঠক মহাশয়রাই বলুন, আমরা মৌনাবলম্বন করিলাম।

উত্তরদাতা মহাশয় "বৃহত্তন্ত্রমপি প্রমাণম্" শিরোনাম দিয়া কয়েকটী বচন তুলিয়াছেন্। বচন গুলির সংস্কৃত গাঢ় ত নয়ই, প্রাচীন সংস্কৃতের ধার দিয়াও যায় না। অর্থও পরিষ্কৃত নহে, পুনরুক্তি, অপ্রসিদ্ধি ও অস্ফুটতা প্রভৃতি দোষও বিলক্ষণ আছে। তাহাতেই সন্দেহ হয়, 'এ কি রকম বৃহত্তন্ত্র'। দৃগ্বিসংবাদী কোন মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উত্তর দেন্ 'এ তন্ত্রের বচন, তন্ত্রের লেখা এই রকমই হয়'। হয় ত হয়, তিনি এক জন তান্ত্রিক ও বিজ্ঞ লোক, তাঁহার কথাই তৎকালে অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হই। কিন্তু এ বচন গুলি বৃহত্তন্ত্রের কি না? এ সন্দেহ মনে জাগরুক রহিল। অনুসন্ধানে 'বৃহত্তন্ত্র' পুস্তক পাওয়া দূরে থাকুক্, 'বৃহত্তন্ত্র' নামটী পর্য্যন্ত পাইলাম না, এ পর্য্যন্ত সংস্কৃত পুস্তকের যত সূচীপত্র মুদ্রিত হইয়াছে, সে সকলে বৃহত্তন্ত্রের নাম উল্লিখিত হয় নাই।

ঐ বচন গুলি যে তন্ত্রেরই হউক, সে স্বতন্ত্র কথা, উহাতে কিন্তু তিথির

যে চরম বৃদ্ধি ৫ দণ্ড ও চরম ক্ষয় ৬ দণ্ড, তাহা প্রমাণ হয় না। ঐ বচনগুলি পরে যথাসময়ে উদ্ধৃত করা যাইবে, আপাততঃ যে বচনে 'বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়' আছে ; সেইটী তোলা যাইতেছে,—

"চতুরষ্টক্ষয়শ্চৈব বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়ঃ।
প্রশস্তং বারবৎ সর্ব্বং ষষ্টিদণ্ডাশ্চ নাড়িকাঃ॥"

পাঠক মহাশয়রা দেখুন দেখি, এই বচনে তিথির চরম বৃদ্ধি ৫ দণ্ড ও চরম ক্ষয় ৬ দণ্ড বুঝাইতেছে কি না ? এ বচনে কি, তিথির, চরম বৃদ্ধির বা ক্ষয়ের উল্লেখ আছে ? ইহাতে কেবল লেখা আছে, চার আট ক্ষয় হয়, পাঁচ বাড়ে আর ছয় ক্ষয় হয়। *

জানি কি, যদি উত্তরদাতা মহাশয় বলেন, যে, 'বাণবৃদ্ধীরসক্ষয়ঃ' পরিভাষাটী এতই প্রসিদ্ধ, যে, উহা বলিলেই তিথির চরম বৃদ্ধি ও চরম ক্ষয়ই বুঝায়। বিশেষ বৃহত্তন্ত্রের কথা, তাতে আবার মহাদেব বক্তা, সুতরাং সংক্ষেপ উক্তিই সম্ভব।

তাই আমাকে অনিচ্ছাপূর্ব্বক গুপ্তকথা ব্যক্ত করিতে হইল। এ বচন গুলি বৃহত্তন্ত্রের নহে, এবং ইহার বক্তা ও মহাদেব নন্। ষষ্ঠীদাসনামক কোন এক জন অবিজ্ঞাতনামা ব্যক্তিবিশেষ, তাঁহার 'ষষ্টীনামক' গ্রন্থে দেব দেবীর উক্তি প্রত্যুক্তি ক্রমে এই বচনগুলি লিখিয়াছেন। উত্তরদাতা মহাশয় ঐ গ্রন্থ হইতেই ঐ বচনগুলি তুলিয়াছেন ;—ইহা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বাবু তাঁহার সন্ধি পূজার ব্যবস্থা পত্রে অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি লেখেন, (১৩পৃং) 'তন্ত্রের ঐ বচন গুলি প্রক্ষিপ্ত নহে আমারা ষষ্টীজ্যোতিঃসংগ্রহ হইতে ঐ গুলি উদ্ধৃত করিয়াছি পুস্তক দেখিতে ইচ্ছা করেন্ শোভা বাজারের দক্ষিণ

---

* উত্তরদাতা মহাশয়ের বৃহত্তন্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই কথাই আবার লেখা আছে।
উত্তরদাতা মহাশয়, বোধ হয়, পুনরুক্তি দোষ আবিষ্কৃত হইবার আশঙ্কায় তুলেন নাই, আমি তুলিয়া দিই,—

"চতুরষ্টক্ষয়শ্চৈব বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়ঃ। অথ তিথিদেবতা * * *।"

এখানেও তিথির ও তাহার চরম বৃদ্ধি ও হ্রাসের নাম গন্ধও নাই। উত্তরদাতা মহাশয় যদি সিংহাবলোকিত ন্যায়ে "অথ তিথিদেবতা" হইতে তিথিকে টানিয়া আনিতে ইচ্ছা করেন ত আনিতে পারেন। কিন্তু তথাপি চরম বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের অপ্রতুল থাকিবে।

চিৎপুর রোডের উপর শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ শিরোমণি মহাশয়ের নিকট ঐ পুস্তক আছে আপনি উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখিবেন্ *।

শ্রীনাথ শিরোমণি মহাশয় আমার পরমারাধ্য স্বর্গীয় মধ্যম পিতৃব্য মহাশয়ের ছাত্র; সুতরাং 'ষষ্ঠীনামক' গ্রন্থ সহজেই সংগৃহীত হইল।

পুস্তক উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখি, ইহাতেও উত্তরদাতা মহাশয়ের বিলক্ষণ কৌশল আছে। তিনি ষষ্ঠীদাসের গ্রন্থ যথাযথরূপে উদ্ধৃত করেন্ নাই। ষষ্ঠীদাস বৃহত্তন্ত্র প্রমাণ অনুসারে পরমাণু প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন, ("বৃহত্তন্ত্রপ্রমাণেন * * * পরমাণুসমুদ্ভবঃ"), বার ও তিথির এখানে নাম পর্য্যন্ত করেন্ নাই; কিন্তু উত্তরদাতা মহাশয় এরূপ করিয়া পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, তাহাতে বুঝা যায়, যে, বার তিথি বিষয়ে বৃহত্তন্ত্রই প্রমাণ। ইহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত উভয় পাঠই উদ্ধৃত হইতেছে।

---

* বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবু, শ্রীনাথ শিরোমণি মহাশয়কে বলিয়াছেন "এ সকল কথা প্রকাশ করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না। শ্রীযুক্ত ——

ভট্টাচার্য্য আমার অজ্ঞাতে জেদ করিয়া এই কথা গুলি আমার ব্যবস্থা পত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন"। শিরোমণি মহাশয় আবার আমার নিকট বলিয়াছেন, "ভট্টাচার্য্যের নাম আমি বলিব না; তবে এই মাত্র বলি, যে, "সেই ভট্টাচার্য্য আপনারই আত্মীয় লোক"। তাহাতেই কেহ কেহ অনুমান করেন,—'ঐ ভট্টাচার্য্য মহেন্দ্রবাবুকে অপদার্থ বানাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে এই কার্য্যটী করিয়াছেন। ইহার মূলে প্রবঞ্চনা আছে।

আমরা কিন্তু ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না, তাহার একটী প্রধান কারণ এই,—গত আষাঢ় মাসে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবু কলিকাতাবাসী প্রধান প্রধান পণ্ডিত কয়েক জনকে, সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন, আহ্বান করিয়া লইয়া যান্, কিন্তু যথোচিত সৎকার করেন না। তদবধি তাঁহারা বিশেষতঃ আমার আত্মীয় প্রধান প্রধান ভট্টাচার্য্য মহাশয়রা, মহেন্দ্র বাবুর উপর মর্ম্মান্তিক চটিয়াছেন্—ভাবভঙ্গিতে দেখাইয়া থাকেন্; এবং 'তাঁহার সহিত বাক্যালাপও আর রাখিব না' এ কথাও যেন মধ্যে মধ্যে বলিয়াছেন্ মনে হয়। এরূপ বিয়োগে হঠাৎ এইরূপ যোগ হওয়া অসম্ভব; ধর্ম্মরক্ষার্থ যদিই যোগ হইয়া থাকে, তা হলে প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা কি। অতএব আমি মনে করি, ইহাতে কোন দুরভিসন্ধিই নাই, তবে আর কিছু থাকিলেও থাকিতে পারে।

'ষষ্ঠীনায়ক' গ্রন্থের পাঠ।

কৃষ্ণচন্দ্রং নমস্কৃত্য* ষষ্ঠীদাসবিলক্ষণঃ।
নানাশাস্ত্রময়ং গ্রন্থং জ্যোতিষং সম্প্রবোচ্মি চ॥ ১॥

দেব্যুবাচ,—
দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক।
কালসংখ্যাং মহাদেব ক্রমশঃ কথয় প্রভো॥ ২॥
কো বা নিত্যো মহাদেব নশ্বরো বা কিল প্রভো।
স্থূলসূক্ষ্মাদিব্রহ্মাণ্ডং শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্॥ ৩॥

মহাদেব উবাচ,—
প্রাণপ্রিয়ে মহেশানি যদুক্তং তত্ত্বমুত্তমম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন শৃণুষ্ব কথয়ামি তে॥৪॥
বৃহত্তন্ত্রপ্রমাণেন আদৌ তচ্ছৃণু পার্ব্বতি।
নবসূক্ষ্মপ্রমাণেন পরমাণুসমুদ্ভবঃ॥ ৫॥
পরমাণুরণুশ্চৈব দ্ব্যণুকস্ত্র্যণুরেব চ।
ত্রসরেণু ত্রিকলা কাষ্ঠা নিমেষঃ শ্বাস এব চ॥ ৬॥
ততঃ ক্ষণং মহেশানি ততশ্চৈব পরং ভবেৎ।

উত্তরদাতার উদ্ধৃত পাঠ।

*
* ॥ ১॥

দেব্যুবাচ
দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক।
কালসঙ্খ্যাং মহাদেব ক্রমশঃ কথয় প্রভো॥২॥
* * * *
স্থূলসূক্ষ্মাদিব্রহ্মাণ্ডংশ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্॥ (৩)

মহাদেব উবাচ,—
প্রাণপ্রিয়ে মহেশানি যদুক্তং তত্ত্বমুত্তমম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন শৃণুষ্ব কথয়ামি তে॥ (৪)
বৃহত্তন্ত্রপ্রমাণেন আদৌ তচ্ছৃণু পার্ব্বতি।
ষষ্টিদণ্ডাত্মকো বারঃ পঞ্চষষ্ট্যাত্মিকা তিথিঃ॥ (৫)
নক্ষত্রমষ্টষষ্টিশ্চ যোগভোগো দ্বিসপ্ততিঃ।
করণং ত্রিংশদ্দণ্ডাশ্চ অথবা তিথেরর্দ্ধকম্॥ (৬)
হ্রাসবৃদ্ধিক্রমেণৈব চতুর্ণাং ন তু সাবনে।

* তন্ত্রগ্রন্থে এরূপ মঙ্গলাচরণ করার রীতি দেখা যায় না; বিশেষ তন্ত্রে কৃষ্ণচন্দ্রকে নমস্কার করা অসম্ভব। মনে হয় এই কারণে উত্তরদাতা মহাশয় ঐ শ্লোকটী তুলেন নাই।

দণ্ডাষ্টবৃদ্ধির্ক্রমে যোগানাং দ্বাদশং তথা ॥ (৭)
চতুরষ্টক্ষয়শ্চৈব বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়ঃ।
প্রশস্তং বারবৎ সর্ব্বং ষষ্টিদণ্ডাশ্চ নাড়িকাঃ ॥ (৮)

ষষ্টিসখ্যা ততো নাড়ী ইতি সংক্ষেপতো মতম্ ॥ ৭ ॥
* * * *
* * * * ॥ ৮* ॥

পাঠক মহাশয়রা মনে করিবেন না, যে, উত্তরদাতা মহাশয়ের উদ্ধৃত বচনগুলি ষষ্ঠীদাসের গ্রন্থে নাই, বচনগুলি আছে, তবে এখানে নাই। ষষ্ঠীদাস অন্য স্থানে ঐ বচনগুলি লিখিয়াছেন, উত্তরদাতা মহাশয় "বৃহত্তন্ত্রপ্রমাণেন" এই অংশটীর সহিত সম্বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে এই কৌশল করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও যে তাঁহার কোন ফল লাভ হয় নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

অতঃপর 'ষষ্ঠী নামক' গ্রন্থের সংক্ষেপে বিবরণ দিয়া দেখান যাউক, যে, কিরূপ গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া উত্তরদাতা মহাশয় ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যবস্থা দিতে সাহসী হইয়াছেন, এবং কিরূপ বৃহত্তন্ত্রের ও কিরূপ শিবের বাক্যের উপর বিশ্বাস করিয়া মহেন্দ্রবাবু তাঁহার সন্ধিপূজার ব্যবস্থা পত্রে মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে বিদ্রূপ করিয়াছেন, এবং অসন্দিগ্ধচিত্তে বলিয়াছেন, আমাদের ব্যবস্থাতে বৃহত্তন্ত্রের প্রমাণ ছিল। তন্ত্রের প্রণেতা শিব।"

'ষষ্ঠীনামক'পুস্তকখানি অতি ক্ষুদ্র স্বল্পায়তন তুলাট পত্রের ১০ পাত মাত্র†। কিন্তু ইহার নাম ও বিষয় অতি বৃহৎ, ইহার সম্পূর্ণ নাম "বৈষ্ণবগোস্বামিসংগ্রহষষ্ঠীনামক" গ্রন্থ। গ্রন্থকর্ত্তা, ষষ্ঠীদাস আশ্রমবাগীশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমেই লিখিয়াছেন—'এই গ্রন্থখানি নানাশাস্ত্রময় জ্যোতিষ (নানাশাস্ত্রময়ং গ্রন্থং জ্যোতিষং) ; প্রথম অধ্যায়ের শেষে লেখেন, এই গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করা আর বনে রোদন করা সমান'("অনধীত্য ইমং গ্রন্থং কেবলং বনরোদনম্"); আবার দ্বিতীয় অধ্যায়ের

---

* অষ্টম শ্লোকটী ইতি পূর্ব্বে শিরোমণি মহাশয়ের পুস্তক হইতে তুলিয়া লওয়া হয় নাই এ কারণ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

† বলা উচিত শিরোমণি মহাশয়ের পুস্তকখানি খণ্ডিত। শেষে আরও দু চারি পাত থাকিলেও থাকিতে পারে।

প্রথমেই লেখেন,—'ওহে যদি কলিযুগে সর্ব্বজ্ঞ হইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হলে শীঘ্র 'ষষ্ঠীনামক' গ্রন্থ পাঠ কর'।

("যদি চেচ্ছসি সার্ব্বজ্ঞো ভবিতুং ভো কলৌ যুগে।
ষষ্ঠীনামকগ্রন্থস্থ ক্ষিপ্রমধ্যয়নং কুরু॥")

পাঠক মহাশয়রা, এ কথা অসম্ভব মনে করিবেন না; এই গ্রন্থখানি শাস্ত্রের 'ইলেক্‌ট্রো হোমিওপাথি', আকারে কম হইলেও ফলে অনেক অধিক। ইহা পাঠ করিলে অনেক শাস্ত্রের অনেক নূতন নূতন কথা পাওয়া যায়; ইহাতে নবসূক্ষ্ম প্রমাণে পরমাণুর উদ্ভবের কথা আছে; এটা একটা দার্শনিক নূতন কথা; কোন দর্শনেই এরূপ লেখা নাই। এবং কোন জ্যোতিষ শাস্ত্রেই পাওয়া যায় না যে 'লবের পর কলা, কলার পর কাষ্ঠা, কাষ্ঠার পর নিমেষ বা শ্বাস, তাহার পর ক্ষণ, ক্ষণের পরে পর; পরের পর ষষ্টিসঙ্খ্যা নাড়ী। কিন্তু ষষ্ঠীদাস বাবাজী তাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন*। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব এবং পরশিব ভেদে ছয় প্রকার শিব, এবং স্বরাট্, বিরাট, দ্বিরাট্ সব্বরাট্—(?) এবং শূন্যরাট ভেদে ছয় প্রকার চক্র কোন পুরাণে বা কোন তন্ত্রেই পাওয়া যায় না, কিন্তু এখানে আছে। দীপ্তি অর্থে ভাস্ ধাতুর শাশি যোগে 'ভাস্কর' হয়, ইহা কোন ব্যাকরণেই পাওয়া যায় না, কিন্তু এখানে পাইবে।

এত কাল কবিরাজ, হাকিম ও ডাক্তার ভায়ারা অনুসন্ধান করিয়া যাহা উদ্ভাবন করিতে পারেন না, আমার আশ্রমবাগীশমহাশয় তাহা অসন্দিগ্ধরূপে লিখিয়া রাখিয়াছেন, নাড়ী একটা দণ্ডস্বরূপ; শরীরে ৭২ হাজার নাড়ী আছে, তন্মধ্যে এক একটা নাড়ীতে সহস্র পরমাণু আছে।

এরূপ নানা শাস্ত্রের অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত অদ্ভুত আরও অনেক কথাই লেখা আছে। কিন্তু ঐ সকল কথা ব্যাকরণাশুদ্ধ ও কদর্য্য সংস্কৃতে লিখিত থাকায় উহার অর্থ বিশদরূপে বুঝা যায় না, তাই ঐ সকল কথার উল্লেখ করিতে

* ইতি পূর্ব্বে উদ্ধৃত সন্দর্ভটী দেখুন। পরে যে সন্দর্ভটী উদ্ধৃত করা যাইবে তাহাতে এই সকল কথা আছে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু সিদ্ধান্তশিরোমণি ও নির্ণয়ামৃত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে অন্যরূপ বর্ণনা আছে।

পারিলাম না। গ্রন্থের কিয়দংশ পরে তুলিয়া দিতেছি; পাঠক মহাশয়রা বুঝিয়া লইতে পারেন লইবেন।

ষষ্ঠীনামক গ্রন্থে যেরূপ অপ্রসিদ্ধ কথা আছে সেরূপ প্রসিদ্ধ কথারও অপ্রতুল নাই। এই দেখুন উপনিষদ হইতে "বেদাহমেতং * * * * *" এই শ্রুতির এবং ভগবদ্গীতা হইতে "কবিং পুরাণং * * *" এই শ্লোকের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। "ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী * * *" এই প্রাতঃকালে পাঠ্য প্রার্থনাটীও ইহাতে পাওয়া যায়।

শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য এই পাঁচ সম্প্রদায়ের কথাও ইহাতে আছে। "আকৃষ্টেন রজসা" এই সূর্য্যের মন্ত্র বা ধ্যান ও ইহাতে পাওয়া যায়।

ইহা তন্ত্র হইলেও ইহাতে বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মদের সন্তোষকর কথা কিছু কিছু আছে। বৈষ্ণব মহাশয়রা "অন্তঃকৃষ্ণো বহির্গৌরঃ" এই বচনটী দ্বারা মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের কৃষ্ণাবতারত্বসংস্থাপন করিতে চেষ্টা করেন। ষষ্ঠীদাস বাবাজী এই বচনটীও নিজ গ্রন্থ মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এবং ব্রহ্মনিরূপণ যত করুন আর না করুন,"ইতি তে কথিতং ভদ্রে জ্যোতির্ব্রহ্মনিরূপণম্" এই বাক্য দ্বারা ব্রাহ্ম মহাশয়দিগে খুসি করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

সূর্য্যের এক পত্নী সংজ্ঞা, তাহার পুত্র যম, এবং দ্বিতীয় পত্নী ছায়া, তাহার পুত্র শনৈশ্চর এইরূপ পৌরাণিক কথাও বলিতে ছাড়েন না। তাই বলি, ষষ্ঠীনামক গ্রন্থ খানি "আঠারভাজার দালি" বা "হ্যাতাক্যাঁতার হাঁড়ি" যা খুঁজিবে তাই পাইবে, সুতরাং উহা পাঠ করিলে সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায় একথাটী অসম্ভব নহে।

অতঃ পর ষষ্ঠীনামক গ্রন্থের কিয়দংশ তুলিয়া দিতেছি। পাঠকমহাশয়রা পাঠ করুন, সর্ব্বজ্ঞ না হউন অন্ততঃ কিঞ্চিদ্‌জ্ঞও হইতে পারিবেন।

কীটব্রহ্মাণ্ডপর্য্যন্তং প্রপন্নার্থং ভবিষ্যতি।
মনবস্তু প্রপন্নার্থং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
সদাশিবস্য তল্লক্ষং গণনা ন পরাৎপরে।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ॥
ততঃ পরশিবো দেবি ষট্ শিবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।

* * *

তদূর্দ্ধে চ মহেশানি ষট্‌চক্রং শূন্যরূপিণং।
ক্রমেণ শৃণু দেবেশি দ্বিগুণাৎদ্বিগুণাস্ততঃ।
তদুত্তরং মহেশানি স্বরাট্‌চক্রং ভবিষ্যতি।
বিরাট্ চক্রং দ্বিরাট্‌চক্রং তদ্‌দ্বিগুণং।
সর্ব্বরাট ত্রিগুণ——? স্ততঃ।
সর্ব্বরাড়ুত্তরং দেবি ততঃ শূন্যং ভবিষ্যতি॥

*　　　　*　　　　*

ততঃ শূন্যা পরারূপা শ্রীমহাসুন্দরী কলা।

*　　　　*　　　　*

ইদানীং তারিণী দেবী রামরূপা ভবিষ্যতি।

*　　　　*　　　　*

এবং দেবি মহাশূন্যং মহাদক্ষিণকালিকা।
ব্যাপ্য তিষ্ঠতি দেবেশি শূন্যং কৃষ্ণস্বরূপতঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
কবিং পুরাণমনুশাসিতারং।
শৈবঃ শাক্তো বৈষ্ণবশ্চ সৌরশ্চ গাণপত্যকঃ।
একো ব্রহ্মা পঞ্চবিধঃ লোকানাং মোক্ষহেতবে।

*　　　　*　　　　*

চন্দ্রস্য ষোড়শ কলা একত্র সূর্য্যমণ্ডলে।
তদা সৃষ্টির্ভবেদ্ ধ্বংসঃ তস্মাৎ তোমাবৃতং জগৎ॥
অমানাম্নী মহাকলা অন্তে নাদস্বরূপতঃ।
বিন্দুরূপযুতঃ সূর্য্যো বিন্দুনাদময়ং জগৎ।

*　　　　*　　　　*

আকৃষ্টেন রজসা চ সূর্য্যস্য ধ্যানবৈদিকং।
অন্তঃকৃষ্ণো বহির্গৌর একত্বং শশিভাস্করম্।
শুক্লপক্ষে যদা চন্দ্রো ভাস্করান্নির্গতঃ ক্রমাৎ।
তথা তেন প্রকারেণ উৎপন্নমখিলং জগৎ।

এবং প্রকারেণ জগচ্চরাচরং
সমষ্টিব্যষ্টীব কৃতং জগৎ প্রভুঃ।

* * *

সংজ্ঞা স্বরূপা মহিলা বিহারতঃ
কৃতান্ত তৎপুত্র বিনাশকারণম্।
ছায়া দ্বিতীয়াহ্বয়সংপ্রভেদা
অসূত কালাখ্যশনৈশ্চরঞ্চ।

ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রশ্চ শনিরাহুকেতু কুর্ব্বন্তু সর্ব্ব মম সুপ্রভাতম্।

* * *

ভাসৃ দীপ্তৌ শাশিযোগাৎ ভাস্করশ্চেতি বিশ্রুতঃ।
নবসূক্ষ্মপ্রমাণেন পরমাণুসমুদ্ভবঃ।
তৎকালভোগমাসাদ্য নবসূক্ষ্মনবগ্রহঃ।
শক্তিপক্ষে প্রবক্ষ্যামি নবশক্ত্যা নবগ্রহাঃ।
তন্মতে যোগিনী দশা আগমে পরিগীয়তে।
মঙ্গলা পিঙ্গলা ধন্যা ভ্রামরী ভদ্রিকা তথা।
* * যোগিন্যষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
দণ্ডরূপা সদা নাড়ী সংখ্যা চৈব দ্বিসপ্ততিঃ।
পঞ্চব্রহ্মস্বরূপেণ প্রত্যক্ষং কালযোগতঃ
দ্বিসপ্ততিসহস্রাণি শরীরে নাড়িকাঃ স্মৃতাঃ।

* * *

একৈকনাড়িকামধ্যে পরমাণুসহস্রকম্।
পরমাণুসহস্রেণ দণ্ডমেকং ন সংশয়ঃ।

* * *

সূর্য্যপক্ষে তু সূর্য্যাদিক্রমেণ নব খেচরাঃ।
গণেশে সূর্য্যবৎ সর্ব্বং চণ্ডীতাজকসম্মতম্।

সৌরমণ্ডঞ্চ তত্রৈব সপ্তবিংশতিসংজ্ঞকং।
অমাকলাস্বরূপেণ অভিজিত্তত্র তিষ্ঠতি।

*　　　*　　　*

অংশস্য হরণে কালে গ্রহযুদ্ধং ভবেৎ তদা।
অদৃশ্যং পঞ্চ খেটেষু প্রত্যক্ষং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
গ্রহণং তত্র সম্ভূতং প্রত্যক্ষং সকলং জগৎ।

*　　　*　　　*

রাত্রৌ চৈবং বিজনীয়াৎ ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা তিথিঃ।
হ্রাসবৃদ্ধির্ভবেদ্ যত্র বক্রশীঘ্রগতিগ্রহাৎ।

ইহার পর উত্তরদাতা মহাশয়ের উদ্ধৃত কএটী শ্লোক আছে, তাহা পূর্ব্বেই তোলা হইয়াছে।

ইতি তে কথিতং ভদ্রে জ্যোতির্ব্রহ্মনিরূপণম্।
অনধীত্য ইমং গ্রন্থং কেবলং বনরোদনং॥

ইতি বৃহত্তন্ত্রে ব্রহ্মনিরূপণে শ্রীষষ্ঠীদাসাশ্রমবাগীশকৃতে বৈষ্ণবগোস্বামিসংগ্রহষষ্ঠীনামকগ্রন্থে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।*

পাঠক মহাশয়রা এক্ষণে দেখুন, ষষ্ঠীদাসের বিদ্যার দৌড় কত, এবং ষষ্ঠীনামক গ্রন্থের সারবত্তা কত।

যাহা হউক, ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত, "খাঁদা বৌর নাম পদ্মলোচন" বা "গদাকে পবনা" বলিয়া পরিচয় দেওয়ার ন্যায় ষষ্ঠীদাসকে মহাদেব ও ষষ্ঠীনামক গ্রন্থকে বৃহত্তন্ত্র বলিয়া পরিচয় দেওয়া অতীব কৌতুককর বা বিস্ময়কর ব্যাপার!

'বাণবৃদ্ধীরসক্ষয়ঃ' সম্বন্ধে উত্তরদাতা মহাশয় যে যে গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন, সে সমুদায় হইতেই প্রমাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; যে ও নিয়ম পার্ব্বকালিক নহে।

---

* পূর্ব্ব গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন কিরূপ ব্রহ্মনিরূপণ হইয়াছে। "যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং" "লেখকে নাস্তি দূষণম্"।

উত্তরদাতা মহাশয়, (৩পৃঃ) তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরের মুলভিত্তি স্থাপন এইরূপে করিয়াছেন,—"বাণবৃদ্ধীরসক্ষয়ঃ" ইতি তিথিহ্রাসবৃদ্ধিনিয়মমনুসৃত্য মাধবাচার্য্যেণ নির্ণয়সিন্ধুকারেণ চতুর্বর্গচিন্তামণিকৃদ্‌হেমাদ্রিপ্রভৃতিনা চ ঋষিবচনানাং মীমাংসিতত্বাত্তিথেঃ হ্রাসে বৃদ্ধৌ চ তাদৃশনিয়মস্যৈব প্রামাণ্যং"।

কিন্তু এই ভিত্তির অন্তরে যে কোন সার পদার্থই নাই, এবং উহা যে সতর্কতার সহিত স্থাপন করা হয় নাই, তাহা মাধবাচার্য্যের, হেমাদ্রির ও নির্ণয়সিন্ধুকারের গ্রন্থ তুলিয়া বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতঃ পর "হেমাদ্রিপ্রভৃতিনা"র অন্তর্গত "প্রভৃতি" শব্দের লক্ষ্য নিবন্ধকার বিশেষের মত কি? দেখান যাউক।

উত্তরদাতা মহাশয়, যখন প্রচলিত রীতি বহুবচনান্ত প্রয়োগ উল্লঙ্ঘন করিয়া 'প্রভৃতিনা' এরূপ একবচনান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন 'প্রভৃতি' শব্দে একজন মাত্র নিবন্ধকারই তাঁহার মনোগত ছিল ধরিয়া লইতে হয়। সে ব্যক্তি আবার কে? তাহা বুঝা সহজ কথা নয়। আমি পাঁচ সাত ভাবিয়া স্থির করিলাম যে "উভয় প্রদেশীয় নিবন্ধ কার"রা যে নিবন্ধকে মধ্যে মধ্যে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন, এরূপ একখানি নিবন্ধকর্ত্তাকে এ স্থলে 'প্রভৃতি' শব্দে ধরিয়া লওয়া যাউক তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তা ও উত্তরদাতা উভয়ই সন্তুষ্ট হইবার সম্ভাবনা। যেহেতু প্রশ্নকর্ত্তা মহাশয় প্রশ্নের মুখবন্ধনীতে ঐরূপ আভাস দিয়াছেন *।

নির্ণয়ামৃত গ্রন্থ অতিপ্রাচীন। এবং উভয়প্রদেশীয় নিবন্ধকারই মধ্যে মধ্যে নির্ণয়ামৃতকে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। একারণ নির্ণয়ামৃত হইতে কয়েকটী সন্দর্ভ তুলিয়া দেখান যাইতেছে, যে, নির্ণয়ামৃতকারও "বাণবৃদ্ধীরসক্ষয়ঃ" নিয়ম মানিতেন না।

১। (ক) উভয়ত্র অপরাহ্নব্যাপিত্বাত্ত তিথিক্ষয়ে আহিতাগ্নিভিঃ পূর্ব্বা সিনীবালী গ্রাহ্যা, অনাহিতাগ্নিভিঃ স্ত্রীশূদ্রৈশ্চ পরা কুহূরেব গ্রাহ্যা।

---

* মুখবন্ধনীর পাঠ এই,—"হেমাদ্রি অতিপ্রাচীন বলিয়া উভয় প্রদেশীয় নিবন্ধকারেরই মাননীয় * * * তদনুসারে আমাদের পঞ্জিকা সংশয় নিবৃত্তির চেষ্টা করা বিধেয়।"

(খ) উভয়ত্র অপরাহ্ণব্যাপিত্বে তু পরৈব কুতপকালিকী গ্রাহ্যা * * *। কুতপশব্দেন অষ্টমমুহূর্ত্তমাত্রমুচ্যতে; ন তু কুতপ-রোহিণীবিরিঞ্চাস্ত্রয়ো মুহূর্ত্তা উচ্যন্তে। * * * অত্র অমাবাস্যায়া অপরাহ্ণস্পর্শাভাবাত্ মুহূর্ত্তত্রয়রূপকুতপকালব্যাপিত্বাভাবেঽপি অষ্টমমুহূর্ত্তে কুতপে উপক্রান্তস্য শ্রাদ্ধস্য প্রতিপদ্ভাগেঽপি সমাপ্তৌ ন দোষঃ"।

এই সন্দর্ভের প্রথম সন্দর্ভে (ক চিহ্নিত অংশে) তিথির ৫ দণ্ডেরও অধিক বৃদ্ধি হওয়া পাওয়া যাইতেছে; আর দ্বিতীয় সন্দর্ভে (খ চিহ্নিত অংশে) ৬ দণ্ডেরও অধিক ক্ষয় হয় পাওয়া যাইতেছে; কারণ, তিথির উভয় দিন অপরাহ্ণ ব্যাপী হওয়া ৬৫ দণ্ডের অধিক না হইলে সম্ভবে না, এবং যে অমাবস্যা পূর্ব্ব দিন অপরাহ্ণ স্পর্শও করে না, সেই অমাবস্যার শ্রাদ্ধ, অষ্টম মুহূর্ত্তে আরম্ভ করিয়া প্রতিপদে সমাপন, অন্ততঃ নবম মুহূর্ত্তে প্রতিপদ্ না পড়িলে সম্ভবে না।

২। বিদ্ধাধিকা দ্বাদশীহীনা তু গৃহস্থৈঃ পূর্ব্বৈবোপাস্যা, যতিভিরুত্তরেতি ব্যবস্থা। * * * ননু * * * দ্বাদশীক্ষয়ে নক্তাদিকং বিহিতং, তত্ কথং গৃহিযতিবিষয়ত্বেন ব্যবস্থেতি চেত্। সত্যম্, একাদশীব্রতস্য নিত্যত্বাদ্ ব্যবস্থাসিদ্ধিরিতি। তদুক্তম্,—

অবিদ্ধা ত্বনিবিদ্ধা চেন্ন লভ্যেত যদা তিথিঃ।
মুহূর্ত্তৈঃ পঞ্চভির্বিদ্ধা গ্রাহ্যাপ্যেকাদশী তিথিঃ॥

ইতি পঞ্চমুহূর্ত্তৈর্বিদ্ধায়া অপি গ্রহণাত্।

এ স্থলে অধিক বেধেও একাদশীর উপবাস হইতে পারে, এই ব্যবস্থা সপ্রমাণ করিতে গিয়া হেতু দেওয়া হইয়াছে,—পাঁচ মুহূর্ত্ত বিদ্ধার (একাদশীর) ও (বচনে) গ্রহণ আছে; "পঞ্চমুহূর্ত্তবিদ্ধায়া অপি গ্রহণাত্।" একে এটী হেতু বাক্য (সিদ্ধ না হইলে হেতু হইতে পারে না), তাহাতে আবার "অপি" শব্দের যোগ আছে। সুতরাং এস্থলে আর কোন রূপ কল্পনাই স্থান পাইতে পারে না।

উত্তরদাতা মহাশয় উপসংহারে এইরূপ রফার প্রস্তাব করিয়াছেন। "যখন হেমাদ্রির বহুতর স্থানে "বাণবৃদ্ধীরসক্ষয়ঃ" এই নিয়ম সপ্রমাণ হইয়াছে, তখন ইহার বিপরীত নিয়মটী আমাদের শিষ্টাচার বিরুদ্ধ হইবে না, অবশ্যই হইবে, অতএব দৃক্সিদ্ধবাদিগণের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা

যে, তাঁহারা দৃক্‌সিদ্ধ্যনুসারে উক্ত নিয়মকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া একখানি আগম প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করুন আমরা সেই নিয়মকে অবশ্যই গ্রহণ করিব"।

ইহাতে উত্তরদাতা মহাশয়, সদাশয়তা, উদারতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, সরলতাও মহদন্তকরণের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন, যেহেতু উপর উক্ত প্রস্তাবটী একটু নিবিষ্টচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়, যে, উত্তরদাতা মহাশয় বিবাদমার্গে যে যে আপত্তি করিয়াছেন,ও সকল আপত্তি প্রকৃত পক্ষে তাঁহার মনোগত নহে ; সে সকলের তিনিই মনে মনে খণ্ডন করিয়া রাখিয়াছেন।

তাঁহার মনে কেবল "বাণবৃদ্ধীরসক্ষয়ঃ" এই এক খট্‌কা লাগিয়াছে, তাই তিনি সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া দিয়া কেবল মাত্র "বাণবৃদ্ধীরসক্ষয়ঃ" নিয়মটী রক্ষা করিতে প্রস্তাব করিয়াছেন, উহা রক্ষা হইলেই তিনি দৃক্‌সিদ্ধিবাদ অঙ্গীকার করিবেন, এক প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এরূপ প্রতিবাদের উপসংহার এরূপ ভাবে করা কি ধর্ম্মনিষ্ঠা সত্যপরায়ণতা ও সদাশয়তা প্রভৃতি গুণরাশির সদ্ভাব ব্যতিরেকে সম্ভবে? তাই এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হউক আর আর যাই হউক তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই।

তিনি যখন অকপট ভাবে সরলান্তকরণে এরূপ রফার প্রস্তাব করিয়াছেন, তখন সম্পূর্ণ আশা হইতেছে যে উদ্ধৃত হেমাদ্রি প্রভৃতির সন্দর্ভগুলি দেখিয়া তিনি "বাণবৃদ্ধীরসক্ষয়ঃ" নিয়মের দাবি দাওয়া এককালে পরিত্যাগ করিবেন। দৃক্‌সিদ্ধ আগম অনুসারে নিজে কার্য্যকলাপ করিবেন এবং প্রশ্নকর্ত্তা মহাশয় প্রভৃতিকে করিতে উপদেশ দিবেন।

অতঃপর উত্তরদাতা মহাশয়ের বিপক্ষে আমরা আর কোন কথাই বলিতে চাই না। এবং ইতি পূর্ব্বে সাধারণপাঠকগণের (গুড়জিহ্বিকার ন্যায়ে) চিত্তাকর্ষণের নিমিত্ত পরিহাসচ্ছলে যে দুই একটা কথা বলিয়াছি তাহাও তুলিয়া লইতেছি, তজ্জন্য অনুতাপ করিতেছি ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার সন্ধিপূজার ব্যবস্থাপত্রের উপসংহারে লিখিয়াছেন "হিন্দুদিগের ধর্ম্ম কর্ম্মে যে কাল ব্যবহৃত হয়, তাহা দৃক্‌গণিতৈক্য কাল নহে পারিভাষিক কাল এই বিষয়ে প্রধান প্রধান সাহেবদিগেরও অভিপ্রায় আছে।"

জাতি বিশেষের বা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি আস্থা বা অনাস্থা করা আমার স্বভাব নহে। বক্তা যিনিই হউন না কেন, তাতে কি এসে যায়, যিনি শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মভেদ করিয়া যে কথা বলিবেন তিনিই আমার মাতার ঠাকুর, তিনিই আমার মান্য, তাঁহার সেই কথাই আমার গ্রাহ্য ও প্রতিপাল্য। কিন্তু যেরূপ দেখিতে পাই, তাহাতে ধর্ম্ম কর্ম্মে সাহেবদের অভিপ্রায় লইতে ও গ্রাহ্য করিতে অনেকেরই বিশেষ আপত্তি আছে। অধিক কি, স্বয়ং মহেন্দ্র বাবুই সাহেব লিখিত নাবিক পঞ্জিকার অনুকরণে অসম্মত; তিনি তিথি নির্ণয় করিতে ইউরোপীয় বেধালয়েরও (observatoryরও) সাহায্য লইবার সম্পূর্ণ বিরোধী।

মহেন্দ্র বাবুর মতাবলম্বী কোন একজন অধ্যাপক বলিতেছিলেন, "কি দুঃখের কথা, কি পরিতাপের বিষয়, মহেন্দ্রবাবু নবদ্বীপের 'বিদ্যাবিবর্দ্ধিনী বিদ্বজ্জননী পণ্ডিতসভা'র সম্পাদক হইয়া এবং 'নিজে বিদ্যারণ্য' হইয়াও ধর্ম্মকার্য্যের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিদ্যারত্ন স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি প্রধান প্রধান পণ্ডিত মহাশয়দের অভিপ্রায়ের পরিবর্ত্তে প্রধান প্রধান সাহেবদের অভিপ্রায় প্রমাণ স্থলে তুলিলেন !" তাহাতেই বলি, যে, মহেন্দ্র বাবুর এরূপ লেখা ভাল হয় নাই।

আমার 'ভাল হয় না' বলিবার আরও একটী কারণ আছে, আমি অনুসন্ধানে যত দূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, মহেন্দ্র বাবু যে সকল সাহেবের নাম করিয়াছেন, তাঁদের 'ধর্ম্ম কার্য্যের তিথি পারিভাষিক' এরূপ অভিপ্রায়ই নয়।

মহেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন,—"ওয়ারেনের কালসংকলিতা নামক গ্রন্থে তিথি শব্দ দ্রষ্টব্য"। কালসংকলিতা দেখিলাম "ওয়ারেন (Warren) সাহেব শাস্ত্রসম্মত গণনা দ্বারা যে সকল তিথ্যাদি আনয়নের প্রণালী দেখাইয়াছেন ও যে সকল গণনা করিয়াছেন, তাহাতে পারিভাষিক, তিথি নক্ষত্রাদির লাভ ত হয় না; বরং দৃক্‌সিদ্ধ তিথি নক্ষত্রাদিরই লাভ হয়। ওয়ারেন সাহেব কালসঙ্কলিতা গ্রন্থে সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি জ্যোতিষশাস্ত্র সম্মত সূর্য্য ও চন্দ্রের দ্বাদশ ভাগ অন্তরকেই তিথি বলিয়াছেন,—

১ "The duration of a tithi is determined by the time that the Moon takes to run through 12. relatively to the sun."—

(page 111)। ওয়ারেন সাহেবের তিথি গণনার প্রণালী এই,—প্রথমতঃ সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রকৃত অবস্থান (the true position) স্থির করিয়া লইয়া চন্দ্র সূর্য্যের অন্তর (Luni-solar distance) স্থির করিবে (vide pp. 109-12)। দৃক্‌সিদ্ধি অনুসারে তিথি গণনার প্রণালী ও ঐরূপ। ওয়ারেনের মতে তিথি পারিভাষিক হইলে চন্দ্র সূর্য্যের প্রকৃত অবস্থান (true position) ও তাহাদের অন্তর (Luni-solar distance) স্থির করার আবশ্যক হইত না। এবং যে পরিভাষা অনুসারে তিথি গণনা করিতে হইবে, সেই পরিভাষা তিনি দিতেন, তাহাও দেন নাই। পক্ষান্তরে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন

"any attempt to subject the contingencies of the Luni-solar years to any mechanical process, would be as hopeless a task as if it were proposed to elicit the articles of the English Nautical Almanac, or French connoissance des sems, by any other means than their regular computation." (p 165)।

ইহার স্থূল মর্ম্ম এই, চান্দ্র বৎসর সংক্রান্ত বিষয় সকলের নির্ণয় করিতে নাবিক পঞ্জিকা বা ফ্রান্সের পঞ্জিকার গণনার ন্যায় রীতিমত গণনার আবশ্যক, স্থূল গণনায় তাহা কথনই প্রকৃত হয় না।

ওয়ারেন সাহেব হিন্দুদের কর্ম্ম কার্য্যে কোন্ কাল ব্যবহৃত হয়, সে সম্বন্ধে কিছুই লেখেন নাই ; অন্ততঃ আমরা পাইলাম না।

প্রসঙ্গ ক্রমে বলা আবশ্যক, ওয়ারেন সাহেবের গ্রন্থ হইতে পাওয়া যাইতেছে ; যে, তিথির ক্ষয় ৬ দণ্ডেরও অধিক হয়। তিনি ক্ষয়ের গণনা প্রস্তাবে গণিত দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছেন, যে, একদিন উদয়ের পর চতুর্দ্দশী ৪দণ্ড ২৮ পল ৫০ বিপল থাকে, তাহার পর অমাবস্যা হয়। এবং ঐ দিন অমাবস্যা ৫৭ দণ্ড ২ পল ৪০ বিপল পর্য্যন্ত থাকে, তাহার পর প্রতিপদ্ হয়। ইহাতে অমাবস্যার পরিমাণ ৫২ দণ্ড ৩৬ পল ৫০ বিপল হয়।

"The 29th Tithi ended at 4^{G}. 28^{V}. 50^{P} after sunrise, and the 30th on the same day at 57. 2. 40" (vide p 118)

মহেন্দ্র বাবুর ২ নম্বরের প্রধান সাহেব ডাক্তার থিব (Thibaut) ডাক্তার থিব সাহেবের জ্যোতিষ সম্বন্ধে একমাত্র গ্রন্থ পঞ্চসিদ্ধান্তিকার সংস্করণ (Edition) আমরা পাইয়াছি। থিব সাহেব ঐ গ্রন্থের উপক্রমণিকার ৪০পৃষ্ঠায়

কৃত্তিকাদি ৭টী নক্ষত্রের দুই প্রকার ধ্রুবক ও বিক্ষেপ দেখাইয়াছেন, পঞ্চসিদ্ধান্তিকা অনুসারে একরূপ ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত অনুসারে একরূপ। স্ফুটের নাম গন্ধও করেন নাই, সুতরাং "তাহাতেও ইহা প্রমাণ হয়" না "যে সে সকল সূক্ষ্মগণনালব্ধ নহে।" ডাক্তার থিব ঐ স্থানে লিখিয়াছেন—

"How the longitude and latitude are measured, the test does not define ; we can only presume that the Siddhanta which Baraha Mihira here extracts followed the usnal Indian method viz of referring the stars outside the ecliptic to the latter circle not by latitude circles, but by declination circles, so that the quantities stated are what Whitney, in his translation of the Surya-Siddhanta calls polar longitudes (dhruva) and polar latitudes (vikshepa)."

এই সন্দর্ভে "Indian method" শব্দ দেখিয়া যদি মহেন্দ্র বাবু মনে করিয়া থাকেন যে "সে সকল সূক্ষ্ম গণনা লব্ধ নহে," সে স্বতন্ত্র কথা।

ডাক্তার থিব সাহেব পঞ্চ সিদ্ধান্তিকাগ্রন্থে নানা স্থানে দৃক্‌সিদ্ধি করিয়া গণিতের কথা লিখিয়াছেন, এক স্থান উদ্ধৃত করা যাইতেছে ;—

A mode for finding the number of elapsed true tithis and the longitude of the moon by observation : –When the distance of the moon from the sun amounts to 12°, one tithi has elapsed and so on.

"ম্যাকস্‌মুলারের (Max Mullar এর) ঋক্ সংহিতায় যে জ্যোতিষের বিষয় লিখিত আছে তাহাতেও পারিভাষিক তিথি নক্ষত্রাদির পরিচয় পাওয়া যায়" না। বরং ম্যাক্‌স্‌মুলার সাহেব তিথির যাহা লক্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে দৃক্‌সিদ্ধিবাদীদের অভিমত তিথিই পাওয়া যায়। তাঁহার তিথির লক্ষণ এই;—

The lunar measure is derived from the moon by its increase and wane. When the moon, step by step, every libratory day, increases and wanes, that is colled a lunar month ; half of it is a parvana-paksha, and the fifteenth part, a tithi.

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বাবু আবার ঐ "সন্ধিপূজা ব্যবস্থার" উপসংহারে

লিখিয়াছেন "ওয়েবর সাহেবের ইণ্ডিষি-ষ্টুডিয়েন, হুইটনী সাহেবের উত্তরায়ণ সংক্রান্তি বিষয়ক প্রস্তাব, বর্জেসের সূর্য্যসিদ্ধান্তের অনুবাদ ও টিপ্পনী, এই সকলে পারিভাষিক কালই লক্ষিত হয়, সুতরাং ধর্ম্মকার্য্যে তিথ্যাদি বিষয়ে কখনই দৃক্‌সিদ্ধির আবশ্যকতা নাই ধার্ম্মিকগণের নিকট আমার এই অনুরোধ তাঁহারা একবার এই কয়েকখানি ইংরাজী পুস্তকের সমালোচনা করিয়া দেখুন।" তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহেন্দ্রবাবুর অনুরোধে এই কয় খানি গ্রন্থের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইল।

১। ওয়েবর (Weber) সাহেবের ইণ্ডিষি-ষ্টুডিয়েন একে ত বৃহৎ গ্রন্থ, তাহাতে আবার জর্ম্মান ভাষায় লিখিত; সুতরাং তাহার সমালোচনা করা আমার সাধ্য নহে, সুতরাং মুরব্বি ধরিতে হয়। আমার বন্ধু হাবড়ার মেজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গ্রীয়ারসন্ (Grierson) সাহেব জর্ম্মান ভাষা জানেন, এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়ের নিকট জ্যোতিষসিদ্ধান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। বলিতে কষ্ট হয়,আমাদের দেশীয় পঞ্জিকাকার মহাশয়দের মধ্যে কেহ সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থ অনুসারে তিথি নক্ষত্রাদি গণনা করিতে পারেন কি না সন্দেহ, কোন কোন প্রসিদ্ধ পঞ্জিকাকার আমার নিকট স্পষ্টাক্ষরে স্বীকারই করিয়া গিয়াছেন, যে, পারেন না; কিন্তু গ্রীয়ারসন্ সাহেব, সূর্য্যসিদ্ধান্ত (সবীজ ও নির্বীজ) আর্য্যসিদ্ধান্ত (লল্লের কৃত সংস্কারসহিত), ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তশিরোমণি এই কএক প্রকার সিদ্ধান্ত অনুসারে তিথি গণনা করিতে পারেন। তাই আমি গ্রীয়ারসন্ সাহেবকে অনুরোধ করি।

গ্রীয়ারসন্ সাহেব, ডাক্তার ওয়েবর সাহেবের ইণ্ডিষষ্টুডিয়েনের দ্বিতীয় খণ্ডে জ্যোতিষের বিষয় থাকায় তাহাই আদ্যন্ত দেখিয়া বলিলেন, ইণ্ডিষিষ্টুডিয়েনে তিথির বিশেষ বিবরণ নাই; নক্ষত্রের বিষয়ে অনেক কথা আছে, এবং বেদাঙ্গ জ্যোতিষ সম্বন্ধেও নানা কথা আছে, কিন্তু তাহাও এইরূপ,—কোন্ নক্ষত্রে কোন্ যাগ করিতে হয়, কখন্ করিতে হয় প্রাতঃকালে না সন্ধ্যাকালে? ইত্যাদি।

২। হুইট্‌নি (Whitney) সাহেবের উত্তরায়ণ সংক্রান্তি বিষয়ক প্রস্তাব আমি সংগ্রহ করিতে না পারিয়া মহেন্দ্র বাবুকে লিখি, তাঁহার নিকট ঐ পুস্তক নাই উত্তর দেন। সুতরাং ঐ পুস্তক আমি দেখিতে পাই নাই,

এবং অনাবশ্যক মনে হওয়ায় পাইতে বিশেষ চেষ্টাও করি নাই। তাঁহার রাশিচক্র (The lunar Zodiac) নামক প্রস্তাব পাঠ করিয়া যত দূর জানা গেল, তাহাতে মনে হয়, তাঁহার মতে হিন্দুরা গ্রহদের অবস্থা দর্শন করিয়া নক্ষত্রাদি নির্ণয় করিতেন; হিন্দুদের গ্রহ দর্শনের ক্ষমতা ছিল, কিন্তু কত দূর ছিল, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। হিন্দুদের সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে গণিতের নিয়মাদিই বেশী, দর্শনের নিয়মাদি বড়ই কম। এই প্রস্তাবে তিনি 'তিথি পারিভাষিক কি না' তাহা বলা দূরে থাকুক তিথির নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই।

৩। রেবরেণ্ড বর্জেসের (Rev. Burgess) সূর্য্যসিদ্ধান্তের অনুবাদে ও টিপ্পনীতে তিথি পারিভাষিক বলিয়া লক্ষিত হয় না; বরং তিথ্যাদি বিষয়ে দৃক্‌সিদ্ধির আবশ্যকতাই লক্ষিত হয়। রেবরেণ্ড বর্জেস সাহেব দৃক্‌গণিতৈক্য করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে সূর্য্যসিদ্ধান্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকের যে অনুবাদ করিয়াছেন এবং তাহার উপর যে টিপ্পনী দিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাইবেন, গণনাপদ্ধতির সাধারণ নিয়মে দৃকগণিতৈক্যের আবশ্যকতা আছে। তিনি আবার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬৬ শোকের যে অনুবাদ ও টিপ্পনী করিয়াছেন, তাহা দ্বারাও প্রমাণ হয়, যে, তিথি পারিভাষিক নহে, তিথি গণনায় দৃক্‌সিদ্ধির আবশ্যকতা আছে। তাঁহার গ্রন্থ এই ;—

"By reason of this and that rate of motion, from day to day, the planets thus come to an accordance with their observed places (দৃক্) this, their correction (Sputikarana স্ফুটীকরণ), I shall carefully explain."—— ch. II. Sloke 14.

(*Note*) "Having now disposed of matters of general theory and preliminary explanation, the proper subject of this chapter, the calculation of the true Sphuta (স্ফুট) from the mean places of different planets, is ready to be taken up."

"From the number of minutes in the longitude of the moon diminished by that of the sun are found the lunar days (tithi) by dividing the difference by the portion (bhoga ভোগ) of a lunar day. Multiply the minutes past and to come of the current lunar day by sixty, and divide by the difference of the

daily motions of the two planets: the result is the time of the nadis (নাড়ী). ch. II. Sloke 66.

(*Note*) The tithi or lunar day is (sec 13) one thirtieth of a lunar month, or of the time during which the moon gains in longitude upon the sun a whole revolution, of 360° : it is, therefore, the period during which the difference of the increment of longitude of the two planets amounts to 12. or 720' which arc as stated in verse 64 is its bhoga (ভোগ).

এই তিথিই যে ধর্ম্মকার্য্যের উপযুক্ত তাহাও বর্জেস্ সাহেবের অনুবাদে স্পষ্ট লেখা আছে।

"As the moon, setting out from the sun, moves from day to day eastward, that is the Lunar method of reckoning time (mana মান) : a lunar day (tithi) is to be regarded as corresponding to twelve degrees of motion." XIV Sloko 12.

এই প্রস্তাবের উপসংহারে বলা উচিত, যে মহেন্দ্র বাবু যেরূপ প্রকৃতির লোক আমার জানা আছে, তাহাতে তিনি যে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ বা নিজের পঞ্জিকার বহুল প্রচার করিবার জন্য, সমালোচিত পুস্তক দুই খানি বাহির করিয়াছেন, তাহা ত আমার কিছুতেই মনে হয় না ; তাঁহার এরূপ পুস্তক বাহির করার কোন মহত্ উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে,—এই আমার ধারণা ছিল। এক্ষণে জানিলাম তাহাই প্রকৃত, মহেন্দ্র বাবু আমার কোন এক জন প্রিয় ছাত্রের নিকট বলিয়াছেন, নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতে হঠকারী হওয়া ভাল নহে, তাই তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান ও আন্দোলন করা অতীব কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া তিনি পুস্তক দুইখানি বাহির করিয়াছেন, এবং পণ্ডিত মহাশয়রা যাহা তাঁহাকে জানাইয়াছেন, সমালোচনার জন্য অবিকল তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার উহাতে নিজের কোন মতামত নাই।

মহেন্দ্রবাবু এরূপ অভিপ্রায়ে এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপন করিয়াছেন শুনিয়া আমার অতীব প্রীতি হইয়াছে। তিনি আমাকে যেরূপ সম্মান করেন তাহাতে তাঁহাকে কেবল সাধুবাদ দিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না, আশীর্ব্বাদ করি, তিনি চিরজীবী হইয়া এরূপ সদনুষ্ঠানে লিপ্ত থাকুন।

অতঃ পর "পঞ্চাঙ্গপরিচর্য্যা" র সমালোচনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু নানা কারণে উহার সমালোচনা করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। এবং সমালোচনার আবশ্যকতাও দেখিতেছি না; অতএব সমালোচনা করিব না। তবে শ্রীযুক্ত প্রাণানন্দ কবিভূষণ মহাশয়, যে, জ্যোতিষশাস্ত্র সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিতে গিয়া যা খুসি বলিয়াছেন, তাহা কয়েকটী উদাহরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছি।

১। "স্পষ্ট সূর্য্য হইতে স্পষ্ট চন্দ্রের ১৩।২০ কলা গতি এক নক্ষত্র"। (১২ পৃঃ) একথাটী ভুল। নক্ষত্রের সহিত স্পষ্ট সূর্য্যের কোন সম্বন্ধই নাই।

২। "চন্দ্রের মধ্যগতি (৮০০ কলা)" (১৬ পৃঃ), একথাটীও ভুল। চন্দ্রের মধ্যগতি ৭৯০।৩৫ কলা। ইহা সিদ্ধান্তশিরোমণির মধ্যাধিকারে প্রত্যব্দশুদ্ধি প্রকরণে ১৫ শোকের ভাষ্য এবং স্পষ্টাধিকারের ৭৩ শ্লোক ও ভাষ্য দেখিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে।

৩। "কারণ এরূপ সূক্ষ্ম নক্ষত্র আনয়ন করিতে হইলে কোন্ নক্ষত্র হইতে কোন্ নক্ষত্র কত অন্তরে অবস্থিত অগ্রে তাহা স্থির করিতে হয় এবং গ্রহের স্ফুট গতি অনুসারে তত অংশ যাইতে যত সময় লাগিবে তাহাই ঐ নক্ষত্রের সূক্ষ্ম পরিমাণ। তদনুসারে কোন নক্ষত্রের পরিমাণ ৯০ দণ্ড আর কখন বা ৩০ দণ্ড হয়।" (১৬ পৃঃ)

এই সন্দর্ভের আগাগোড়া ভুল। এক নক্ষত্র হইতে অপর নক্ষত্রের অন্তর,—এ কথাটীই অসম্ভব, অশ্বিনী নক্ষত্র ও ভরণী নক্ষত্র স্থূলই বলুন আর সূক্ষ্মই বলুন ইহারা ত পরস্পর সংলগ্ন, ইহার মধ্যে ত কোন অন্তরই নাই, তবে তাহার আবার স্থির করিবে কি? এই অন্তর শব্দে যদি প্রত্যেক সূক্ষ্ম নক্ষত্রের ভোগ কলা অভিপ্রেত হয়, তবে, সে ত শাস্ত্রে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করা আছে। তার আর স্থির করিবে কি? ভাস্করাচার্য্য লিখিয়াছেন সূক্ষ্ম নক্ষত্রের যে ভোগ কলা বলা হইল ইহাতে শাস্ত্রের উপর নির্ভর ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই (অত্রোপপত্তিরাগমপ্রামাণ্যেন)। শাস্ত্রে যে সূক্ষ্ম নক্ষত্রের যত ভোগ কলা লেখা আছে, ঐ কলা ভোগ করিতে চন্দ্রের যে সময় লাগে, সেই সময়ই সেই সূক্ষ্ম নক্ষত্রের পরিমাণ। স্থূল নক্ষত্রের ন্যায় সকল সূক্ষ্ম

নক্ষত্রের ভোগ কলা সমান নহে, যেমন অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা ও রোহিণী এই চারিটী সূক্ষ্ম নক্ষত্রের পরিমাণ যথাক্রমে ৭৯০ কলা ৩৫ বিকলা; ৩৯৫ কলা ১৭ বিকলা; ৭৯০ কলা ৩৫বিকলা এবং ১১৮৫কলা ৫২ বিকলা। অতএব চন্দ্রের ৭৯০ কলা ও ৩৫ বিকলা ভোগ করিতে যত টুকু সময় লাগে ও ৩৯৫ কলা ও ১৭ বিকলা ভোগ করিতে যত টুকু সময় লাগে, তাহাই যথাক্রমে সূক্ষ্ম-অশ্বিনী ও ভরণীর পরিমাণ হয়। এমত অবস্থায় "কোন নক্ষত্রের পরিমাণ ৯০ দণ্ড আর কখন বা ৩০ দণ্ড হয়—" ইহা অত্যন্ত অপসিদ্ধান্ত বই আর কি বলিব। যে সূক্ষ্ম নক্ষত্রের ৯০ দণ্ড পরিমাণ হয়, সে সূক্ষ্ম নক্ষত্রের পরিমাণ কখনই ৩০ দণ্ড হইতে পারে না। কারণ যে সূক্ষ্ম নক্ষত্রের ভোগ কলা ১১৮৫। বিকলা ৫২, সেই সূক্ষ্মনক্ষত্রেরই চন্দ্রের গতিতে কখন ৯০ দণ্ড পরিমাণ হইতে পারে, কিন্তু ঐ সূক্ষ্ম নক্ষত্রের ঐ ভোগ কলা (১১৮৫। ৫২), চন্দ্রের যতই শীঘ্রগতি হউক না কেন, ৩০ দণ্ড কালে ভোগ হওয়া অতীব অসম্ভব।

পুলিশ বশিষ্ঠ ও গর্গ প্রভৃতির সিদ্ধান্ত গ্রন্থ হইতে ভাস্করাচার্য্য সূক্ষ্ম নক্ষত্রের ভোগকলা প্রভৃতি লইয়া যেরূপ সূক্ষ্মনক্ষত্রের বিবরণ দিয়াছেন উপরে তাহারই অনুবাদ মাত্র করিয়াছি। ভাস্করাচার্য্যের গ্রন্থ এই,—"অথ পুলিশবশিষ্ঠগর্গাদিভির্বিবাহযাত্রাদৌ সম্যক্‌ফলসিদ্ধ্যর্থং কথিতং তত্ সূক্ষ্মমিদানীং প্রবক্ষ্যে। তত্র ষট্‌অধ্যর্দ্ধভোগানি বিশখাপুনর্বসুরোহিণ্যুত্তরাত্রয়ম্। অথ ষট্ অর্দ্ধভোগানি, অশ্লেষার্দ্রাস্বাতিভরণীজ্যেষ্ঠাশতভিষক্। এভ্যঃ শেষাণি পঞ্চদশ একভোগানি। ভোগপ্রমাণন্তু শশিমধ্যভুক্তিঃ ৭৯০।৩৫। অধ্যর্দ্ধভোগঃ ১১৮৫।৫২। অর্দ্ধভোগঃ ৩৯৫।১৭ সর্ব্বর্ক্ষভোগৈরূনিতানাং চক্রকলানাং ২১৬০০, যচ্ছেষং সোঽভিজিদ্ ভোগঃ ২৫৪।১৮। অথ তত্‌সাধনং গ্রহং কলীকৃত্য অশ্বিন্যাদীনাং ভোগান্ বিশোধয়েত্, যাবন্তঃ শুদ্ধাস্তাবন্তি গতভানি জানীয়াত্। শেষাঃ কলা গতসংজ্ঞাঃ। তা অশুদ্ধভোগাত্ পতিতা এষ্যসংজ্ঞাঃ। তা গতৈষ্যা কলা ষষ্টি (৬০) গুণা গ্রহগত্যা ভক্তা গতৈষ্যা ঘটিকা ভবন্তি। অত্রোপপত্তিরাগমপ্রামাণ্যেন। স্পষ্টাধিকার ৭১-৭৫ শ্লোকের ভাষ্য।

৪। "সাধারণ প্রস্তাব।

পৌলিশ বশিষ্ঠ ও গর্গসিদ্ধান্ত অনুসারে সূক্ষ্ম নক্ষত্রের অবস্থান।

				স্থান			অন্তর	
নক্ষত্র	ভোগকলা	অঃ	কঃ	রা	অঃ	কঃ	অঃ	কঃ
১। অশ্বিনী	৪৮	৮।	০	০।	৮।	০	৮।	০
২। ভরণী	৪০	৬।	৪০	০।	২০।	০	১২।	০
২। কৃত্তিকা	৬৫	১০।	৫০	১।	৭।	৩০	১৭।	৩০
৪। রোহিণী	৫৭	৯।	৩০	১।	১৯।	৩০	১২।	০
৫। মৃগশিরা	৫৮	৯।	৪০	২।	৩।	০	১৩।	৩০
৬। আর্দ্রা	৪	০।	৪০	২।	১৪।	৫০	১১।	৫০
৭। পুনর্ব্বসু	৭৮	১৩।	০	৩।	৩।	০	১৮।	১০
৮। পুষ্যা	৭৬	১২।	৪০	৩।	১৬।	০	১৩।	০
৯। অশ্লেষা	১৪	২।	২০	৩।	১৯।	০	৩।	০
১০। মঘা	৫৪	৯।	০	৪।	৯।	০	২০।	০
১১। পূর্ব্বফল্গুণী	৬৪	১০।	৪০	৪।	২৪।	০	১৫।	০
১২। উত্তরফল্গুণী	৫০	৮।	২০	৫।	৫।	০	১১।	০
১৩। হস্তা	৬০	১০।	০	৫।	২০।	০	১৫।	০
১৪। চিত্রা	৪০	৬।	৪০	৬।	০।	০	১০।	০
১৫। স্বাতি	৭৪	১২।	২০	৬।	১৯।	০	১৯।	০
১৬। বিশাখা	৭৮	১৩।	০	৭।	৩।	০	১৪।	০
১৭। অনুরাধা	৬৪	১০।	৪০	৭।	১৪।	০	১১।	০
১৮। জ্যেষ্ঠা	১৪	২।	২০	৭।	১৯।	০	৫।	০
১৯। মূলা	৬	১।	০	৮।	১।	০	১২।	০
২০। পূর্ব্বাষাঢ়া	৪	০।	৪০	৮।	১৪।	০	১৩।	০
২১। উত্তরাষাঢ়া	০	০।	০	৮।	২০।	০	৬।	০
২২। অভিজিৎ	*	*।	*	৮।	২৬।	৪০	৬।	৪০
২২। শ্রবণা	*	*।	*	৯।	১০।	০	১৩।	২০
২৩। ধনিষ্ঠা	*	*।	*	৯।	৩০।	০	১০।	০
২৪। শতভিষা	৮০	১৩।	২০	১০।	২০।	০	৩০।	০
২৫। পূর্ব্বভাদ্র	৩৬	৬।	০	১০।	২৬।	০	৬।	০
২৬। উত্তরভাদ্র	২২	৩।	৪০	১১।	৬।	৪০	১০।	৪০
২৭। রেবতী	৭৯	১৩।	১০	১১।	২৯।	৫০	২৩।	১০*

(১৭ পৃষ্ঠা)।

এই সন্দর্ভটী প্রতারণামূলক কি অবোধবিজৃম্ভিত, তাহা নির্ণয় করা ভার। তালিকাটীর শিরোনাম, ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তশিরোমণির বাসনাভাষ্য দেখিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঐ ভাষ্য ইতিপূর্ব্বেই আমরা তুলিয়াছি। কিন্তু সেই স্থানেই সূক্ষ্ম নক্ষত্রের যে বিবরণ লেখা আছে, তাহা যে কারণেই হউক উদ্ধৃত করা হয় নাই। রেবরেণ্ড বার্জেস্ সাহেব সূর্য্যসিদ্ধান্তের নক্ষত্র গ্রহযুত্যধিকারে (৮ অধ্যায়ে) নক্ষত্রের যোগতারার অবস্থান সম্বন্ধে যে একটী তালিকা (Table) দিয়াছেন, কবিভূষণ মহাশয় ঐ তালিকার ১ম ২য় ও ৬ষ্ঠ ঘরের (Collumএর) নকল করিয়া ২য় ৩য় ও ৪র্থ ঘর পূরণ করিয়াছেন এবং ঐ অধ্যায়ে নক্ষত্রের যে ভোগকলার অঙ্ক দেওয়া আছে, তাহা লইয়া তালিকার ১ম ঘরটী পূরণ করিয়াছেন। পাঠক মহাশয়দের তুলনা করিবার সুবিধার জন্য বার্জেস্ সাহেবের তালিকা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

Position of the Junction Stars of the Astirisms.

No	Name	Position in its portion		Polar Longitude		Polar Latitude		Right Ascension		True Declination		Interval in Langitude		Interval in R. A.	
1.	Acvine.	8	0	8	0	10	0N	7	30	13	20N	12	0	11	0
2.	Bharani.	6	40	20	0	12	0 "	18	30	20	0 "	17	30	16	50
3.	Krittika.	10	50	37	30	5	0 "	37	20	19	20"	12	0	12	0
4.	Rohini.	9	30	49	30	5	0S	47	20	13	0"	13	30	12	40
5	Murgacirsha	9	40	63	0	10	0"	61	0	11	20"	4	20	4	40
6	Ardra.	0	40	67	20	9	0"	65	40	13	0"	25	40	27	[illegible]
7.	Punarvasu.	13	0	93	0	6	0N	93	10	30	0"	13	0	14	0
8.	Pushya.	12	40	106	0	0	0	107	10	23	0"	3	0	3	20
9.	Aclesha.	2	20	109	0	7	0S	110	30	15	40"	20	0	20	40
10.	Magha.	9	0	128	0	0	0	131	10	18	20"	15	0	15	0
11.	P. Phalguni	10	40	144	0	12	0N	146	10	25	50"	11	0	10	40
12	U. Phalguni	8	20	155	0	13	0"	156	50	22	50"	15	0	13	50
13	Hasta	10	0	170	0	11	0S	170	40	7	0S	10	0	9	20
14.	Chitra.	6	40	180	0	2	0"	180	0	2	0"	19	0	17	40
15.	Svati	12	20	199	0	37	0N	197	40	29	29N	14	0	13	10
16.	Vicakha.	13	0	213	0	1	30S	210	50	14	20S	11	0	11	0
17.	Anuradha.	10	40	224	0	3	0"	221	50	19	20"	5	0	5	0
18.	Jyeshtha.	2	20	229	0	4	0"	226	50	21	50"	12	0	12	0
19	Mula.	1	0	241	0	9	0"	238	50	29	50"	13	0	14	[illegible]
20.	P Ashadha.	0	40	254	0	5	30"	252	50	28	30"	6	0	6	30
21	U. Ashadha	..	..	260	0	5	0"	259	20	28	40"	6	40	7	0
22.	Abhijit.	..	..	266	40	60	0N	266	20	36	0N	13	20	14	30
23.	Cravana.	..	..	280	0	30	0"	280	50	6	20"	10	0	10	40
24.	Dhunishtha.	..	..	290	0	36	0"	291	30	13	30"	30	0	30	40
25.	Catabhnisa	13	20	320	0	0	30s	322	10	15	40S	6	0	6	[illegible]
26.	P. bhadrapada	6	0	326	0	24	0N	328	10	10	50N	11	0	10	3[illegible]
27.	U bhadrapada	3	40	337	0	26	0"	338	40	16	50"	22	50	21	14
28.	Revati.	13	10	359	50	0	0	359	50	0	0	8	10	7	00

সূক্ষ্ম নক্ষত্রের পরিমাণ স্বতন্ত্র আর যোগ তারার অবস্থানের উপযোগী ভোগকলা স্বতন্ত্র। উভয়ের কোন সম্বন্ধই নাই।

৫। "শৃঙ্গোন্নতৌ তু চন্দ্রস্য দৃক্‌কর্ম্মাদাবিদং,স্মৃতম্।" সূর্য্যসিদ্ধান্তের এই বচনে 'দৃক্‌কর্ম্ম' শব্দের অর্থ দৃক্‌সিদ্ধি স্থির করিয়া লইয়া বলা হইয়াছে "চন্দ্রের শৃঙ্গোন্নতি প্রভৃতি গণনার জন্য যেখানে যেখানে দৃক্‌সংস্কারের ব্যবস্থা আছে, তথায় দৃক্‌সংস্কার করিয়া নির্ব্বাহ করিতে হইবে। তিথ্যাদি বিষয়ে দৃক্‌সিদ্ধি করিয়া গণনা করিলে যে কার্য্য পণ্ড হইবে সে বিষয়ে আর অণুমাত্রও সংশয় নাই। (১৮ পৃঃ)। এটীও সম্পূর্ণ ভুল।

এস্থলে দৃক্‌কর্ম্ম শব্দের দৃক্‌সিদ্ধি অর্থ নহে, দৃক্‌কর্ম্ম একটী স্বতন্ত্র ব্যাপার, উহা সূর্য্যসিদ্ধান্তেই গ্রহযুত্যধিকারে ৮,৯ ও ১০ শ্লোকে স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। শব্দের সৌসাদৃশ্য থাকায় এ ভুলটী করা হইয়াছে *।

৬। "অদৃশ্যরূপাঃ কালস্য মূর্ত্তয়ো ভগণাশ্রিতাঃ।
শীঘ্রমন্দোচ্চপাতাখ্যা গ্রহাণাং গতিহেতবঃ॥

এইটী সূর্য্যসিদ্ধান্তের স্পষ্টাধিকারের প্রথম শ্লোক। আমরা (প্রাণানন্দ) ইহার সমুদায়ের অর্থ করিতেছি না কেবল "অদৃশ্যরূপাঃ" এই কথাটীর অর্থ করিতেছি। রঙ্গনাথের টীকা "ননু দৃশ্যন্তে কুতো নেত্যত আহ। অদৃশ্যরূপা ইতি। বায়বীয়শরীরা অব্যক্তরূপত্বাত্ অপ্রত্যক্ষা ইতি ভাবঃ।"

এখানে সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রতিজ্ঞা অদৃশ্যগ্রহের উপর কি দৃশ্য গ্রহের উপর তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন।" (২২ পৃঃ)।

ইহাতেও ভয়ানক ভুল হইয়াছে। "অদৃশ্যরূপাঃ" পদ গ্রহের বিশেষণ নহে, কিন্তু শীঘ্রোচ্চ মন্দোচ্চ ও পাতরূপ গতি হেতুর বিশেষণ তাহা তলাইয়া না দেখাতেই এই ভুল হইয়াছে। ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞদের সুবিধার নিমিত্ত রেবরেণ্ড বর্জেসের উক্ত শ্লোকের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত হইল ;——

Forms of time, of invisible shape, stationed in the zodiac

---

* এ ভুলটী কেবল নিজে করেন নাই, অন্যকেও করাইয়াছেন। মহেন্দ্রবাবুর সন্ধি পূজার পুস্তকেও এই ভুল আছে।

(bhagana) callea the conjunction (cighroppoa শীঘ্রোচ্চ), aphsis (mandocpoha), and node (pata), are causes of the motion of the planets.

প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক হইতেছে। আমার কৃত কার্য্যের সমালোচক কোন কোন মহাত্মা পঞ্চাঙ্গপরিচর্য্যা পাঠ করিয়া বলিয়া থাকেন, "আমি জ্যোতিঃশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ হইয়া ও স্কুলের পণ্ডিত প্রাণানন্দ আচার্য্যকে 'সিদ্ধান্তরত্ন' উপাধি দিয়া যথেচ্ছাচারিতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছি এবং পঞ্জিকার ইতিবৃত্তে কবিভূষণের প্রতি অকারণ বাৎসল্য ভাব দেখাইয়া অন্যায় করিয়াছি।"

সত্যের অনুরোধে বলিতে হইল, যদিও পঞ্জিকার ইতিবৃত্ত পুস্তকে কবিভূষণ মহাশয়কে সিদ্ধান্তরত্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি কিন্তু, আমার যত দূর স্মরণ আছে, তাহাতে বলিতে পারি, আমি কবিভূষণ মহাশয়কে 'সিদ্ধান্তরত্ন' উপাধি দিই নাই। আমার ওরূপ উপাধি দিবার ক্ষমতা ও অধিকারই বা কি আছে। এবং মাদৃশ অজ্ঞ লোকের প্রদত্ত উপাধির মূল্যই বা কি, তথাপি কবিভূষণ মহাশয় কেন ওরূপ লিখিলেন ? ইহারউত্তর আমি কি দিব। কবিভূষণ মহাশয়, আমার প্রতি, ইতিপূর্ব্বে যেরূপ ভাব দেখাইতেন, আমি পঞ্জিকার ইতিবৃত্ত পুস্তকে তদনুরূপ ভাবই দেখাইয়া ছিলাম তাহাতে অন্যায় হইয়া থাকে বা তাঁহার সম্মানের ত্রুটি হইয়া থাকে, ক্ষমা প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত আছি।

আমার রিপোর্টে উল্লিখিত এবং পুস্তকাকারে প্রচারিত বিপক্ষবাদের সমালোচনা শেষ হইল। অতঃ পর প্রতিবাদী মহাশয়দের মৌখিক পূর্ব্বপক্ষ কয়েকটীর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

প্রথম পূর্ব্বপক্ষ।

ধর্ম্মকার্য্যের উপযোগী তিথি পারিভাষিক। উহার নিমিত্ত দৃক্‌গণিতের ঐক্য বিধান অনাবশ্যক।

উত্তর।

ধর্ম্মকার্য্যের উপযোগী তিথি পারিভাষিক নহে। ইহার নিমিত্ত দৃক্‌গণিতের ঐক্য বিধান আবশ্যক।

হেতু।

১। যে শব্দের যে অর্থ মুখ্য বা স্বাভাবিক নহে, সেই শব্দ দ্বারা সেই অর্থ প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে যে সঙ্কেত বা সংজ্ঞা বিশেষ করা যায়, তাহার নাম পরিভাষা, সেই পরিভাষা-লব্ধ অর্থের নাম পারিভাষিক অর্থ। শব্দশক্তিপ্রকাশিকাতে তাহাই বলা আছে,—"যত্বাধুনিকসঙ্কেতশালিত্বাত্ পারিভাষিকম্"। যেমন 'কু' শব্দের প্রকৃত অর্থ 'কবর্গ' না হইলেও পাণিনি, পরিভাষা দ্বারা বর্গের নাম 'কু' রাখিয়াছেন্।

ব্রতোপবাসনিয়মে ঘটিকৈকা যদা ভবেৎ।
সা তিথিঃ সকলা জ্ঞেয়া পিত্রর্থে চাপরাহ্ণিকী॥

ইত্যাদি বচন দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা ঋষিগণ, ব্রতোপবাসবিষয়ে একদণ্ড মাত্র তিথি খণ্ডেরই 'সম্পূর্ণ তিথি' বলিয়া পরিভাষা করিয়াছেন; পিতৃকৃত্যে আবার অপরাহ্ণ-ব্যাপী তিথি খণ্ডেরই সম্পূর্ণ তিথি নাম দিয়াছেন। এবং,

অষ্টমেঽংশে চতুর্দ্দশ্যাঃ ক্ষীণো ভবতি চন্দ্রমাঃ।
অমাবাস্যাষ্টমাংশে চ ততঃ কিল ভবেদণুঃ॥

এই বচনে, চতুর্দ্দশীর শেষ প্রহরে চন্দ্রের বাস্তবিক ক্ষয় ও অমাবস্যার শেষ প্রহরে চন্দ্রের বাস্তবিক উৎপত্তি না হইলেও 'পরিভাষিক' ক্ষয় ও উৎপত্তি অভিপ্রেত বলিয়া নিবন্ধকারগণ মীমাংসা করিয়াছেন্।

এইরূপ যদি কোন ঋষি বা প্রমাণিক নিবন্ধকার, পরিভাষা করিয়া, সময় বিশেষের তিথি নাম দিতেন্, এবং সেই তিথিই ধর্ম্মকার্য্যের উপযোগী বলিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই ধর্ম্মকার্য্যের তিথি পরিভাষিক স্বীকার করিতাম্। কিন্তু এরূপ পরিভাষা কেহই করেন না, এবং 'তিথি পরিভাষিক, ও পারিভাষিক তিথিতেই ধর্ম্ম কার্য্য করিতে হইবে',—কেহই বলেন্ না। সুতরাং ধর্ম্মকার্য্যে তিথি পরিভাষিক গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না।

২। বিশেষবিধি না থাকিলে মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া পরিভাষিক বা গৌণ অর্থ স্বীকার করা শাস্ত্রকারদের অনভিমত, জয়ন্তীব্রতে গৌণ রোহিণীর অগ্রাহ্যতা বিষয়ে হেমাদ্রি এই যুক্তিই দিয়াছেন "মুখ্যসম্ভবে গৌণাশ্রয়ণস্যাগ্রহ্যত্বাৎ"। (২৬ পৃঃ দেখুন), 'ধর্ম্মকার্য্যে মুখ্যতিথি লইবে না পারিভাষিক তিথি লইবে' একথা কোন স্থানেই উল্লিখিত হয় নাই। তবে মুখ্য তিথি ত্যাগ করিব কেন?

৩। মুখ্য তিথি নির্ণয়ের আবশ্যকতা ধর্ম্মকার্য্যের নিমিত্ত। যদি সেই ধর্ম্ম কার্য্যেই মুখ্য তিথির প্রয়োজন না হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রকারগণ মুখ্য তিথি নির্ণয় করিলেন কেন? পারিভাষিক তিথির নামই ত মুখ্য তিথি রাখিতে পারিতেন।

৪। তিথি পারিভাষিক এই মাত্র বলা হইয়াছে, কিন্তু পারিভাষিক তিথিটী কি জিনিষ? আমরা ধর্ম্ম কার্য্য করিবার সময় পরিভাষিক তিথি বলিয়া কি পদার্থ লইব? প্রতিবাদীমহাশয়দের তাহা বলিয়া দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্ট ক্রমে তাহা বলিয়া দেন না, সুতরাং ওটী একটী কথা মাত্র, উহার ভিতর কিছুই নাই আমরা অবশ্যই বলিব।

৫। পারিভাষিক তিথি শব্দে, যদি শাস্ত্রকাররা যাহাকে তিথি বলিয়াছেন ঐ তিথি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে নূতন কিছুই বলা হইল না। আমারাও তাহাকেই তিথি বলি। শাস্ত্রে মুখ্য ও পরিভাষিক ভেদে দ্বিবিধ তিথির নির্দ্দেশ নাই। তিথি একই রূপ, উহাই সকল কার্য্যে উপযোগী।

৬। প্রায় সকল নিবন্ধকারই ধর্ম্মকার্য্যের নির্ণয়ের সহিত তদুপযোগী তিথির স্বরূপ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন।

(১) মাধবাচার্য্য কালমাধবীয় গ্রন্থে প্রথমেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,—

ব্যাখ্যায় মাধবাচার্য্যো ধর্ম্মান্ পারাশরানথ।
তদনুষ্ঠানকালস্য নির্ণয়ং বক্তুমুদ্যতঃ॥

(মাধবাচার্য্য পরাশরোক্ত ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া অনন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠানের কাল নির্ণয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন।)

মাধবাচার্য্য এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া যথাসময়ে তিথির স্বরূপনির্ণয় ও কোন্ তিথির কোন্ খণ্ডে কোন্ কার্য্য করিবে ইত্যাদি বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

জ্যোতিষ শাস্ত্রাদি প্রসিদ্ধ তিথি ভিন্ন একপ্রকার পারিভাষিক তিথি যদি ধর্ম্মকার্য্যের উপযুক্ত হইত, তাহা হইলে মাধবাচার্য্যকে তাহাই দেখাইতে হইত, মাধবাচার্য্য তাহা দেখান নাই তিনি যে তিথি দেখাইয়াছেন্ তাহা দৃক্‌সিদ্ধিবাদীদের সম্পূর্ণ অভিমত।

(ক) মাধবাচার্য্য প্রথমতঃ সিদ্ধান্তশিরোমণি অনুসারে তিথি শব্দের

ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ দেখাইয়াছেন, যে কাল, বৰ্দ্ধমানা বা ক্ষীয়মাণা এক এক চন্দ্রকলাকে বিস্তার করেন, ঐ কাল বিশেষের নাম তিথি। মাধবাচার্য্যের লেখা এই "তনোতি বিস্তারয়তি বর্দ্ধমানাং ক্ষীয়মাণানাং বা চন্দ্রকলামেকাং যঃ কালবিশেষঃ, সা তিথিঃ। তদুক্তং সিদ্ধান্তশিরোমণৌ,—তন্যতে কলয়া যস্মাৎ তস্মাৎ তাস্তিথয়ঃ স্মৃতাঃ।"

(খ) "এতদেবাভিপ্রেত্য স্কান্দে পঠ্যতে" বলিয়া তিনি "অমা ষোড়শ-ভাগেন" ইত্যাদি স্কন্দ পুরাণের দুইটী বচন তুলিয়া তাহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"এবং সত্যত্র সামান্যবিশেষরূপেণ তিথিদ্বৈবিধ্যমুক্তং ভবতি। তত্র, যেয়মমেত্যুক্তা ক্ষয়োদয়বর্জ্জিতা ধ্রুবা ষোড়শী কলা, তদ্‌যুক্তঃ কালস্তিথি-সামান্যং। * * * যাস্তু বশিষ্টা বৃদ্ধিক্ষয়োপেতাঃ পঞ্চদশকলাঃ, তাভির্বিশিষ্টা কালবিভাগাস্তিথিবিশেষাঃ।"*

(গ) কলাযুক্ত কালবিভাগকে বিশেষ তিথি বলিলেন, কলা শব্দের অর্থ কি? কাল বিভাগেরই বা অভিপ্রায় কি? তিনি, সিদ্ধান্তশিরোমণি ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের বচন তুলিয়া ইহার মীমাংসা করিয়াছেন, যে, প্রত্যেক রাশির ৩০টী অংশ (ভাগ) আছে। তাহার এক একটী ১২ অংশে এক একটী তিথির সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ সূর্য্য হইতে চন্দ্রের ঐ এক একটী ১২ অংশ অন্তর হইতে যতটুকু সময় লাগে ঐ সময়ের নাম এক একটী তিথি, ও কালবিভাগ; এবং ঐ দ্বাদশ অংশের (ভাগের) নামই কলা। অতএব প্রতিপদ্ তিথির অর্থ, সূর্য্য হইতে চন্দ্রের প্রথম দ্বাদশ ভাগ অন্তর হইবার কাল। এইরূপ দ্বিতীয়াদিরও লক্ষণ জানিবে। মাধবাচার্য্যের গ্রন্থ এই,—

জ্যোতিঃশাস্ত্রে তু সিদ্ধান্তশিরোমণিকারেণ তিথিরেবংপ্রদর্শিতা,—

"অর্কাদ্বিনিঃসৃতঃ প্রাচীং যদ্‌যাত্যহরহঃ শশী।
তচ্চান্দ্রমানমংশৈস্তু জ্ঞেয়া দ্বাদশভিস্তিথিঃ" ॥ ইতি

অয়মর্থঃ, সূর্য্যমণ্ডলস্য অধঃপ্রদেশবর্ত্তী শীঘ্রগামী চন্দ্রঃ। চন্দ্রাৎ ঊর্দ্ধ-প্রদেশবর্ত্তী মন্দগামী সূর্য্যঃ। তথা সতি, তয়োর্গতিবিশেষবশাৎ দর্শে চন্দ্র-

---

* "যা এব শশিনঃ কলাঃ। তিথয়স্তাঃ সমাখ্যাতাঃ" এই স্কন্দপুরাণবচনে 'কলাস্তিথয়ঃ', আছে দেখিয়া কেহ কেহ কলাকেই তিথি বলিয়া মনে করিতে পারেন, তাই মাধবাচার্য্য এস্থলে 'তিথয়স্তাঃ' র অর্থ করিয়া দিলেন 'তদ্‌যুক্তঃ কালঃ' তিথিসামান্যং এবং 'তাভির্বিশিষ্টা কাল বিভাগা স্তিথিবিশেষাঃ'। আবার পরেও বলিয়াছেন "সর্ব্বথাপি কলাপ্রযুক্তা এব প্রতিপদাদিতিথয়ঃ।"

মণ্ডলমন্যূনমনতিরিক্তং সৎ সূর্য্যমণ্ডলস্যাধো ভাগে ব্যবস্থিতং ভবতি। তদা সূর্য্যরশ্মিভিঃ সাকল্যেন অভিভূতত্বাচ্চন্দ্রমণ্ডলমীষদপি ন দৃশ্যতে। উপস্থিতনে দিনে শীঘ্রগত্যা সূর্য্যাদ্বিনিঃসৃতঃ শশী প্রাচীং যাতি। ত্রিংশদংশোপেতরাশেঃ দ্বাদশভিরংশৈঃ সূর্য্যমুল্লঙ্ঘ্য গচ্ছতি। তদা চন্দ্রস্য পঞ্চদশসু ভোগেষু প্রথমভাগো দর্শনযোগ্যো ভবতি। সোঽয়ং ভাগঃ প্রথমকলেত্যভিধীয়তে। তত্‌কলানিষ্পত্তিপরিমিতঃ কালঃ প্রতিপত্তিথির্ভবতি। এবং দ্বিতীয়াদি-তিথিষ্‌ বগন্তব্যমিতি। তদেতদ্বিষ্ণুধর্মোত্তরে বিস্পষ্টমভিহিতম্‌,—

"চন্দ্রার্কগত্যা কালস্য পরিচ্ছেদো যদা ভবেৎ।
তদা তয়োঃ প্রবক্ষ্যামি গতিমাশ্রিত্য নির্ণয়ম্‌॥
ভগণেন সমগ্রেণ জ্ঞেয়া দ্বাদশ রাশয়ঃ।
ত্রিংশাংশশ্চ তথা রাশের্ভাগ ইত্যভিধীয়তে॥
আদিত্যাদ্বিপ্রকৃষ্টস্তু ভাগদ্বাদশকং যদা।
চন্দ্রমাঃ স্যাত্তদা রাম, তিথিরিত্যভিধীয়তে"॥ ইতি।

সেয়ং দ্বাদশভির্ভাগৈঃ সূর্য্যমুল্লঙ্ঘিতবতী প্রথমা চন্দ্রকলা শৃঙ্গদ্বয়োপেত-সূক্ষ্মরেখাকারা শৌক্ল্যমীষদুপযাতি। উত্তরোত্তরদিনেষু সূর্য্যমণ্ডলবিপ্রকর্ষ-তারতম্যানুসারেণ শৌক্ল্যমুপচীয়তে। অনয়ৈব রীত্যা সন্নিকর্ষতারতম্যেণ মেচকত্বমুপচীয়তে। তদেতদুক্তং সিদ্ধান্তশিরোমণৌ ;—

"উপচয়মুপযাতি শৌক্ল্যমিন্দো-
স্ত্যজত ইনং ব্রজতশ্চ মেচকত্বম্‌।
জলময়জলজস্য গোলকত্বাৎ
প্রভবতি তীক্ষ্ণবিষাণরূপতাঽস্য" ইতি।

সূর্য্যাচন্দ্রমসো যৌ সন্নিকর্ষবিপ্রকর্ষৌ, তয়োরবসানং দর্শপূর্ণিমযোঃ সম্পদ্যতে। তদাহ গোভিলঃ,—"যঃ পরো বিপ্রকর্ষঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ সা পৌর্ণমাসী,—যঃ পরঃ সন্নিকর্ষঃ সাঽমাবাস্যা" ইতি।

(২) হেমাদ্রিও কালনির্ণয় প্রকরণে পূর্ব্বোক্তব্রত ও দানাদি কর্ম্মকলাপের উপযোগী কাল নির্ণয় করা যাইতেছে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,—

"তত্রোক্তব্রতদানাদিকর্ম্মজাতোপযোগিনম্‌।
কুরুতে করণাধ্যক্ষো হেমাদ্রিঃ কালনির্ণয়ম্‌॥

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যথাসময়ে তিথির লক্ষণ দিয়াছেন যথা,—"তিথি-ভাগয়োর্লক্ষণং তত্রৈব (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে) দর্শিতম্,—

চন্দ্রার্কগত্যা কালস্য পরিচ্ছেদো যদা ভবেৎ।
তদা তয়োঃ প্রবক্ষ্যামি গতিমাশ্রিত্য নির্ণয়ম্॥

ইত্যাদি। (শেষাংশ পূর্ব্বে (১১১ পৃঃ) তোলা গিয়াছে। হেমাদ্রি মাধবাচার্য্যের ন্যায় "অমা ষোড়শভাগেন" ইত্যাদি কূর্ম্মপুরাণের বচনও তুলিয়াছেন। তিথিনির্ণয়বিষয়ে হেমাদ্রি ও মাধবাচার্য্যের মতের অণুমাত্র প্রভেদ নাই।

(৩) আমাদের অধিকাংশ কর্ম্ম কার্য্যের ব্যবস্থাপক শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যেরও ঠিক এই মত। তিনি (ক) স্কন্দপুরাণের "অমা ষোড়শ-ভাগেন" এই বচন তুলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "প্রথমকলাক্রিয়া প্রতিপদ্। এবং দ্বিতীয়াদিকলাক্রিয়ারূপা দ্বিতীয়াদিঃ।" * * * এতৎ সর্ব্বং ক্রিয়ৈব কাল ইতি মতানুসারাদুক্তং, তদতিরিক্তকালবাদিমতে তত্তৎক্রিয়ো-পলক্ষিতঃ কাল ইতি।

ইহাতেও তিথিস্বরূপ পরিস্কাররূপে বুঝা যায় না। একারণ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য (খ) গোভিল সূত্র, সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের বচন তুলিয়া এক এক তিথির স্বরূপ ও উৎপত্তি বিশদরূপে বলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ এই,—

তথাচ অমাবস্যাঘটকতাদৃশসহাবস্থানযুক্তার্কমণ্ডলাচ্চন্দ্রমণ্ডলস্য * রাশি দ্বাদশাংশ-দ্বাদশাংশ-ভোগাত্মকনির্গমরূপবিয়োগেন শুক্লায়া প্রতিপদাদি-তত্তত্তিথেরুৎপত্তিঃ, এবং পৌর্ণমাসীঘটকসপ্তমরাশ্যবস্থানরূপপরমবিয়োগা-নন্তরমর্কমণ্ডলপ্রবেশায় চন্দ্রমণ্ডলস্য রাশিদ্বাদশাংশ-দ্বাদশাংশভোগাত্মক-সন্নিকর্ষেণ কৃষ্ণায়াস্তত্তত্তিথেরুত্তপত্তিঃ। তিথিতত্ত্ব।

(গ) তিনি এইরূপে তিথি নির্ণয় করিয়া উভয় দিন তিথি পাইলে কোন দিন ঐ তিথির কার্য্য করিবে স্থির করিবার নিমিত্ত এইরূপে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন, "তত্র তিথিবিশেষবিহিতে কর্ম্মণি উভয়দিনে তিথিলাভে প্রশ্নপূর্ব্বকং নির্ণয়মাহ" ইত্যাদি।

আর গ্রন্থ বিশেষের সন্দর্ভ তুলিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিব না।

কএকখানি গ্রন্থের নাম করিয়া দিই, নির্ণয়ামৃত, শ্রীনাথকৃত স্মৃত্যর্থসার, চণ্ডেশ্বর কৃত কৃত্যরত্নাকর, সংবত্‌সরকৌমুদী, কৃপারামকৃতকৃত্যনির্ণয়, চন্দ্রশেখরকৃত দুর্গভঞ্জন ও কাশীরামকৃত তিথিবিবৃতি প্রভৃতি গ্রন্থে তিথির স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত রূপেই নির্ণীত হইয়াছে। তিথিকে পারিভাষিক কেহই বলেন নাই। মুখ্য তিথি নির্ণয় করিতে হইলে দৃক্‌সিদ্ধির আবশ্যক।

দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষ।

জ্যোতিষশাস্ত্র দৃষ্টিমূলক, ইহা মাধবাচার্য্যও বলিয়াছেন,—"অস্মাকং দর্শনাপেক্ষয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রস্য প্রবৃত্তত্বাৎ"। সুতরাং জ্যোতিষশাস্ত্র লৌকিক, ধর্ম্মকার্য্য অলৌকিক, অতএব ধর্ম্মকার্য্য সংক্রান্ত তিথি নক্ষত্রাদি নির্ণয় ধর্ম্ম শাস্ত্র অনুসারেই করা উচিত। উহাতে জ্যোতিষের সংস্রব করিয়া দেওয়া উচিত নহে।

উত্তর।

জ্যোতিষশাস্ত্রের অধিকাংশ সিদ্ধান্তই দৃষ্টি মূলক সত্য; কিন্তু ধর্ম্মকার্য্যের কাল নির্ণয় জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারেই করিতে হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রের সহিত ধর্ম্মকার্য্যের এ সম্বন্ধটুকু চিরকালই আছে ও থাকিবে।

হেতু।

১। জ্যোতিষশাস্ত্র একটী বেদের অঙ্গ। কাল নির্ণয় দ্বারা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের ধর্ম্মকার্য্যে বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে। ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"বেদাস্তাবযজ্ঞকর্ম্মপ্রবৃত্তাঃ।
যজ্ঞাঃ প্রোক্তাস্তে তু কালাশ্রয়েণ।
শাস্ত্রাদস্মাৎ কালবোধো যতঃ স্যাৎ
বেদাঙ্গত্বং জ্যোতিষস্যোক্তমস্মাৎ ॥৯।১ অং ॥

মহীধর বেদভাষ্যে এই জ্যোতির্ব্বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন;—

বেদা হি যজ্ঞার্থমপি প্রবৃত্তাঃ
কালানুপূর্ব্বা বিহিতাশ্চ যজ্ঞাঃ।
তস্মাদিদং কালবিধানশাস্ত্রম্
যো জ্যোতিষং বেদ, স বেদ যজ্ঞম্ ॥

২। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক মনু অত্রি প্রভৃতি মহর্ষিগণ, তিথি নক্ষত্রাদির স্বরূপ নির্ণয়বিষয়ে প্রায়ই কোন কথা বলেন নাই। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে তিথি নক্ষত্রাদি নির্ণয়ের আশা নাই।

৩। প্রামাণিক স্মৃতিনিবন্ধকারগণ সকলেই জ্যোতিঃশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া তিথি নক্ষত্রাদি নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন (এবিষয়ে প্রমাণ প্রথম পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে উদ্ধৃত করা হইয়াছে)। এবং যাহাতে জ্যোতিঃশাস্ত্রের সহিত স্মৃতিঃশাস্ত্রের বিরোধ না হয়,—এইরূপ সাবধানে ব্যবস্থা স্থির করিয়া গিয়াছেন। মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন "ননু তিথ্যন্তরগতয়োর্বৃদ্ধিক্ষয়োঃ তিথ্যন্তরপ্রক্ষেপে সতি জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রসিদ্ধিঃ সর্ব্বত্র বিপ্লবেত, ততস্তাং প্রসিদ্ধিমুপজীব্য প্রবর্ত্তমানঃ স্মার্ত্তনির্ণয়ঃ* সর্ব্বোঽপি বিপ্লবেতেতি চেৎ। মৈবং, ন খল্বয়ং বৃদ্ধিক্ষয়প্রক্ষেপোঽনুষ্ঠেয়তিথিনির্ণয়ায় উপন্যস্যতে, কিন্তর্হি শাস্ত্রান্তরেণ অনুষ্ঠেয়তিথৌ নির্ণীতায়াং তদুপপাদনায় এতৌ আপাদ্যৌ বৃদ্ধিক্ষয়ৌ উপন্যস্যেতে, অতো জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রসিদ্ধেঃ স্মার্ত্তনির্ণয়স্য বা ন কোঽপি বিপ্লবঃ।"

স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন "তস্য দর্শশ্রাদ্ধোপযুক্তপারিভাষিকক্ষয়োৎপত্তিপরত্বং, ন তু তদ্বাস্তবং, স্মৃতিজ্যোতিঃশাস্ত্রবিরোধাৎ।"

তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষ—প্রথম অংশ।

'জ্যোতির্ব্বিদ্গণ স্ব স্ব পুস্তকে দৃক্সিদ্ধি অনুসারে পঞ্জিকা গণনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে কর্ম্ম হইয়াছে কি না? অর্থাৎ দৃক্সিদ্ধি অনুসারে পূর্ব্বে পূর্ব্বে পঞ্জিকা প্রস্তুত এবং ঐ পঞ্জিকা অনুসারে ধর্ম্ম কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইয়াছে কি না? যদি হইয়া থাকে তবে কোন্ সময়ে কি কারণে তাহা পরিত্যক্ত হইল? যদি তাহা না হইয়া থাকে তবে উহা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ বলিতে হইবে।'

---

* মাধবাচার্য্য এস্থলে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন, জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রসিদ্ধি অবলম্বন করিয়া স্মৃতিশাস্ত্রের নির্ণয় হইয়া থাকে।

উত্তর।

হাঁ দৃক্‌সিদ্ধি অনুসারে পূর্ব্বে পূর্ব্বে পঞ্জিকা প্রস্তুত হইয়াছে ও এক্ষণেও হইতেছে। এবং ঐ পঞ্জিকা অনুসারে ধর্ম্ম কর্ম্ম হইয়াছে ও হইতেছে।

হেতু।

গণেশদৈবজ্ঞের বৃহত্তিথিচিন্তামণি ও গ্রহলাঘব ও শতানন্দের ভাস্বতী দৃক্‌সিদ্ধি করিয়া প্রস্তুত। ঐ ঐ গ্রন্থ অনুসারে বহুদিন হইতে স্থানে স্থানে পঞ্জিকা প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে ও তদনুসারে ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে।

মহারাষ্ট্র প্রদেশে বৃহত্তিথিচিন্তামণি ও গ্রহলাঘব অনুসারে অদ্যাপি পঞ্জিকা প্রস্তুত হয় এবং অবিবাদে তদনুসারে কার্য্য হয় (রিপোর্টের ৭ম পৃষ্ঠা দেখুন)। কাশীধামে অসিঘাটে শ্রীযুক্ত রামেশ্বর পণ্ডিত গ্রহলাঘব অনুসারে পঞ্চাঙ্গ (পঞ্জিকা) প্রস্তুত করেন, এবং 'গ্রহলাঘবীয় পঞ্চাঙ্গ' নাম দিয়া মুদ্রিত করেন। তাহার গ্রাহক অনেক।

জয়পুররাজ্যে কোন কোন গণক গ্রহলাঘব ও কোন কোন গণক মহারাজ জয়সিংহ বাহাদুরের প্রযত্নে প্রস্তুত দৃক্‌সিদ্ধ 'জয়বিনোদ' সারণী অনুসারে পঞ্জিকা গণনা করিয়া থাকেন; (রিপোর্টের ৫—৬ পৃষ্ঠা দেখুন)।

সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়ের গুরু শ্রীযুক্ত দেবকৃষ্ণ ত্রিপাঠী মহাশয় গ্রহলাঘব অনুসারে গ্রহণ গণনা করিতেন। (রিপোর্টের ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)।

উড়িষ্যার যাজপুর অঞ্চলে ভাস্বতী অনুসারী পঞ্জিকা প্রচলিত আছে।

অদ্যাপি বঙ্গদেশের কোন কোন পঞ্জিকাকার নিজ নিজ পঞ্জিকায় লিখিয়া থাকেন, যে গ্রহলাঘব ও ভাস্বতী অনুসারে গ্রহণ গণনা করিয়াছেন। অতএব দৃকসিদ্ধি অনুসারে পঞ্জিকা গণনা স্রোত এখনও রুদ্ধ হয় নাই।

কতদিন হইতে দৃক্‌সিদ্ধি অনুসারী পঞ্জিকা প্রস্তুত হইতেছে? ও তদনুসারে কার্য্য কলাপ নির্ব্বাহ হইতেছে? তাহা এক্ষণে নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তবে, বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন প্রামাণিক গণকগণ যখন আবশ্যক বীজ সংস্কার দিয়া পঞ্জিকা গণনার নিমিত্ত করণ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, তখন অনুমান করা যাইতে পারে, যে তাঁহাদের করণ গ্রন্থ অনুসারে তৎ তৎ কালে পঞ্জিকা প্রস্তুত হইত, ও তদনুসারে ধর্ম্মকার্য্য চলিত। করণগ্রন্থ প্রস্তুত করা বহু পরিশ্রমসাধ্য; তাঁহাদের মত প্রচলিত না হইলে কখনই করণগ্রন্থ প্রস্তুত

করিতেন না। যাহার করণই নাই তাহার আবার গ্রন্থ কি ? যে ভাস্করাচার্য্যের গ্রন্থ ধর্ম্মশাস্ত্র নিবন্ধকারগণ সকলেই অবিসংবাদে প্রমাণ রূপে উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, সেই ভাস্করাচার্য্যের (পঞ্জিকা মাত্র প্রণয়নোদ্দেশে প্রস্তুত) 'করণ-কুতূহল' নামক করণ গ্রন্থ অনুসারে প ঞ্জকা প্রস্তুত হইত না ও হইলেও তাহা ব্যবহৃত হইত না,—ইহা কোন সহৃদয় ব্যক্তি সাহস করিয়া বলিতে পারেন।

বঙ্গদেশে রাঘবানন্দ কৃত সিদ্ধান্তরহস্য ও দিনচন্দ্রিকা প্রভৃতি করণ গ্রন্থ অনুসারে পঞ্জিকাপ্রস্তুত হয়। নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণে নির্ণীত হইতেছে, যে, ঐ ঐ গ্রন্থও দৃক্‌সিদ্ধি মতের অনুবর্ত্তী।

প্রথম কারণ, সিদ্ধান্তরহস্যে বীজ সংস্কারের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

"কল্যব্দপিণ্ডাৎত্রিসহস্রলব্ধং ভাগাদিবীজং ধনমিন্দুকেন্দ্রে" ইত্যাদি।

দ্বিতীয় কারণ,—করণগ্রন্থ মাত্রই কোন না কোন একটী সিদ্ধান্ত গ্রন্থের অনুবর্ত্তী। সিদ্ধান্তগ্রন্থ সকল আবার দৃক্‌সিদ্ধির পক্ষপাতী। রাঘবানন্দের করণগ্রন্থে তাহার অন্যথা হইবে কেন ?

তৃতীয় কারণ,—তিথি নক্ষত্রাদি সাধনে যে প্রণালীতে গণনা দৃক্‌সিদ্ধি বাদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, রাঘবানন্দ প্রভৃতির গ্রন্থে ও তিথি নক্ষত্রাদি সাধনের গণনা ঐরূপই আছে।

অতএব সিদ্ধ হইল যে, কোন সময়ে কোন কারণেই দৃক্‌সিদ্ধি অনুযায়ী গণনা পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয় না।

দৃক্‌সিদ্ধিবাদী মহাশয়রা, সিদ্ধান্তরহস্য প্রভৃতি গ্রন্থ ভ্রমসঙ্কুল ও এককালে অগ্রাহ্য,—একথা কথনই বলেন না; তাঁহারা যা বলেন তাহা এই,— "রাঘবানন্দ জ্যোতির্ব্বিদ্, গ্রহদের যেরূপ অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্তরহস্য ও দিনচন্দ্রিকা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে গ্রহদের ঠিক সেরূপ অবস্থা নাই, যৎসামান্য অন্তর (তফাৎ) হইয়াছে, ঐ অন্তর টুকু মিটাইয়া লইতে যত টুকু সংস্কারের আবশ্যক, গণনা পদ্ধতিতে সেই সংস্কার টুকু দিলেই আর কোন কথাই থাকে না। এবং এক্ষণে সিদ্ধান্তরহস্য প্রভৃতি গ্রন্থ অনুযায়ী গণনায় প্রত্যক্ষ ফলের সহিত যেরূপ অনৈক্য হইতেছে, তাহাও আর হইবে না।

যথন দেথান হইল, যে দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকাপ্রবাহ অদ্যাপি প্রবাহিত

হইতেছে, তখন 'যদি তাহা না হইয়া থাকে তবে উহা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ বলিতে হইবে' এ কথার উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক হইলেও এ সম্বন্ধে দুই একটা কথা না বলিয়া থাকা যায় না, তাই বলিতে হইল, যে, শিষ্টাচার বিরুদ্ধের এটা উদাহরণ নহে। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ স্ব স্ব পুস্তকে দৃক্‌-সিদ্ধি অনুসারে পঞ্জিকা গণনা করিতে যদি উপদেশ দিয়াই থাকেন, তবে তাহার বিরুদ্ধে শিষ্টাচারের উল্লেখই হইতে পারে না, শাস্ত্রের নিকট আচার অত্যন্ত হীনবল ইহা সকল শাস্ত্রেই পাওয়া যায়। বিশেষ, শাস্ত্রোক্তবিধানের অনুষ্ঠান না করা অনাচার; ইহাতে আবার শিষ্টাচার বিরোধ কি? এমন কোন্‌ শিষ্ট আছেন্‌, যিনি শাস্ত্রে বিধান আছে জানিয়াও তাহার বিপরীত আচরণ করিবেন।

তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষ—দ্বিতীয় অংশ।

'যদি ইদানীন্তন রীত্যনুসারে দৃক্‌সিদ্ধ করা ঋষিদের অভিপ্রেত হইত, তা হলে তাঁহারা তদুপযোগী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতেন্‌।'

উত্তর।

দৃকসিদ্ধি করা ইদানীন্তন রীতি নহে, সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও বশিষ্ঠসিদ্ধান্তের সময় হইতে দৃকসিদ্ধ রীতি প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত আছে।

হেতু।

১। ইহার প্রমাণ ৩৫—৩৬ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।

২। 'ঋষিদের দৃকসিদ্ধি করা অভিপ্রেত নহে, অভিপ্রেত হইলে, তাঁহারা তদুপযোগী যন্ত্র প্রস্তুত করিতেন,—এ তর্কের মূলেই ভুল রহিয়াছে। যে শাস্ত্রের যাহা প্রতিপাদ্য বা উদ্দেশ্য, সে শাস্ত্রে তাহাই বিশদরূপে, ভেদ প্রভেদের সহিত প্রতিপাদন করিতে হয়। প্রতিপাদ্য বিষয়, যে যে বিষয়ের সহিত সম্পর্ক রাখে, সে সকল বিষয়ও 'হাতে হেতেড়ে' করিতে হইবে, ইহা কেহই বলেন না, ও করেন না, এবং করিতেও পারেন না, করিতে গেলেই "কুমারের কামারের বৃত্তি" করার ন্যায় উপহাসাস্পদ হয়।

জ্যোতির্ব্বিদের কর্ম্ম, দৃষ্টি বা গণিত দ্বারা জ্যোতিঃপদার্থ নির্ণয় করা; আর শিল্পকারের কর্ম্ম, যন্ত্র নির্ম্মাণ করা। শাস্ত্র ও ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি করিলে, স্পষ্টই প্রতীত হইবে, যে, এ দুইটি কার্য্য এক সম্প্রদায় লোক দ্বারা কখনই সম্পাদিত হইত না। এক্ষণে যাহাই হউক পূর্ব্বকালে জ্যোতিঃপদার্থ নির্ণয় করা ব্রাহ্মণের কার্য্য ছিল, আর শিল্প কার্য্য শূদ্র জাতি বিশেষ সূত্রধর প্রভৃতির কার্য্য ছিল। ব্রাহ্মণে ঐ কার্য্য করিলে অবস্থা বিশেষে ধর্ম্মতঃ ও লোকতঃ ঘৃণিত হইত।

৩। 'যে বিষয় যাঁহার অভিপ্রেত হইবে তাঁহাকে তদুপযোগী বিষয় নির্ম্মাণ, করিতে হইবে, এই নিয়ম করিয়া, যদি বলা হইয়া থাকে যে দৃক্‌সিদ্ধি করিতে গেলে গ্রহদর্শন আবশ্যক, গ্রহদর্শনে যন্ত্রের উপযোগিতা আছে অতএব ঋষিদের দৃক্‌সিদ্ধি অভিমত হইলে যন্ত্রনির্ম্মাণ করিতেন। তাহা হইলে বড়ই ভুল বুঝা হইয়াছে, এ নিয়ম কিছুতেই চলে না ও চলিতে পারে না; ঔষধ বিশেষে গাছ গাছড়ার বিশেষ উপযোগিতা আছে; ধন্বন্তরি কিন্তু সে সকল গাছ গাছড়া প্রস্তুত করিয়া যান না; অতএব কি বলিতে হইবে, যে ধন্বন্তরির ঐ ঐ ঔষধ অভিপ্রেত নহে? ষোড়শ দানের মধ্যে পাদুকা দানের উল্লেখ আছে বটে,কিন্তু ঋষিরা পাদুকা প্রস্তুত করিয়া যান না,অতএব কি স্থির করিতে হইবে, যে,পাদুকা দান ঋষিদের অভিপ্রেত ছিল না?

৪। জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত রচয়িতা মহাত্মারা যন্ত্রনির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন কি না? তাহা এত কাল পরে বলিতে পারিতেছি না বটে, কিন্তু ইহা অসন্দিগ্ধ-চিত্তে বলা যায় যে তাঁহারা যন্ত্রনির্ম্মাণ করিবার প্রণালী প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তের "জ্যোতিষোপনিষদধ্যায়ে" অনেক যন্ত্রের নির্ম্মাণ প্রণালী ও যন্ত্রব্যবহারের নিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে।

সূর্য্যদেব 'স্বয়ংবহ গোলযন্ত্র' সাধনপ্রণালী দেখাইয়া বলিয়াছেন,—'ইহা গোপন করিবে। বিশদরূপে বলিলে সকল লোকেই জানিতে পারিবে, তাই, অতিব্যক্তরূপে বলিলাম না। অতিব্যক্তরূপে না বলাতেই উৎকৃষ্ট 'স্বয়ংবহ গোলযন্ত্র' প্রস্তুত করিতে হইলে গুরুর উপদেশ আবশ্যক হইবে। দিনগত দণ্ড পলাদি কালের সূক্ষ্মরূপে নির্ণয়ের নিমিত্ত স্বয়ংবহ গোলযন্ত্রের ন্যায় অন্যপ্রকার 'স্বয়ংবহ' যন্ত্র প্রস্তুত করিবে।'

স্বয়ংবহ যন্ত্র প্রস্তুত করা বড়ই কঠিন, একারণ সূর্য্যদেব, শম্ভু প্রভৃতি ঋষিরা গুরুর উপদেশ অনুসারে সাবধান পূর্ব্বক সূক্ষ্মরূপে কালজ্ঞান করিবার উপদেশ দিয়াছেন। সূর্য্যদেবের উপদেশ বাক্য ও আবশ্যক মত গূঢ়ার্থক প্রকাশ টীকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

তুঙ্গবীজসমাযুক্তং গোলযন্ত্রং প্রসাধয়েৎ।
গোপ্যমেতৎ প্রকাশোক্তং সর্ব্বগম্যং ভবেদিহ ॥১৭॥

সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

তুঙ্গো মহাদেবস্তস্য বীজং বীর্য্যং পারদ ইত্যর্থঃ। তেন যোজিতং সৎ প্রসাধয়েৎ গণকঃ শিল্পজ্ঞঃ। প্রকর্ষেণ যথা নাক্ষত্রষষ্টিঘটীভির্গোলভ্রমস্তথা পারদপ্রয়োগেণ সিদ্ধং কুর্য্যাদিতর্থ্যঃ।

তস্মাদ্ গুরূপদেশেন রচয়েদ্গোলমুত্তমম্।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

তস্মাৎ স্বয়ংবহকরণস্য গোপ্যত্বাৎ গুরূপদেশেন পরম্পরাপ্রাপ্তগুরো-র্নির্ব্যাজকথনেন গোলং দৃষ্টান্তগোলমুত্তমং স্বয়ংবহাত্মকং গণকঃ কুর্য্যাৎ। অথোক্তস্বয়ংবহক্রিয়ারীত্যা স্বয়ংবহগোলাতিরিক্তান্যস্বয়ংবহযন্ত্রাণি কাল-জ্ঞানার্থং সাধ্যানি, তৎসাধনং রহসি কার্য্যমিতি চাহ :—

কালসংসাধনার্থায় তথা যন্ত্রাণি সাধয়েৎ।১৯।
একাকী যোজয়েদ্বীজং যন্ত্রে বিস্ময়কারিণি।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

কালসংসাধনার্থায়, কালস্য দিনগতাদেঃ সূক্ষ্মজ্ঞাননিমিত্তং।
অথৈষাং স্বয়ংবহযন্ত্রাণাং দুর্ঘটত্বাৎ শঙ্কাদিযন্ত্রৈঃ কালজ্ঞানং জ্ঞেয়মিত্যাহ।

শঙ্কুযষ্টি ধেনুশ্চক্রৈশ্ছায়াযন্ত্রৈরনেকধা ॥২০॥
গুরূপদেশাদ্বিজ্ঞেয়ং কালজ্ঞানমতন্দ্রিতৈঃ।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

কালজ্ঞানং দিনগতাদিজ্ঞানং জ্ঞেয়ং সূক্ষ্মত্বেনাবগম্যং।

ভাস্করাচার্য্যও সিদ্ধান্তশিরোমণির যন্ত্রাধ্যায়ে কালনির্ণায়ক যন্ত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন।

তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষ—তৃতীয় অংশ।

'দণ্ডপলাদি নির্ণয় করিবার যে সকল উপায় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তদ্দ্বারা সূক্ষ্মরূপে সময় নির্ণয় হওয়া অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। অন্ততঃ ইংরেজী ঘড়ির সঙ্গে উহা মিলিবে না। আর্ষগ্রন্থে তাম্রপাত্র বিশেষ দ্বারা সময় নির্ণয় করিবার আদেশ আছে। সংশয় হয়, যে, উহাও মোটামোটি সময় নির্ণয়ের উপায়, সূক্ষ্ম সময় নির্ণয় তদ্দ্বারা হয় না।

উত্তর।

শাস্ত্রেও সূক্ষ্ম সময় নির্ণায়ক যন্ত্রের উল্লেখ ও লক্ষণাদি দেখান আছে, রীতিমত পরিচালনা করিতে পারিলে তাহা দ্বারাও সূক্ষ্ম সময় নির্ণয় হইতে পারে।

হেতু।

সূক্ষ্মরূপে সময় নির্ণয় করিবার উদ্দেশে সূর্য্যদেব সূর্য্যসিদ্ধান্তে 'জ্যোতিষোপনিবদ্' নামে যন্ত্র বিষয়ক এক অধ্যায় গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্যপ্রভৃতি প্রামাণিক আচার্য্যগণ ঐ উদ্দেশে যন্ত্রাধ্যায় নামক এক একটী অধ্যায় স্ব স্ব গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

সূর্য্যদেব 'স্বয়ংবহ' নামে এক বিস্ময়কর যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই যন্ত্র পারার সাহায্যে আপনিই চলিয়া থাকে। ইংরেজী ঘড়ীর ন্যায় ইহাতে সময়ে সময়ে দম দিতে হয় না। একারণ ইহার নাম 'স্বয়ংবহ' (আপনিই চলে)। শুনিতে পাই ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সময়ে সময়ে এইরূপ যন্ত্র প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারেন না।

সূর্য্যদেব ও ভাস্করাচার্য্য সূক্ষ্মরূপে সময় নির্ণয়ার্থ নানাবিধ যন্ত্রের নির্ম্মাণ প্রণালী বলিয়া গিয়াছেন, এবং জ্যোতির্বিদ্গণ ঐ ঐ যন্ত্র অনুসারে কালনির্ণয় করিয়া গিয়াছেন. সে দিন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিবল্লভ বসু মহাশয় বলিতেছিলেন যে খণ্ডপাড়ার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সিংহ হরিচন্দনমহাপাত্র সামন্ত

কুটীরের চালে একটী ছিদ্র করিয়া শাস্ত্রীয় যন্ত্র অবলম্বন করিয়া গ্রহদর্শন করিয়া থাকেন। অতএব "যে সকল উপায় শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদ্দ্বারা সূক্ষ্মরূপে সময় নির্ণয় হওয়া অসম্ভব" নহে।

অন্যান্য সূক্ষ্ম যন্ত্র দেখিতে কষ্ট হইবে, অতএব পূর্ব্বপক্ষকর্ত্তা মহাশয়কে তত দূর কষ্ট স্বীকার করিতে বলি না, এইমাত্র অনুরোধ করি, একবার কাশীর মানমন্দিরের ভগ্নাবশিষ্ট 'যন্ত্রসংম্রাট্' নামক যন্ত্রটী দেখিয়া আসুন্, দেখিতে পাইবেন, যে,এক্ষণেও ঐ যন্ত্রদ্বারা "নতঘটিকা" (মধ্যাহ্নের পূর্ব্বাপর কালবিশেষ) সূক্ষ্মরূপেই অবগত হওয়া যায়।

'শাস্ত্রোক্ত সময় নির্ণায়ক যন্ত্র 'ইংরেজী ঘড়ীর সঙ্গে' কেন, মিলিবে না' তাহা ত আমরা বুঝিতে পারিলাম না। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই জানা যায় যে উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। 'শাস্ত্রকাররা 'যেরূপ ৬০ দণ্ডরূপ নাক্ষত্র (যাহার ইংরেজী নাম Sidereal) অহোরাত্রকে পরিচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত ঘটী যন্ত্রের 'তাঁবীর' সৃষ্টি করিয়াছেন, ইংরেজরাও ঐরূপ সময় পরিচ্ছেদ করিতে ঘড়ীর সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে বিশেষ, এই, শাস্ত্রকাররা ঐ কালবিশেষকে ৬০ দিয়া ভাগ করিয়া এক এক ভাগের নাম দণ্ড রাখিয়াছেন, এবং ঐ দণ্ড পরিচ্ছেদ করিবার কারণ তদনুরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, ইংরাজেরা ৬০ অংশে বিভক্ত না করিয়া ২৪ অংশে বিভক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহার নাম Hour বা ঘণ্টা রাখিয়াছেন, এবং ঘড়ী হইতে যাহাতে প্রত্যেক ঘণ্টা জানা যায় তাহার উপায় বিশেষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব এ উভয়ের তফাৎ কি? তবে মধ্যমকাল (mean time) অনুসারেও কোন কোন ইংরেজী ঘড়ী প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ ঘড়ীর সহিত নাক্ষত্র কালের ঘড়ীর এবং তাঁবীর কিছু তফাৎ আছে, কিন্তু সে তফাৎ কত? ৺ বাপুদেব শাস্ত্রী লিখিয়াছেন;—'২৪ ঘণ্টায়, ৩ মিনিট ৫৬ সেকণ্ড ও এক সেকণ্ডের শতাংশের ৫৬ অংশ' মাত্র, অর্থাৎ মধ্যমকালের ঘড়ীতে যখন ২৪ ঘণ্টা হয়, তখন নাক্ষত্র মানের ঘড়ীতে এবং তাঁবীতে ২৪ ঘণ্টা ৩ মিনিট ৫৬ সেকণ্ড ও এক সেকণ্ডের শতাংশের ৫৬ অংশ কাল হয়। আলিপুরের বেধযন্ত্রের (Observatoryর) প্রধান পরিদর্শক (Chief Observer) শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজমোহন রক্ষিত মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"A mean solar day is therefore equal to a sidereal day and 3m., 56.,'555s. of sidereal time, Nakshatra Ahoratra is sidereal day and night।" আবশ্যক হইলে এ তফাৎ টুকু মিটাইয়া লইতে অনায়াসেই পারা যায়। অনেক সাহেব এই প্রভেদ টুকু মিটাইবার তালিকা (Table) ও প্রস্তুত করিয়াছেন।

তাম্রপাত্রমধশ্ছিদ্রং ন্যস্তং কুণ্ডেঽমলাম্ভসি।
ষষ্টির্মজ্জত্যহোরাত্রে স্ফুটং যন্ত্রং কপালকম্।
স্ফুটং (সূক্ষ্মং টীকা)।

সূর্য্যদেব উপর উক্ত বচন দ্বারা বলিয়াছেন, তাম্রপাত্র যন্ত্র (তাঁবী) কাল নির্ণয়ের একটী সূক্ষ্ম যন্ত্র। ভাস্করাচার্য্য ও যন্ত্রাধ্যায়ে ৮ম শ্লোকে সময় নির্ণয় স্থলে ঘটী যন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীপতি এবং নির্ণয়ামৃতকারও ঐরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপ প্রমাণ সত্ত্বেও 'সূক্ষ্ম সময় নির্ণয় তদ্দ্বারা হয় না।' এ কথা কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে।

যদি শিল্পকারের শিল্পনৈপুণ্য থাকে, এবং যন্ত্রচালক বা চালকদের সাবধানতা থাকে, এবং তাম্রপাত্র যন্ত্র অনেকগুলি রাখা যায়, যাহাতে একটী তাম্রপাত্র ডুবিবামাত্র তৎক্ষণাৎ অপর স্থলে অপর একটী তাম্রপাত্র ভাসান যাইতে পারে তাহা হইলে তাম্রপাত্র যন্ত্রদ্বারা পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম সময় নির্ণয় না হইবে কেন? তবে ইহাতে যন্ত্রচালকদের বড়ই সাবধানতার আবশ্যক। প্রতিদিন প্রতি দণ্ডে যন্ত্রচালকগণ বিশেষ সাবধান হইবেন আশা করা যায় না, সত্য, কিন্তু তাহাতে শাস্ত্রকারের বা যন্ত্রের অপরাধ কি? "নহি স্থাণোরেষঃ অপরাধো' যদেনম্ অন্ধো ন পশ্যতি।"

অতএব সিদ্ধ হইল যে তাম্রপাত্র মোটামুটী সময় নির্ণয়ের উপায় নহে, সূক্ষ্ম সময় নির্ণয়েরই উপায়। তবে এই এক কথা বলা যাইতে পারে, যে, এরূপ যন্ত্র চালান বড়ই কষ্ট কর। তাহার উত্তর এই, যে, এই কারণেই আজ কাল তাঁবী যন্ত্র উঠিয়া গিয়াছে। সাধারণে ইংরেজী ঘড়ী,ব্যবহার করিয়া থাকেন; বোধ হয়, পূর্ব্বপক্ষকর্ত্তা মহাশয়ের বাটীতেও ধর্ম্ম কার্য্যে ইংরেজী ঘড়ীই ব্যবহৃত হয়। সুকর উপায় আবিষ্কৃত হইলে কি আর কেহ দুষ্কর উপায় অবলম্বন করে। বিশ্বনাথ কবিরাজ ঠিকই লিখিয়াছেন,—"কটুকৌষধোপ-

শমনীয়স্ত রোগস্ত সিতশর্করোপশমনীয়ত্বে কস্ত বা রোগিণঃ সিতশর্করা প্রবৃত্তিঃ সাধীয়সী ন স্যাৎ।"

তৃতীয় পূর্ব্বপক্ষ—চতুর্থ অংশ।

দৃক্‌সিদ্ধি গণনা বিদেশীয় বিধর্ম্মীদের নাবিক পঞ্জিকার (Nautical Almanacএর) নকল। শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহাই করিয়া থাকেন। আমাদের ধর্ম্মকার্য্যে বিধর্ম্মীগণিতের সংস্রব করিব কেন ?

আর এক কথা রুদ্রপঞ্জিকা ও বিশুদ্ধপঞ্জিকার অনেক বিষয়ে মিল নাই, দৃক্‌সিদ্ধি গণনা ঠিক্ হইলে এ গরমিল থাকিত না।

উত্তর।

ব্যক্তি বিশেষের কার্য্যের সমালোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হই নাই। সুতরাং মাধব বাবুর কৃতকার্য্যের প্রতি বা রুদ্র পঞ্জিকা ও বিশুদ্ধ পঞ্জিকার অমিল সম্বন্ধে আমরা কোন কথাই বলিব না। ঐ উভয় পঞ্জিকাই অশুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, ঐ অনুসারে ধর্ম্ম কার্য্য করিবেন না ও করিব না। রুদ্রপঞ্জিকার সহিত বিশুদ্ধপঞ্জিকার মিল হয় না, এ কারণ দৃক্‌সিদ্ধি গণনা ঠিক নয়,—এ কথার অর্থ নাই ও যুক্তি নাই। অতএব ওসব কথা ছাড়িয়া দিয়া, মূল সিদ্ধান্তের উপর দুই একটী কথা বলি।

দৃকসিদ্ধ গণনা নাবিক পঞ্জিকার নকল বা অনুকরণ নহে।

হেতু।

১। নাবিক পঞ্জিকার সৃষ্টির বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই দৃক্‌সিদ্ধ গণনা এদেশে প্রচলিত আছে, ইহা পূর্ব্বেই একপ্রকার বলা হইয়াছে। সূর্য্য দেব, বশিষ্ঠাদি ঋষি ও ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদগণ দৃক্‌সিদ্ধি করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। এবং ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি দৃক্‌সিদ্ধ গণনা করিয়া 'করণ কুতূহল' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন।

২। নাবিক পঞ্জিকার গণনা প্রণালীর সহিত শাস্ত্রোক্ত দৃক্‌সিদ্ধ গণনা প্রণালীর অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। আলিপুরের বেধযন্ত্রের প্রধান

পরিদর্শক শ্রীযুক্তবাবু ব্রজ মোহন রক্ষিত এম্‌এ মহাশয় ঐরূপ সন্দেহ করায় তাঁহাকে আমি পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। তিনি মহামহোপাধ্যায় ৺ বাপুদেব শাস্ত্রী সি, আই, ই, মহাশয়ের ছাত্র ও তন্মতানুসারে পঞ্জিকাকারক কাশী নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রদেব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনায়ক শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্যের পরীক্ষা করেন,—কি প্রণালীতে গণনা করেন? তাঁহাতে ফলের মিলন হয় কি না? ঐ বিষয়ে শাস্ত্রীয় বচন কি আছে? ইত্যাদি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইয়া আমাকে বলেন, আমার এক্ষণে ভ্রম ঘুচিল; আমি বেশ বুঝিলাম শাস্ত্রীয় রীতি অনুসারে গণনাতেও ঠিক ফল হইতে পারে; উহা ইংরেজী গণনার নকল নহে। ব্রজমোহন বাবু এ সম্বন্ধে আমাকে যে পত্র লেখেন তাহার নকল এই;—

CALCUTTA.
19th. Novembur 1891.

To

Mahámahopádhyáya Mahesa Chandra Nyáyaratna C.I.E.

Sir,

It gave me great satisfaction to converse with the Hindu astronomers whom you very kindly introduced to me. Now when agitations are being very deservedly made in connection with *panjikas* published in Bengal, it naturally led me to ask them a few questions as to the methods they adopt in certain astronomical problems. Their replies appeared to me satisfactory. They appear to possess thorough knowledge of astronomy and they are not men who have committed to memory astronomical rules contained in the Sástras without knowing the correct applications. Further in their astronomical calculations they adopt methods laid down in books of Hindu astronomy and their methods are different from those of foreigners.

Yours most obediently
Brajomohan Ruckhit.

৩। রুদ্রপঞ্জিকা সিদ্ধান্তদর্পণ অনুসারে প্রস্তুত হয়। সিদ্ধান্তদর্পণ প্রণেতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সিংহ হরিচন্দন মহাপাত্র সামন্তের ইংরেজী অক্ষর পর্য্যন্ত জানা নাই। তিনি শাস্ত্রীয় নিয়ম মাত্র অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্তদর্পণ প্রস্তুত করিয়াছেন। তথাপি রুদ্রপঞ্জিকার গ্রহণগণনাদি অনেক সময়ে ঠিকই হয়। তফাত হইলেও অতি সামান্যই হয়।

তাহাতেই বলি দৃক্‌সিদ্ধ গণনা নাবিক পঞ্জিকার অনুকরণ নহে। তবে নাবিক পঞ্জিকাতে যেরূপ সময়ে সময়ে বীজসংস্কার দেওয়া হইয়া থাকে; দৃক্‌সিদ্ধ গণনাতেও ঐরূপ বীজসংস্কার সময়ে সময়ে দেওয়া হইয়া থাকে। ঐ সংস্কার দিতে এক্ষণে অধিকাংশ জ্যোতির্ব্বিদগণ, ইউরোপীয় শাস্ত্রের সাহায্য লইয়া থাকেন, ইহা আমার বিশ্বাস। বর্ত্তমান সময়ের দৃক্‌সিদ্ধ বাদীদের প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্ ও সারণীপ্রণেতা শ্রীযুক্ত বঙ্কটেশ্বরযজ্বা ও শ্রীযুক্ত সুন্দরেশ্বরশ্রৌতী ঐ কথাই বলিয়াছেন (রিপোর্টের ৮ পৃষ্ঠা দেখুন)। কিন্তু চন্দ্রশেখর সিংহ প্রভৃতি ইংরেজীভাষা ও গণিতশাস্ত্রানভিজ্ঞ লোকে তাহা করেন না। তাঁহারা নিজে নূতন সংস্কারের সৃষ্টি করিয়াছেন।

"আমাদের ধর্ম্মকার্য্যে বিধর্ম্মী গণিতের সংস্রব করিব কেন?"—এ আপত্তি অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। গণিতশাস্ত্রে বিধর্ম্মীর সংস্রব বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আমাদের মান্য গণ্য যে পাঁচ খানি সিদ্ধান্ত গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে একখানি 'রোমক' সিদ্ধান্ত ;—

পৌলিশ-রোমক-বাশিষ্ঠ-সৌর-পৈতামহাস্ত পঞ্চ সিদ্ধান্তাঃ।

বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়ের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থের টীকা প্রকাশিকার প্রারম্ভ দেখিলে জানিতে পারিবেন যে ঐ রোমক সিদ্ধান্ত যবন নির্ম্মিত। সূর্য্যদেব অরুণকে বলিতেছেন,* আমি যবন জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ অবস্থাতেই রোমককে 'রোমক' সিদ্ধান্ত বলিয়া দিই। রোমক,

---

* "অরুণং প্রতি সূর্য্য বাক্যং,— * * * * *

রোমকং রোমকা যোক্তং ময়া যবনজাতিষু।
জাতেন ব্রহ্মণঃ শাপাৎ তথা দুর্যবন স্ম চ॥
রোমকে নগরে তচ্চ রোমকেন চ বিস্তৃতম্।
ইতি পঞ্চ পুরাণানি গণিতানি প্রচক্ষতে॥

আবার রোমক নগরে উহা বিস্তৃত করেন।* কেবল গণিত বিষয়েই বিধর্ম্মীর মত প্রচলিত ও প্রবল ছিল, এমন্ নয়। ধর্ম্মশাস্ত্রের কালাকাল নির্ণয় সম্বন্ধে ও স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি নিবন্ধকারকগণ যবনের মত গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন,—"অষ্টৌ চ গর্গো যবনো দশাহম্"। তাহাতেই বলি, যে, এ সকল বিষয়ে যবন সংস্রব অতি প্রাচীন কাল হইতেই হইয়াছে, এক্ষণে আরও আপত্তি চলে না।

কেনই বা আপত্তি হয় তাহাও বুঝি না। বারংবার বলা হইয়াছে, তিথি নক্ষত্রাদি সাধনের মূল, চন্দ্র ও সূর্য্যের অবস্থা, সুতরাং তিথি নক্ষত্রাদির যথাযথরূপে নির্ণয় করিতে হইলে চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করা আবশ্যক। সেই অবস্থা নির্ণয়, যে উপায়ে প্রকৃতরূপে, অথচ সহজে, হইতে পারে, তাহা অবলম্বন করিতে দোষ কি, বুঝি না। শাস্ত্রে কোথায় লেখা আছে, যে বিধর্ম্মীর উদ্ভাবিত প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণায়ক উপায়ও অবলম্বন করিবে না। বরং বিপরীত প্রমাণই পাওয়া যায়। ভারবি কবি ঠিকই বলিয়াছেন, "ননু বক্তৃবিশেষনিস্পৃহা গুণগৃহ্যা বচনে বিপশ্চিতঃ।"

চতুর্থ পূর্ব্বপক্ষ।

ভীষ্মদেব শরশয্যায় পতিত হইয়াও দেহত্যাগের জন্য উত্তরায়ণের অপেক্ষা করিয়া ছিলেন। প্রস্তাবিত দৃক্‌সিদ্ধি অনুসারে ভীষ্মের শরশয্যায় পতনের পূর্ব্বেই উত্তরায়ণ প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যদি তাহাই হয়, তাহলে দৃক্‌সিদ্ধি অনুসারী উত্তরায়ণ আমাদের ধর্ম্মকার্য্যের উপযোগী নহে ইহাই অনুমান হয়।'

উত্তর।

ভীষ্মের শরশয্যায় পতনের পূর্ব্বেই দৃক্‌সিদ্ধ উত্তরায়ণ প্রবৃত্ত হইয়াছিল, ঐটী কল্পনা মাত্র, উহা প্রকৃত কিনা নিশ্চয় করার কোন উপায় নাই।

হেতু।

আমি পূর্ব্বেই এক প্রকার (২১—২২ পৃং) বলিয়াছি, দ্বাপর বা কলিযুগের প্রারম্ভে গ্রহদের অবস্থা কিরূপ ছিল, কিরূপ সারণী অনুসারে গণনা হইত, তাহা এক্ষণে জানিবার কিছু মাত্র উপায় নাই, মহাভারতাদি

গ্রন্থেও ওরূপ কথার উল্লেখ নাই, তবে কিরূপে জানা যাইবে যে ভীষ্মের মরণের পূর্ব্বেই দৃক্‌সিদ্ধির উত্তরায়ণ হইয়া ছিল? এক্ষণকার নিয়ম অনুসারে কেহ যদি দেখাইতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ চেষ্টা বৃথা হইবে, যেহেতু এক্ষণকার গণনার সহিত প্রাচীন কালের গণনার ভয়ানক তফাত্‌ হয়, ইহা ষষ্ঠ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে দেখাইয়া দিব।

পঞ্চম পূর্ব্বপক্ষ।

যে স্মার্ত্তভাট্টাচার্য্যের মতানুসারে আমাদের প্রায় সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেছে, তিনিও সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতানুসারী, অর্থাৎ শাস্ত্রীয় দৃকসিদ্ধি অনুসারে উত্তরায়ণ ধর্ম্মকর্ম্মোপযোগী নহে এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার প্রমাণ মলমাসতত্ত্বের "চৈত্রাদীনাং চান্দ্রবাচিতা" প্রকরণ। ঐ প্রকরণে স্মার্ত্ত লিখিয়াছেন, 'বিষ্ণুপুরাণে, কর্কটাদিস্থিতে ভানৌ দক্ষিণায়ন মুচ্যতে।

উত্তরায়ণমপ্যুক্তং মকরস্থে দিবাকরে।

এতন্মকরাদিকর্কটাদ্যর্কেণ অয়ননিরূপণং শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মার্থং; ধনুরর্কাদৌ সূর্য্যসিদ্ধান্তাভিহিতোদগয়নন্তু রবিগত্যনুসারেণ দিনমানাদিজ্ঞাপনার্থমিত্যনয়োর্নবিরোধঃ।

পূর্ব্বপক্ষকর্ত্তা মহাশয় ইহাও বলিয়া থাকেন যে,—'শাস্ত্রীয় দৃক্‌সিদ্ধির সহিত প্রস্তাবিত দৃক্‌সিদ্ধির ঐক্য হয় কি না? তাহাও আমি জানি না।'

উত্তর।

না, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রীয় দৃক্‌সিদ্ধি অনুসারী উত্তরায়ণ, ধর্ম্মকার্য্যোপযোগী নহে, এরূপ সিদ্ধান্ত করেন না, পূর্ব্বপক্ষবাদী মহাশয় এককে আর বুঝিয়াছেন।

হেতু।

অয়ন দুই প্রকার, এক প্রকার সূর্য্যের গমন নিবন্ধন। অপর প্রকার সূর্য্যের রাশিবিশেষ সম্বন্ধ নিবন্ধন। উত্তরধ্রুবাভিমুখে সূর্য্যের গতি হইলে উত্তরায়ণ আর দক্ষিণ ধ্রুবাভিমুখে সূর্য্যের গতি হইলে দক্ষিণায়ন হয়। এই অয়নই জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা দিনের পরিমাণ নির্ণয় হইয়া থাকে।

উত্তরাঞ্চ যদা কাষ্ঠাং ক্রমাদাক্রমতে রবিঃ।
তথা তথা ভবেদ্বৃদ্ধির্দিবসস্য মহাভুজ॥
দক্ষিণাঞ্চ যদা কোষ্ঠাং ক্রমাদাক্রমতে রবিঃ।
দিবসস্য তথা হানির্জ্ঞাতব্যা তাবদেব তু॥ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

সূর্য্যের রাশি বিশেষ সম্বন্ধ নিবন্ধন অয়ন, সংহিতাকারদের অভিমত, এই অয়নকে 'ঋতু অনুসারী' অয়নও বলা যাইতে পারে, শ্রীপতি এই অয়ন সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন ;—

মকরাদি দুই দুইটি রাশিতে সূর্য্যের সম্বন্ধ নিবন্ধন ছয়টি ঋতুর উৎপত্তি হয়, শিশির, বসন্ত, ও গ্রীষ্ম। এ তিন্ ঋতুর নাম উত্তরায়ণ। উত্তরায়ণই দেবতাদের দিন ; উত্তরায়ণেই শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।

বর্ষা, শরত্ ও হেমন্ত,—এই তিন ঋতুর নাম দক্ষিণায়ন ; দক্ষিণায়ন দেবতাদের রাত্রি। দক্ষিণায়নে গর্হিত কর্ম্ম বিহিত।

শ্রীপতির গ্রন্থ এই ;—

মৃগাদিরাশিদ্বয়ভানুযোগাত্ ষড়র্ত্তবঃ স্যুঃ শিশিরো বসন্তঃ।
গ্রীষ্মশ্চ বর্ষা চ শরচ্চ তদ্বদ্ধেমন্তনামা কথিতোঽত্র ষষ্ঠঃ॥
শিশিরপূর্ব্বমৃতুত্রয়মুত্তরং হ্যয়নমাহুরহশ্চ তদামরম্।
ভবতি দক্ষিণমন্যদৃতুত্রয়ং নিগদিতা রজনী মরুতাঞ্চ সা॥
গ্রহপ্রবেশত্রিদশপ্রতিষ্ঠাবিবাহচৌলব্রতবন্ধপূর্ব্বম্।
সৌম্যায়নে কর্ম্ম শুভং বিধেয়ং যদ্‌গর্হিতং তত্ খলু দক্ষিণে চ॥

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য, পূর্ব্ব পক্ষে উদ্ধৃত সন্দর্ভ দ্বারা এই দুই প্রকার অয়নই স্বীকার করিয়া শ্রীপতির ন্যায় বলিয়াছেন, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মের নিমিত্ত মকরাদি ও কর্কটাদি রাশিস্থিত সূর্য্য নিবন্ধন অয়ন নিরূপণ করা হইয়াছে। ধনুঃস্থিত সূর্য্যাদিতে যে উত্তরায়ণ সূর্য্য সিদ্ধান্তে অভিহিত হইয়াছে, ঐ উত্তরায়ণ সূর্য্যের গমন অনুসারে দিন মানাদি নির্ণয় করার নিমিত্ত।

কোন্ সময় মকরে সূর্য্যের সংক্রম হইল? কোন্ সময়ই বা সূর্য্যের উত্তরাভিমুখে গতি আরম্ভ হইল?—তাহা যথাযথরূপেজানিতে গেলে দৃকসিদ্ধির

অত্যন্ত আবশ্যক। সুতরাং উভয়বিধ অয়নই দৃক্‌সিদ্ধি অনুসারী প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব স্মার্ত্তের উক্ত গ্রন্থ দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদী মহাশয় 'শাস্ত্রীয় দৃক্‌সিদ্ধি অনুসারী উত্তরায়ণ ধর্ম্মকার্য্যোপযোগী নহে, এরূপ সিদ্ধান্ত স্মার্ত্ত করিয়াছেন।' কিরূপে স্থির করিলেন, তাহাত আমরা বুঝিই নাই, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ তর্করত্ন মহাশয় প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্মার্ত্ত কএক জনও বুঝেন্ না, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি।

'শাস্ত্রীয় দৃক সিদ্ধির সহিত প্রস্তাবিত দৃকসিদ্ধির ঐক্য হয় কিনা? পূর্ব্বপক্ষবাদী মহাশয় জানেন না' সরল ভাবে বলিয়াছেন, অতএব আমরাও তাঁহাকে সরল ভাবে জানাইয়া দিই, শাস্ত্রীয় দৃক্‌সিদ্ধির সহিত প্রস্তাবিত দৃক্‌-সিদ্ধির ঐক্য হয়; শাস্ত্রীয় দৃক্‌সিদ্ধিরই প্রস্তাব চলিতেছে, নূতন প্রস্তাব নহে।

ষষ্ঠ পূর্ব্বপক্ষ।

প্রথম অংশ।

দেব ঋষি বা প্রামাণিক মহাপুরুষরা যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে গণনার উপাদানের, প্রণালীর এবং ফলের কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। সাক্ষাৎসম্বন্ধেই হউক আর পরম্পরাসম্বন্ধেই হউক, সত্যযুগ হইতে একাল পর্য্যন্ত সিদ্ধান্তগ্রন্থ অনুসারে তিথি নক্ষত্রাদির এক প্রকার গণনাই হইয়া আসিতেছে; তাহার ফল ও এক প্রকারই হইয়া থাকে। এক্ষণে কি কারণে তাহা পরিত্যাগ করিব?

উত্তর।

না, সকল সিদ্ধান্তের গণনার উপাদান, প্রণালী ও ফলের ঐক্য নাই, অনেক প্রভেদ আছে। এবং সত্যযুগ হইতেই সময়ে সময়ে গণনার উপাদান বদল হইয়া আসিতেছে।

হেতু।

১। বীজ সংস্কার দেওয়ার অর্থই এই যে, উপাদানে কিছু যোগ বা বিয়োগ করা. এ সম্বন্ধে বহুতর প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে (পৃষ্ঠা ৩৫—৪০ পৃং) উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

২। সকল সিদ্ধান্তগ্রন্থের গণনার উপাদান, প্রণালী ও ফলের যে ঐক্য নাই, তাহা উদাহরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

উপাদানের ভেদ।

একযুগে ...	সাবন দিন	চান্দ্রদিন	চান্দ্রভগণ
সূর্য্যসিদ্ধান্ত ...	১,৫৭৭,৯১৭,৮২৮।	১,৬০৩,০০০,০৮০।	৫৭,৭৫৩,৩৩৬।
ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ...	১,৫৭৭,৯১৬,৪৫০।	১,৬০২ ৯৯৯,০০০।	৫৭,৭৩৩,৩০০।
আর্য্যসিদ্ধান্ত প্রথম	১,৫৭৭,৯১৭,৫০০।	১,৬০৩,০০০,০৮০।	৫৭,৭৫৩,৩৩৬।
আর্য্যসিদ্ধান্ত দ্বিতীয়	১,৫৭৭,৯১৭,৫৪২।	১,৬০৩,০০০,০৮০।	৫৭,৭৫৩,৩৩৬।
সিদ্ধান্তশিরোমণি	১,৫৭৭,৯১৬,৪৫০।	১,৬০২,৯৯৯,০০০।	৫৭,৭৫৩,৩০০।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় পঞ্চসিদ্ধান্তিকার টীকায় (৪৫ পৃং) লিখিয়াছেন,—

"সূর্য্যসিদ্ধান্তীয়ো রবিঃ—১১।২৯°।৪২′।৭″।

রোমকমতীয়ো রবিঃ—১১।২৯°।৩৪′।২৩″।

অনয়োরন্তরং — ০। ০। ৭′।৪৪″।

এবং "রোমকমতীয়ো বিধুঃ—১১।২৯°।১৮′।৫০″। }
সূর্য্যসিদ্ধান্তীয়ো বিধুঃ—১১।২৩°.২৮″।৫৫″। } অনয়োরন্তরং ৫°।৪৯′।৫৫″

৫°।৪৯′।৫৫″ অংশ অন্তরে তিথির ১৩।১৪ দণ্ডের ও অধিক অন্তর হয়।

গণনা প্রণালীর ভেদ।

পৌলিশসিদ্ধান্ত হইতে রোমকসিদ্ধান্তের এবং রোমকসিদ্ধান্ত হইতে সূর্য্য-সিদ্ধান্তের সূর্য্যগ্রহণ গণনা প্রণালী বিভিন্ন। পৌলিশসিদ্ধান্তের চন্দ্রগ্রহণ গণনাপ্রণালী আর পৈতামহসিদ্ধান্তের চন্দ্রগ্রহণ গণনাপ্রণালী বিলক্ষণ;—ইহা বরাহমিহির পঞ্চসিদ্ধান্তিকাগ্রন্থে দেখাইয়া দিয়াছেন।

ফলের ভেদ।

বরাহমিহিরের সময় পুলিশকৃতসিদ্ধান্ত বা ঐ সিদ্ধান্তের তিথি স্ফুট (বিশুদ্ধ Accurate) ছিল। রোমককৃত সিদ্ধান্ত বা তাহার তিথি প্রায়

পুলিশসিদ্ধান্তের বা তাহার তিথির সমান ছিল। সৌরসিদ্ধান্ত বা তাহার তিথি সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ছিল। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ও বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত অত্যন্ত বিভ্রষ্ট (অবিশুদ্ধ) হইয়া পড়িয়া ছিল। ইহা পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় বরাহমিহির বলিয়াছেন।

"পৌলিশতিথিঃ স্ফুটোঽসৌ তস্যাসন্নস্তু রোমকঃ প্রোক্তঃ।
স্পষ্টতরঃ সাবিত্রঃ পরিশেষৌ দূরবিভ্রষ্টৌ ॥৪॥১অ০ ॥

দেশীয় পঞ্জিকাকার খ্যাতনামা কএকজনকে আমি সিদ্ধান্তগ্রন্থ অনুসারে তিথি গণনা করিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা অকপটচিত্তে বলেন, 'সত্য বলিতে হানি কি, আমরা সিদ্ধান্তগ্রন্থ অনুসারে গণনা করি না ও সহজে করিতে পারিবও না। আমরা যে যে সারণী অনুসারে গণনা করি, তাহা সূর্য্যসিদ্ধান্তের সহিত ঠিকই আছে।'

শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুরোধ করায় তিনি সূর্য্যসিদ্ধান্তের সারণী অনুসারে এক পক্ষের তিথি গণনা করিয়া দেন। তন্মধ্যে আমি তিন দিনের তিথি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

১২৯৯ সাল।

	সূর্য্যসিদ্ধান্ত নির্ব্বীজ।		সূর্য্যসিদ্ধান্ত সবীজ।		গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা।			বিশুদ্ধ পঞ্জিকা।	
১লা বৈশাখ	দ	প	দ	প	দ	প	বি	দ	প
পূর্ণিমা	১৩।	২।	১৪।	১।	১.।	৫৪।	৪১।	১৬।	২৩।
২রা বৈশাখ									
প্রতিপদ্	১৭।	৫১।	১৮।	৪৬।	২০।	৫।	৪০।	২২।	৫০।
৩রা বৈশাখ									
দ্বিতীয়া	২২।	২০।	২৩।	১৫।	২৪।	৫০।	১৮।	২৯।	২।

শ্রীযুক্ত গিয়ার্সন্ সাহেব মহোদয়কে অনুরোধ করায় তিনি অনুগ্রহ করিয়া গত ১লা নভেম্বর ১লা ডিসেম্বর ও ১লা জানুয়ারি এই তিনদিনের তিথি গণনা করিয়া গণনার প্রণালী ও ফল লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। তাঁহার মতে ১লা নবেম্বর মঙ্গলবার কার্ত্তিক শুদি (শুক্ল পক্ষ) দ্বাদশী তিথি। ঐ

দিন ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত অনুসারে সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্ব যত রাত্রি থাকিতে একাদশীর শেষ ও দ্বাদশীর প্রবৃত্তি হয় তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

				রাত্রি শেষ	
				দণ্ড	পল
সূর্য্যসিদ্ধান্ত (নির্বীজ) অনুসারে		...	...	৩	৩৪
সূর্য্যসিদ্ধান্ত (সবীজ)	ঐ	...	...	৪	১৮
ব্রহ্মসিদ্ধান্ত	ঐ	...	...	১২	৫৩
সিদ্ধান্ত শিরোমণি	ঐ	...	...	৮	২১
আর্য্যসিদ্ধান্ত (প্রথম)	ঐ	...	...	১	২৭
আর্য্যসিদ্ধান্ত (দ্বিতীয়)	ঐ	..	...	৫	৫৩

গিয়ার্সন সাহেবের পত্র এই,—

HOWRAH,
30th October, 1892.

MY DEAR SIR,

Herewith the calculations of the three dates for which you ask.

1st November 1892 is equivalent to Mangala-vára, Kárttika Sudi 12, Samvat 1949.

1st December 1892 is equivalent to Guru-vara, Margasi´rsa Sudi 12, Samvat 1949.

1st January 1893, is equivalent to Ravi-vara, Pausa Sudi 14, Samvat 1949.

As the tithi of Karttika Sudi 11 expired only very shortly before sunrise of November 1st and as it was possible that according to some *Siddhántas* it might expire after sunrise, in which case the date according to those *Siddhántas* would be Karttika Sudi 11 and not Karttika Sudi 12, I have calculated out the date of the November 1st according to the six following *Siddhántas:*—

(1) Su´rya Siddhánta without *bija.*

(2) Surya Siddhanta with *bija.*

(3) Brahma Siddhánta.

(4) Siddhánta Siromani.

(5) A'rya Siddhánta, with Lalla's corrections.

(6) Second A'rya Siddhánta.

According to all these, the date is *Karttika* Sudi 12.

The 11th *tithi* expired.

According to the Su'rya Siddhanta		*Ghatikas*	*Palas.*	
	(without *Bija.*)	3	34	before sunrise.
,,	(with *Bija*)	4	18	,,
,,	Brahma Siddhanta	12	53	,,
,,	Siddhánta Siromani	8	21	,,
,,	1st Arya Siddhanta	1	27	,,
,,	2nd Arya Siddhanta	5	53	,,

These figures are not absolutely accurate. There may be a few *palas*' difference. I may have made a mistake or two in the rather complicated calculations but I do not think that I have made any serious blunder.

I hope that this letter and the accompanying calculations will give you the information which you require.

Yours Sincerely,
G. A. GRIERSON.

অতএব সিদ্ধ হইল, যে, সকল সিদ্ধান্তের গণনার উপাদান, প্রণালী ও ফল একরূপ নহে। এবং প্রচলিত গণনার সহিত সিদ্ধান্তগ্রন্থের গণনার মিল নাই।

ষষ্ঠ পূর্ব্বপক্ষ।

দ্বিতীয় অংশ।

আমরা অন্যান্য সিদ্ধান্তের কোন ধার ধারি না, আমাদের পঞ্জিকা সূর্য্যসিদ্ধান্ত অনুসারে প্রস্তুত হয়. সূর্য্যসিদ্ধান্ত অপেক্ষা মান্য গণ্য গ্রন্থ আর নাই, অতএব সূর্য্যসিদ্ধান্তকে ছাড়িব কেন? প্রচলিত গণনার দোষ হইয়া থাকে, সূর্য্যসিদ্ধান্ত অনুসারে তাহার সংস্কার করা হউক না কেন?

উত্তর।

আমাদের পঞ্জিকা সূর্য্যসিদ্ধান্ত অনুসারে গণিত হয় না, এবং এক্ষণে তদনুসারে সংস্কারও দেওয়া যাইতে পারে না।

হেতু।

এই পূর্ব্বপক্ষের প্রথম অংশের উত্তর দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীত হইবে, যে, সূর্য্যসিদ্ধান্তের গণনার সহিত প্রচলিত পঞ্জিকার তিথি গণনার অনেক প্রভেদ আছে। যদি প্রদর্শিত গণনার প্রতি অবিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে বিপক্ষ পক্ষের সম্মানভাজন ও বিশ্বাসী শ্রীযুক্ত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লউন। অথবা জিজ্ঞাসার আবশ্যক কি, তাঁহার এবিষয়ের অভিপ্রায় ২১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে, দেখিতে পারেন।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত অনুসারে গণনায় সংস্কার দেওয়ার পক্ষে প্রধান আপত্তি এই,—সূর্য্যসিদ্ধান্ত এক্ষণে দুই খানি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহার সহিত প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতের অনেক বৈলক্ষণ্য আছে।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় পঞ্চসিদ্ধান্তিকার টীকাতে লিখিয়াছেন, "সূর্য্যসিদ্ধান্তরচনাকালস্তু নিত্যানন্দেন সিদ্ধান্তরাজকৃতা কলেঃ ষট্‌ত্রিংশচ্ছতমিতেঽব্দগণে ব্যতীতে নিগদ্যতে। স কালস্তু আর্য্যভট্টসিদ্ধান্তস্য প্রসিদ্ধ এব। তেন সূর্য্যসিদ্ধান্ত আর্য্যভট্টসিদ্ধান্তসমকালিক এব সিদ্ধ্যতি। বিভাতি চ তথ্যং নিত্যানন্দপ্রতিপাপাদিতম্ সাম্প্রতং প্রচলিতঃ সূর্য্যসিদ্ধান্তঃ কৃতযুগান্তকালিকস্তু কেনচিদন্যেন প্রকল্পিতো নবীন ইতি স্ফুটমেব সূক্ষ্মবিচারপ্রবৃত্তানাং গণকানাং।"

উপরিউক্ত সন্দর্ভ দ্বারা দ্বিবেদী মহাশয় বলিয়া দিতেছেন, যে, সূর্য্যসিদ্ধান্ত কলির ৩৬০০ শত বৎসর গত হইলে বিরচিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্ত 'সত্যযুগের অবসানে বিরচিত' বলিয়া অপর কোন ব্যক্তি প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহা সূক্ষ্মবিচারে প্রবৃত্ত গণকদের নিকট স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয়।

দ্বিবেদী মহাশয় আবার এক স্থানে সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতানুসারে সূর্য্যের অবস্থান স্থির করিতে গিয়া বলিয়াছেন, সূর্য্যের উচ্চ৮০ অংশ। আধুনিক

সূর্য্যসিদ্ধান্ত অনুসারে ৭৭ অংশ। "অশীত্যংশসমং রবেরুচ্চং কল্পিতং। সাম্প্রতকালিকপ্রসিদ্ধ সূর্য্যসিদ্ধান্তমতেন সপ্তসপ্ততিরংশাঃ রবেরুচ্চমায়াতি।" পঞ্জিকার ইতিবৃত্ত গ্রন্থে আমরা দুই প্রকার সূর্য্যসিদ্ধান্তের সত্তাবিষয়ে প্রমাণ দিয়াছি।

বিভিন্ন গ্রন্থে সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত বিভিন্নরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে দেখিয়া কি দেশীয় কি বিদেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌মাত্রই 'সূর্য্যসিদ্ধান্ত দুই খানি হইয়া দাঁড়াইয়াছে' স্থির করিয়াছেন।

এমত অবস্থায় কোন্ সূর্য্যসিদ্ধান্ত অনুসারে পঞ্জিকা গণনায় সংস্কার দেওয়া যায় বলুন। ইহাতে যদি বলা হয়, যে, যে কোন এক খানি সূর্য্যসিদ্ধান্ত লইয়া তাহাতে বর্ত্তমান সময়ের উচিত ও আবশ্যক সংস্কার দিয়া তদনুসারে পঞ্জিকা সংস্কার করিব, তা হলে দৃক্‌সিদ্ধিবাদীদের কোন কথাই নাই, যে কোন সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া সংস্কার বিশেষ দ্বারা পঞ্জিকা গণনাকে সময়োপযোগী করাই দৃক্‌গণিতৈক্যবাদীদের অভিপ্রেত।

সপ্তম পূর্ব্বপক্ষ।

ধর্ম্মশাস্ত্রে পূর্ব্বাহ্ণে দেবী বিসর্জ্জনের বিধান আছে, কেবল বিধান নহে, তদন্যথা আচরণ করিলে নিন্দাশ্রুতি পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। এক্ষণে যদি তিথি ক্ষয় দশ দণ্ড পর্য্যন্ত হয় স্বীকার করা যায়, দেখুন তাহা হইলে বিজয়া দশমী তিথিরও কখন সূর্য্যোদয় হইতে দশ দণ্ড ক্ষয় হইতে পারে স্বীকার করিতে হয়। তাহা স্বীকার করিলে পূর্ব্বাহ্ণে দেবী বিসর্জ্জন কখন লোপ হইতে পারে।

উত্তর।

দেবী বিসর্জ্জনের বিধিবোধিত কাল দিবাভাগে দশমী। ইহা বিধিবাক্য ও নিন্দাশ্রুতি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বিসর্জ্জনং দশম্যান্তু কুর্য্যাদ্ বৈ শাবরোৎসবৈঃ।
পত্রীপ্রবেশনং রাত্রৌ বিসর্গং বা করোতি যঃ।
তস্য রাজ্যবিনাশঃ স্যাৎ রাজা চ বিকলো ভবেৎ॥

স্মার্ত্তধৃত বচন।

বিসর্জ্জনের কাল পূর্ব্বাহ্ন, চরলগ্ন বা চরাংশ প্রভৃতি প্রশস্ত। ঐ প্রশস্ত-কালে করিতে না পারিলে মধ্যাহ্ন বা ধনুর্লগ্নাদিতে ও বিসর্জ্জন করিবে। ইহা আমাদের উদ্ভাবিত ব্যবস্থা নহে, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য স্পষ্ট লিখিয়াছেন। স্মার্ত্তের লিপি এই,—অত্রাশক্ত্যা ধনুরাদৌ কার্য্যং, প্রাগুক্তপত্রীপ্রবেশনমিত্যনেন রাত্রিপর্য্যদাসাৎ তদিতরত্বেন তস্যাপি প্রাপ্তেঃ। 'মধ্যাহ্নে জনপীড়নক্ষয়করী' ইতি নিন্দাপি রাত্রীতরত্বেন রৌহিণপূর্ব্বকুতপপ্রভৃতিষু আপরাহ্নিকশ্রাদ্ধ-সত্ত্বেঽপি রোহিণস্তু ন লঙ্ঘয়েদ্ ইতিবৎপ্রশস্তপরা। তিথিতত্ত্ব।

অষ্টম পূর্ব্বপক্ষ।

প্রচলিত সাবেক পঞ্জিকার ও দৃক্‌সিদ্ধ বলিয়া প্রচারিত রুদ্র ও বিশুদ্ধ পঞ্জিকার পূর্ণিমা ও অমাবাস্যা তিথির শেষ প্রায়ই এক সময়ে হয় লেখা থাকে। কিন্তু সপ্তমী ও অষ্টমী তিথির শেষ উভয়বিধ পঞ্জিকাতে বিভিন্ন সময়ে হয় লেখা থাকে। এই দেখুন গত মহাষ্টমীর শেষ গুপ্তপ্রেশ প্রভৃতি পঞ্জিকাতে রাত্রি ৭টা কয়েক মিনিটের সময় লিখিত ছিল; রুদ্রপঞ্জিকা ও বিশুদ্ধ-পঞ্জিকাতে রাত্রি ১১টার পর লিখিত ছিল। উভয় পঞ্জিকার এরূপ অনৈক্যের কারণ কি?

উত্তর।

অনৈক্যের কারণ পঞ্জিকাকারদিগে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমরা পঞ্জিকা গণনার মূল নিয়ম অবধারণ করিতে বসিয়াছি। মূল নিয়ম যাহা অবধারিত হইবে, ঐ অনুসারে যে দিন যে তিথি যেরূপ সাধিত হইবে, তাহাই প্রকৃত বলিব।

পঞ্জিকাকারেরাও সহজে ইহার উত্তর দিতে পারিবেন বোধ হয় না।

হেতু।

আমি প্রথমতঃ প্রচলিত সাবেক পঞ্জিকাপ্রণেতা দুই এক জন খ্যাতনামা গণককে জিজ্ঞাসা করি। তাঁহারা উত্তর দেন, "আমরা কিরূপে গণনা করি, কেন আমাদের তিথি ঐরূপ হয়, তাহাই বলিতে পারি, রুদ্রই বলুন আর বিশুদ্ধই বলুন, ঐ ঐ পঞ্জিকা কি নিয়মে গণিত হয় তাহা আমরা বিশেষ জানি না, সুতরাং উহার সহিত অনৈক্যের প্রকৃত কারণ কি? তাহা

আমরা বলিতে অসমর্থ। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, যে, যখন আমাদের গণনার সহিত এত তফাৎ হইতেছে, তখন উহা বিশুদ্ধ নহে অশুদ্ধ।”

বিশুদ্ধ পঞ্জিকাকার শ্রীযুক্ত বাবু মাধব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি প্রায় ঐরূপই উত্তর দেন, তিনি বলেন “আমরা, দৃক্‌সিদ্ধি করিতে যে যে সংস্কার আবশ্যক হয়, সে সমুদায় সংস্কার দিয়া গণিতকে সংস্কৃত করিয়া তিথি আনয়ন করিয়া থাকি, ঐ তিথির অসংস্কৃত গণিতাগত তিথির সহিত সর্ব্বতোভাবে মিল হইবে কেন? তাহা না হওয়াতেই আমরা বলিয়া থাকি, আমাদের গণনা ঠিক হইয়াছে, আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে এবং প্রচলিত পঞ্জিকার গণনা ভ্রমসঙ্কুল সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে।

প্রচলিত পঞ্জিকার গণক মহাত্মারা গণিতে কোন সংস্কার দেন কি না? জিজ্ঞাসা করিলে কোন কথা বলেন না, প্রকৃত কথা গোপন করেন। সুতরাং তাঁহাদের গণিত তিথির ঐরূপ হওয়ার প্রকৃত তত্ত্ব আমরা বলিতে পারি না। আবশ্যক বোধে আমরা গণিতে তিনটী অতিরিক্ত সংস্কার দিয়া থাকি,—চ্যুত সংস্কার, পাক্ষিক সংস্কার ও বার্ষিক সংস্কার। এই তিনটী সংস্কার বিদেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের উদ্ভাবিত। ইহাদের ইংরেজী নাম Evection (চ্যুতসংস্কার) Variation (পাক্ষিক সংস্কার), এবং Annual Equation (বার্ষিকসংস্কার)। এই তিনটী সংস্কার দিলে দৃক্‌গণিতৈক্য করার বিশেষ সুবিধা হয় এবং গণনার ফলও ঠিক হয় দেখিয়া, বর্ত্তমান সময়ের অধিকাংশ দৃক্‌সিদ্ধিবাদী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ দৃগ্‌গণিতের সমতাবিধান করিতে ঐ তিনটী সংস্কারই লইয়া থাকেন। অন্যরূপ নূতন সংস্কারের সৃষ্টি করেন না। চন্দ্র ও সূর্য্য যখন সমসূত্রপাতে না থাকেন তখনই ঐ তিনটী সংস্কার দেওয়াতে গণনার এবং উহার ফলের বিশেষ বৈলক্ষণ্য হয়, চন্দ্র ও সূর্য্য সমসূত্রপাতে থাকিলে ঐ তিনটী সংস্কার দেওয়া আর না দেওয়া সমান, যেহেতু ঐ সময় সংস্কার না দিলেও গণনা ও উহার ফলের বিশেষ বৈলক্ষণ্য ঘটে না। সপ্তমী ও অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র, সূর্য্য হইতে অত্যন্ত দূরে, বিসদৃশভাবে থাকে, তাই সপ্তমী ও অষ্টমী তিথিতে উভয়বিধ পঞ্জিকার তিথির বৈলক্ষণ্য ঘটে। পূর্ণিমা ও অমাবাস্যা তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য্য সমসূত্রভাবে থাকে বলিয়া সেরূপ বৈলক্ষণ্যটী ঘটে না।”

মাধববাবু ঐ তিনটী সংস্কারের বিবরণ এবং 'যখন চন্দ্র ও সূর্য্য সমসূত্রপাতে না থাকিবে, তখনই ঐ তিনটী সংস্কার নিবন্ধন গণনায় বিশেষ বৈলক্ষণ্য হয়, সমসূত্রপাতে থাকিলে ঐরূপ বৈলক্ষণ্য হয় না ?' ইহার কারণ একপ্রকার প্রদর্শন করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবের সহিত উহার বিশেষ সম্বন্ধ না থাকায় ইহা উদ্ধৃত হইল না।

কারণ, পঞ্জিকাবিশেষের সমর্থন করিতে আমরা প্রবৃত্ত হই নাই। মহা-মহোপাধ্যায় ৺বাপুদেব শাস্ত্রী সি, আই, ই, ও শ্রীযুক্ত সুধাকর দ্বিবেদী প্রভৃতি জ্যোতিঃশাস্ত্র বিশারদ মহাশয়দের উপদেশ পাইয়া এবং গ্রহণাদি প্রত্যক্ষ ফলে গণিতের অনেক অনৈক্য হয় দেখিয়া অগত্যা আমাদিগে স্বীকার করিতে হইয়াছে, যে, এদেশীয় চলিত পঞ্জিকাতে কিছু কিছু সংস্কার করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। পঞ্জিকার সংস্কার করিতে হইলে তাহার মূল গণনা-প্রণালীর সংস্কার করা আবশ্যক। কিরূপে ঐ সংস্কার করিতে হইবে?— অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখা গেল যে, দৃগ্‌গণিতৈক্য অবলম্বন করিয়া ঐ সংস্কার করিতে হইবে।

ইহাই যে শাস্ত্রানুমোদিত তাহা ইতিপূর্ব্বে (৩৫—৪০ পৃং) দেখান হইয়াছে। পুনরায় সে সকল কথা না তুলিয়া দুইএকটি নূতন কথা বলা যাইতেছে।

১। সূর্য্যদেব, সূর্য্যসিদ্ধান্তে স্পষ্টাধিকারে বলিয়াছেন, গ্রহগণ, আকর্ষণ শক্তি বিশেষ দ্বারা পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে আকৃষ্ট হইয়া, বক্র, মন্দ, শীঘ্র প্রভৃতি নানাপ্রকার গতিতে সর্ব্বদাই ভ্রমণ করিতেছেন্। অতএব গণিতাগত গ্রহের, প্রত্যক্ষ দৃষ্ট গ্রহের সহিত সমতা বিধান করা কর্ত্তব্য। তাই স্ফুটী-করণ প্রণালী বলিতেছি, তাঁহার বচন এই ;—

"পূর্ব্বাপরাপকৃষ্টাস্তে গতিং যান্তি পৃথগ্বিধাম্ ॥৩॥
বক্রানুবক্রা কুটিলা মন্দা মন্দতরা সমা।
তথা শীঘ্রতরা শীঘ্রা গ্রহাণামষ্টধা গতিঃ ॥১২॥
তত্তদ্‌গতিবশান্নিত্যং যথা দৃক্‌তুল্যতাং গ্রহাঃ।
প্রয়ান্তি তত্‌ প্রবক্ষ্যামি স্ফুটীকরণমাদরাৎ"॥১৪॥

২। ভাস্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—যদি গ্রহ স্ফুট হয়, তা হলেই যাত্রা

বিবাহ উৎসব ও জাতকাদিতে ফল সিদ্ধি হয়, অত এব যে স্ফুট ক্রিয়াতে দৃগ্‌গণিতৈক্য হয়, এরূপ গ্রহদের স্ফুটক্রিয়া বলিতেছি। ভাস্করাচার্য্যের উক্তি এই ;—

"যাত্রাবিবাহোত্‌সবজাতকাদৌ
খেটৈঃ স্ফুটৈরেব ফলস্ফুটত্বম্।
স্যাত্‌ প্রোচ্যতে তেন নভশ্চরাণাং
স্ফুটক্রিয়া দৃগ্‌গণিতৈক্যকৃদ্‌যা ॥১॥"

স্পষ্টাধিকারে সিদ্ধান্তশিরোমণি।

৩। বরাহমিহির বলিয়াছেন,—

"অবিচার্য্যৈবং প্রায়ো দিনবারে জনপদঃ প্রবৃত্তোঽয়ম্।
স্ফুটতিথিবিচ্ছেদসমং যুক্তমিদং প্রাহুরাচার্য্যাঃ ॥২০॥

১৫ অং। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা।

৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় ইহার টীকা করিয়াছেন ;—

"এবময়ং জনপদো দেশঃ প্রায়ো বিচারং বিনৈব দিনবারে পরম্পরাতো যো বারঃ শ্রুয়তে, তস্মিন্ বারে প্রবৃত্তোঽস্তি ;—অর্থাৎ অদ্য কো বারঃ ইতি পরম্পরাত এব জ্ঞায়তে, তত্র কাচিৎ গণিতাদিযুক্তির্নাস্তি, যথা বারজ্ঞানং কর্ত্তুং শক্যত ইতি। অথাচার্য্যা ইদং যদ্‌গণিতং স্ফুটতিথিবিচ্ছেদসমং স্ফুটতিথ্যাদিবিচারেণ সমং তুল্যং ভবেৎ, তদেব গণিতং যুক্তং সমাচীনং প্রাহুঃ ; অর্থাৎ যেন গণিতেন গ্রহা দৃক্‌তুল্যতাং যান্তি তদেব গণিতং সমীচীনং জ্ঞেয়ং, দিনপতিঃ কোঽপি ভবত্বিত্যত্র নাগ্রহঃ ইতি।

ইহার মর্ম্মার্থ এই, যে, লোকে প্রায়ই জনপরম্পরায় প্রচলিত অনুসারে কোন্ দিন কি বার স্থির করেন্? গণিতাদির যুক্তি তাহাতে কিছুই নাই। পক্ষান্তরে আচার্য্যরা বলেন্, যে গণিত স্ফুটতিথিবিচ্ছেদের তুল্য হয়, অর্থাৎ যে গণিতে গ্রহগণ দৃক্‌তুল্য হয়, ঐ গণিতই সমাচীন জানিবে। তাহাতে দিনপতি যে হয় হউক, এ বিষয়ে কোন আগ্রহ নাই।

সূর্য্যদেব, ভাস্করাচার্য্য বরাহমিহির এবং দ্বিবেদী মহাশয়দের উপর উক্ত যুক্তি, উপদেশ ও কার্য্যের অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা দৃগ্‌গণিতৈক্য অনুসারে

গ্রহগণকে স্ফুট করিব, এবং তদনুসারে তিথি নক্ষত্রাদি গণনা করিব; তাহাতে যেরূপ তিথি সাধিত হইবে, তাহাই প্রকৃত তিথি মনে করিব। ঐ তিথি প্রচলিত পঞ্জিকার তিথির সহিত মিলুক আর নাই মিলুক সে বিষয়ে আমাদের কোন আগ্রহই নাই।

স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী সি, আই, ই মহাশয় ঠিকই লিখিয়া গিয়াছেন ;—

"अरे बाबा और पत्रे सब अशुद्ध हैं उनमें और वास्तवमें बहुत अन्तर है वह अन्तर दूर करने के लिये तो यह नया पत्रा बनया है नहीं तो और पत्रों मे जो तिथि आदि के घड़ी पल अशुद्ध लिखे रहते हैं वैसाही इस नये पत्रे में भी लिखे जावें तो इस नये पत्रे के बनाने में इतना परिश्रम उठानेका क्या प्रयोजन था?"

অর্থাৎ ওরে বাবা, অন্য পত্র (পঞ্জিকা) সকল অশুদ্ধ, উহাতে আর প্রকৃত পঞ্জিকাতে অনেক অন্তর। ঐ অন্তর দূর করিবার জন্যই ত এই নূতন পঞ্জিকা প্রস্তুত হইয়াছে; নতুবা অন্য পঞ্জিকাতে যেরূপ তিথি আদির দণ্ড পল অশুদ্ধ লেখা থাকে, উহাই যদি এই নূতন পঞ্জিকাতে লেখা হয়, তাহা হইলে এই নূতন পঞ্জিকা প্রস্তুত করিতে এত পরিশ্রম করার প্রয়োজন কি ছিল?

নবম পূর্ব্বপক্ষ।

তন্ন তন্ন করিয়া সাধিত সূক্ষ্ম তিথি নক্ষত্রাদি ধর্ম্ম কার্য্যের উপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। ঐরূপ করিয়া তিথি নক্ষত্রাদি সাধন করা অতীব দুরূহ ও কষ্ট সাধ্য। করুণাময় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবর্ত্তক ঋষিরা আমাদিগকে এত কষ্ট দিবেন কেন?

উত্তর।

তন্ন তন্ন করিয়া সাধিত তিথি নক্ষত্রাদিই ধর্ম্ম কার্য্যের উপযোগী। ধর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকাংশ কার্য্যই কষ্ট সাধ্য। "নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।"

হেতু।

শাস্ত্রে বিধান আছে। প্রকৃত গণিত হইতে প্রকৃত কাল অবগত হওয়া যায়। যে কার্য্যের যে কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই কার্য্য সেই কালে করাই বিধেয় হয়, অন্য কালে ঐ কার্য্য বারংবার অনুষ্ঠিত হইলেও ফলপ্রদ হয় না।

"গণিতাজ্ জায়তে কালো যত্র তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ।
বরমেকাহুতিঃ কালে নাকালে লক্ষকোটয়ঃ॥"

তিথিতত্ত্বধৃত বচন।

শাস্ত্রে লিখিত আছে, দ্বাদশীর দিন যদি কলার্দ্ধমাত্র ও একাদশী না থাকে, তাহা হইলেই দশমীযুক্ত একাদশীতে উপবাস করিবে। "দ্বাদশ্যাং কলার্দ্ধমাত্রমপ্যেকাদশ্যা অনির্গমে * * * সংযুক্তেত্যুচ্যতে, সৈবোপোষ্যা।" তিথিতত্ত্ব।

দ্বাদশীদিবসে কলার্দ্ধমাত্র একাদশী আছে কি না? স্থির করা কি সূক্ষ্ম গণনা ভিন্ন হইতে পারে?

প্রাণানন্দ কবিভূষণ মহাশয় গত ১লা নভেম্বর তারিখে একাদশী ০ দণ্ড ৫৬ পল মাত্র ছিল, লিখিয়াছেন। তিনি যদি সূক্ষ্ম গণনা করিয়া ঐরূপ লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে ত কথাই নাই, কিন্তু যদি তাহা না করিয়া থাকেন, এবং ঐ দিন একাদশী ঐ কএক পল ও না থাকা প্রকৃত হয়, তা হলে তিনি কত বিধবার ব্রত লোপ করিয়া দিয়াছেন, একবার ভাবিয়া দেখুন।

দশম পূর্ব্বপক্ষ।

প্রচলিত সাবেক পঞ্জিকা অবিশুদ্ধ বলিলে ঐ অনুসারে আমাদের পুরুষ পরম্পরায় যে সকল কর্ম্মকলাপ অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে; সে সকলই পণ্ড হইতেছে স্বীকার করিতে হয়; তাহা আমরা কিরূপে স্বীকার করিতে পারি। তাই বলি, ও গোলযোগ আর তুলিবার আবশ্যক নাই, যেরূপ বলিতেছে চলুক।

উত্তর।

না, 'পুরুষ পরম্পরায় যে সকল কর্ম্মকলাপ অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে, সে সকলই পণ্ড হইতেছে স্বীকার করিতে হয়' না। 'ও গোলযোগ' ও তুলিবার আবশ্যক আছে।

হেতু।

যে সময়ে প্রচলিত পঞ্জিকা গণনার মূল সারণী প্রস্তুত হয়, সে সময় উহার কোন দোষই ছিল না। এক্ষণে জানা যাইতেছে, যে, গ্রহদের অবস্থা পূর্ব্ববৎ নাই, কিছু কিছু অন্তর হইয়াছে; সেই অন্তর নিবন্ধন কোন কোন গণিতের অবিশুদ্ধি দাঁড়াইয়াছে। তাই কোন কোন সময়ে, কোন কোন তিথির বা নক্ষত্রের যে সময়ে আরম্ভ বা সমাপ্তি হওয়া প্রকৃত, তাহা নির্দ্ধারিত হয় না। সুতরাং ঐ ঐ তিথি বা নক্ষত্রের কার্য্য প্রকৃত সময়ে অনুষ্ঠিত না হওয়াতে পণ্ড হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সেরূপ ঘটনা অতি বিরল, এক্ষণে যে কয়েক খানি দৃক্‌সিদ্ধি পঞ্জিকা বাহির হইয়াছে, তাহার সহিত সাবেক পঞ্জিকা মিলাইয়া দেখিলে জানা যাইবে, যে, বৎসরের মধ্যে উভয় পঞ্জিকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে মতভেদ অতি অল্প স্থলেই ঘটিয়া থাকে। সে কার্য্য ও আবার সাধারণতঃ একাদশীর উপবাস বা সন্ধিপূজা ইত্যাদি। সুতরাং প্রচলিত সাবেক পঞ্জিকা অনুসারে 'আমাদের পুরুষপরম্পরায় যে সকল কার্য্যকলাপ অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে, সে সকলই পণ্ড' হইয়াছে বা হইবে কেন?

অথবা অজ্ঞানতঃ যদিই অসময়ে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে "অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ" ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে শ্রীশ্রী৺ বিষ্ণুস্মরণ ইত্যাদি উপায়ে তাহার প্রতিবিধান হইলেও হইতে পারে। কিন্তু তা বলিয়া জানিয়া শুনিয়া অযথাকালে কর্ম্ম করিলে ফল সিদ্ধ হইবে কেন? যত দিন কোন উচ্চ বাচ্চা ছিল না তত দিন যা হইয়াছে হউক, এক্ষণে যখন একথা উপস্থিত হইয়াছে, তখন ইহার মীমাংসা করা নিতান্ত আবশ্যক।

ধর্ম্মের নিকট পুরুষপরম্পরার কোন খাতিরই নাই। এক পুরুষে অনুষ্ঠিত হইলেও কার্য্যটী যদি যথাকালে যথাযথরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহার ফল হইবেই হইবে। পক্ষান্তরে পুরুষপরম্পরা কেন, যুগ পরম্পরাতেও যদি অযথাকালে বা অযথাবিধানে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তবে, তাহার কোন ফলই হইবে না। ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত সিদ্ধান্ত। সুতরাং কর্ম্মের প্রকৃতকাল নির্ণয় করিবার জন্য এ গোলযোগ তোলা অত্যন্ত আবশ্যক।

শ্রদ্ধাস্পদ প্রকৃত আর্য্যধর্ম্মে আস্থাবান্ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু আমার কোন বন্ধু,

শ্রীযুক্ত রুদ্রনারায়ণ জ্যোতির্ভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া আমাকে গত চৈত্র মাসে পত্র লেখেন,—"দেখিতেছি যে, পঞ্জিকা শোধন করিতে হইলে দুইটী বিষয়ে বিশেষ বিরোধের স্থল উপস্থিত হইতেছে।

১ম। তিথিমান সম্বন্ধে। তিথিমানের পরমবৃদ্ধি পরমহ্রাস লইয়া যে প্রকার মতভেদ হইতেছে, ইহা বা ইহার অনুরূপ মতভেদ আর কখনও হইয়াছে কি না? এখন সপ্ততি (?) দণ্ডাতিরিক্ততিথিমান স্বীকার করিবার পূর্ব্বে, জানা আবশ্যক হইতেছে যে অত্যতি প্রাচীনকালাবধি পরমবৃদ্ধি পরমহ্রাসের মানসম্বন্ধে আর কখনও মতান্তর প্রচলিত ছিল কি না? অর্থাৎ "বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়'' কত দিনের কথা?

২য়। পঞ্জিকা শোধন করিলে প্রচলিত স্মৃতি অর্থাৎ রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্ব এবং অন্য অন্য তত্ত্বের কোনও কোনও অংশের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে কি না? হইলে কোন্ অংশের পরিবর্ত্তন স্বীকার করিয়া লইতে হইবে? এই দুই বিষয় লইয়াই বিরোধ সম্ভাবনা।''

১। "বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়'' সম্বন্ধে অনেক কথাই পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে, পুনরুক্তি করা অনাবশ্যক। ভরসা করি, পত্রলেখক বন্ধুবর মহাশয়ের, তাহা পাঠ করিলেই সন্দেহ অপনীত হইবে।

২। পঞ্জিকা সংশোধন করিলে, কেবল রঘুনন্দন কেন, কোন প্রদেশের কোন স্মৃতিশাস্ত্রের কোন অংশেরই পরিবর্ত্তন করিতে হইবে না। বরং, রঘুনন্দন প্রভৃতি যে "অর্কাদ্বিনিঃসৃতঃ প্রাচীম্'' ইত্যাদি বচন প্রমাণে চন্দ্র ও সূর্য্যের গতির উপর নির্ভর করিয়া তিথি নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহারই অনুরূপ কার্য্য করা হইবে। সুতরাং এই দুই বিষয় লইয়া বিরোধ সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই।

আমার বন্ধুবর 'সংশোধিত পঞ্জিকা চালাইবার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে' কএকটী উপায় অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। উপায় গুলি সাময়িক ও ফলোপধায়ক হইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আমার কার্য্য এক্ষণে পঞ্জিকা প্রচলিত করা নয়; সংশোধিত পঞ্জিকা সংস্কার আবশ্যক কি না। আবশ্যক হইলে কি উপায়ে সংস্কার করিতে হইবে? তাহারই মূল নিয়ম অবধারণ করা। একারণ ঐ উপায় গুলির উল্লেখ করিলাম না।

পঞ্জিকাসংস্কারের বিপক্ষে এ পর্য্যন্ত যত আপত্তি ও আশঙ্কা আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছে, সে সকলেরই এক প্রকার মীমাংসা ও নিবারণ করা হইল। এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে যে বিষয়ের তত্ত্বানুন্ধান সকরিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; ঐ ঐ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহাও প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া দিয়াছি। পুনরুক্তি ভয়ে স্বতন্ত্রভাবে তাহার আর উল্লেখ করিলাম না।

অতঃ পর অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে, পঞ্জিকা সংস্কার করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

পঞ্জিকাসংস্কার যেরূপে করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক প্রস্তাব।

১। চন্দ্র ও সূর্য্যাদি গ্রহের বর্ত্তমান অবস্থা অনুসারে এদেশের পঞ্জিকা গণনার উপযোগী একখানি সারণী* প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য।

২। সারণী প্রস্তুত করার ভার কোন এক জন জ্যোতিষ শাস্ত্র বিশারদ অথচ পঞ্জিকাগণনায় নিপুণ পণ্ডিতের হস্তে দেওয়া উচিত। ঐ শ্রেণীর পণ্ডিত অধিক না থাকিলেও ৫।৬ জন আছেন আমি জানি। তন্মধ্যে অনেকের শ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়ের হস্তে ঐ ভার দেওয়া ভাল মনে হয়।

৩। অঙ্ক রাখিতে বা কষিতে ভ্রান্তি ঘটা অসম্ভব নহে; যাহাতে তাহা না ঘটে, বা ঘটিলেও আবিষ্কৃত হয় তাহার

---

* সারণীর ইংরেজী নাম Table। পঞ্জিকা গণনার সারণী থাকিলে পঞ্জিকা প্রস্তুত করা অতি সহজেই হইতে পারে।

জন্য অপর দুই জন উপযুক্ত জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতকে তাঁহার সহকারী করিয়া দেওয়া উচিত হইবে †।

৪। নিম্নলিখিত কয়েকখানি সারণী, প্রস্তাবিত সারণী প্রস্তুত করিবার প্রধান অবলম্বন হইবে।

(ক) তান্‌জোড়ের সিদ্ধান্তকৌস্তুভ সারণী।

(খ) জয়পুরের জয়বিনোদ সারণী।

(গ) উড়িষ্যার সিদ্ধান্তদর্পণ সারণী।

(ঘ) বোম্বের কেরোপন্থ সারণী।

এই চারিখানি সারণীতে দেশান্তর সংস্কার দিয়া এ প্রদেশের উপযুক্ত করিয়া লইতে হইবে। ঐ সারণীগুলির পরস্পর অনৈক্য ঘটিলে শাস্ত্র বা গ্রহদর্শন দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া লইতে হইবে। যদি তাহাতেও সন্দেহ নিবারণ না হয়, তা হলে ইউরোপীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত দেখিয়া মীমাংসা করিতে হইবে।

৫। প্রস্তুত নূতন সারণী মুদ্রিত করিয়া সাধারণের সুলভ করিয়া দেওয়া উচিত হইবে।

৬। এই সারণী অনুসারে যিনি বা যাঁহারা গণিতে সংস্কার দিয়া সংশোধিত পঞ্জিকা বাহির করিবেন্, তাঁহাকে বা তাঁহাদিগে অন্ততঃ তিন বৎসর সাহায্য করা আবশ্যক হইবে। ঐ সাহায্য অন্যরূপ নহে, তাঁহার বা তাঁহাদের পঞ্জিকা কতক গুলি ক্রয় করা মাত্র।

৭। এরূপ সারণী প্রস্তুত করিলে কিছু কাল কোন গোল-

---

† ইহার মধ্যে একজন ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যায় পারদর্শী হইলে ভাল হয়

যোগ হইবে না বটে, কিন্তু চিরকালই যে ইহা দ্বারা কার্য্য চলিবে তাহা বলা যায় না, যেহেতু গ্রহদের অবস্থার অন্তর হইলে পুনর্ব্বার সংস্কার দেওয়া আবশ্যক হইবে। এ কারণ ভবিষ্যতের উপকার করিতে হইলে সারণীর মূলীভূত একখানি করণগ্রন্থ এবং একখানি সিদ্ধান্তগ্রন্থ প্রস্তুত করা উচিত। ঐ ঐ গ্রন্থে প্রামাণিক সিদ্ধান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সকলের সারাংশ সমুদায়ই সন্নিবিষ্ট থাকিবে। অধিকের মধ্যে যে যে নূতন সংস্কার দেওয়া হইবে, তাহা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করা।

৮। এই কার্য্য সম্পাদন করিতে কত ব্যয় হইবে তাহা আমি এ পর্য্যন্ত স্থির করি নাই, সুতরাং এ সম্বন্ধে এক্ষণে কোন বিশেষ প্রস্তাব করিতে পারিতেছি না। তবে এই মাত্র বলি, যে, এই ব্যয়ের ভার ব্যক্তি বিশেষের উপর ন্যস্ত না করিয়া ইহা সাধারণের সাহায্যে সম্পাদিত করা উচিত *।

উপসংহারে বলা কর্ত্তব্য, যে, প্রস্তাবিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া পঞ্জিকা সংস্কার করিলে ব্যক্তিবিশেষের সম্মান এবং ব্যবসা বা আয়ের উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে না, অথচ অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। এবং যাঁহারা পঞ্জিকা সকলের সমতা বিধান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদেরও ঐ ইচ্ছা ক্রমশঃ সফল হইবে,—ইহা পঞ্জিকাব্যবসায়ী মহাশয়দের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া আশা করা যায়। ঐ কার্য্যপ্রণালীর কএকটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

১। যে সময় পঞ্জিকা সংস্কার সভার প্রথম অধিবেশন হয়, ঐ সময় কোন একজন পঞ্জিকা ব্যবসায়ী গুপ্তরূপে আসিয়া আমার নিকট ও মহারাজা বাহাদুর স্যার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, সি, এস, আই, মহাশয়ের নিকট জানান, যে, তিনি প্রাচীন রীতি পরিত্যাগ করিয়া সভাদ্বারা অবধারিত নিয়ম অনুসারে পঞ্জিকা প্রস্তুত করিয়া প্রচার করিতে প্রস্তুত আছেন।

---

* এস্থলে বলা উচিত, যে পর্য্যন্ত প্রস্তাবিত নূতন পঞ্জিকা প্রস্তুত না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমি রুদ্র ও বিশুদ্ধ পঞ্জিকা অনুসারে যেরূপ কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি ঐরূপ করিব। ঐ ঐ পঞ্জিকা সমধিক বিশুদ্ধ বলিয়া আমার বিশ্বাস।

২। দুই এক খানি পঞ্জিকাতে ইংরেজী মতের উদয় অস্ত সন্নিবিষ্ট হইতেছে।

৩। কোন পঞ্জিকাব্যবসায়ী মহাত্মা, সংস্কৃত কলেজের প্রথমবর্ষীয় কোন ছাত্র দত্ত নাবিক পঞ্জিকার অনুসারী গ্রহণ গণনা সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহার পঞ্জিকাকে হিন্দুমনোরঞ্জিকা করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছি।

এরূপ কার্য্য করাতে কোন দোষই নাই, তবে দোষের মধ্যে "লুকুচুরী"। সে যাহা হউক, যিনি যা ভাল বুঝেন করিবেন, তাহাতে আমাদের কোন কথাই নাই। আমি অতঃপর 'শিবমস্তু' বলিয়া বিদায় লই।

সংস্কৃত কালেজ, কলিকাতা।
১লা চৈত্র, ১২৯৯ সাল।

শ্রীমহেশচন্দ্র দেবশর্ম্মা।